চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 136 Tuesday, 16 April, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৩৬ সংখ্যা ✱ ৩ বৈশাখ, ১৪৩১, মঙ্গলবার, ১৬ এপ্রিল, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

শুরু হয়ে গেল মৎস্যজীবিদের সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা। ফলে এখন আর মৎস্যজীবীরা টানা দু'মাস সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারবেন না। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রথম কাজ হবে দুর্নীতি বন্ধ করা। সোমবার রাজ্য বিজেপির তরফে ইস্তাহার প্রকাশ করে এমনটাই দাবি করলেন সুকান্ত মজুমদার। ...বিস্তারিত পাতা ৫

তফসিলি মহিলাকে বাড়িতে ঢুকে হেনস্থার অভিযোগ। বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাওয়ারও হুমকি। গ্রেফতার অভিযুক্ত বিজেপি নেতা। ...বিস্তারিত পাতা ৭

মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাটিংয়ের ধার আজও কমেনি। ৪৩ ছুঁই ছুঁই ধোনি রবি-রাতে ওয়াংখেড়েতে শেষ ওভারে ছয়ের হ্যাটট্রিক দেখিয়েছেন ধোনি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

পুরুলিয়ার আরসায় শুভারম্ভ হয়ে গেল দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের নতুন রিসর্ট 'গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট'-এর। সোমবার এই শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন তাপস চৌধুরি (অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি), হরিহর প্রসাদ মন্ডল (অতিরিক্ত সচিব, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ), সাবির আহমেদ (প্রাক্তন পুর আধিকারিক) ও দুরন্ত প্রকাশনের কর্ণধার অলোক কুমার নস্কর সহ অন্যান্যরা।

রাম নবমী 'ওদের দাঙ্গা করার দিন' প্ররোচনায় পা দেবেন না মমতা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৫ এপ্রিলঃ বিগত কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গে ভোটের প্রচারে রয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়ার সমর্থনে আজ সেখানে সভা করছেন তিনি। আর সেখান থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে একের পর এক তোপ দেগেছেন মমতা। মুখ খুলেছেন রবিবার ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টারে আয়কর হানা নিয়েও। আজ কার্যত সভামঞ্চ থেকে ক্ষোভ উগরে দেন মমতা। বলেন, ''অভিষেকের একটা মিটিংয়ে যাওয়ার কথা ছিল। বাবুরা সেখানে চলে গেছে। হেলিকপ্টারে নাকি সোনা, টাকা নিয়ে আসছে।'' এরপরই তৃণমূল সুপ্রিমো অভিযোগ করেন, ''ওইসব আমরা করি না। বিজেপি করে। ওরা বিএসএফ-সিআইএসএফ আনে। এরা প্লেনে আসে। কোনও পুলিশের সাহস হয়েছে চ্যালেঞ্জ করার?'' মমতার কথায়, ''আমরা এই সব নিয়ে ঘুরি না। আমরা সিস্টেমে চলি। টাকা না থাকলে মায়ের কাছে গিয়ে বলব মা গো টাকা দাও।'' প্রসঙ্গত, গতকাল সকালবেলা বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চপারের ট্রায়াল রান চলছিল। তৃণমূলের অভিযোগ, সেই সময় হঠাৎই সেখানে উপস্থিত হন আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। সিট-ব্যাগ সব তল্লাশি চালানো হয়। এমনকী পাইলটের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। শাসকদলের দাবি, আয়কর দফতরের কর্তারা কোনও নোটিস ছাড়াই এই তল্লাশি চালিয়েছেন। যার কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল না বলেই মনে করছে শীর্ষ নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে আজ ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজীব কুমার আগেই বলে দিয়েছিলেন, ভোট নজরদারিতে এবার ইডি-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নিয়ে পোর্টাল তৈরি করা হবে। নির্বাচনে কোনওভাবেই অর্থশক্তিকে বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। রাজ্যে যতগুলো হেলিপ্যাড, বিমানবন্দর রয়েছে, সেখানে কড়া নজরদারি থাকবে কমিশনের তরফ থেকে। কমিশনের নির্দেশ, জেলাশাসক যখন কোনও হেলিকপ্টার কিংবা বিমানকে অবতরণের সবুজ সঙ্কেত দেবেন, তখন খবর ইনকাম ট্যাক্স ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকেও দিতে হবে। এদিন কোচবিহারের জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো দাবি করেন, ক্ষমতায় ফিরে এলে সংশোধনী নাগরিকত্ব আইন (সিএএ), জাতীয় নাগরিকপঞ্জী

(এনআরসি) এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মাধ্যমে মানুষের অধিকার কেড়ে নেবে বিজেপি সরকার। মানুষ কী খাবেন, সেটাও ঠিক করে দেবে গেরুয়া শিবির। মমতা বলেন, ''আপনি কী খাবেন, লিখে দেবে সকালবেলায়। চা খাও। চায়ের সঙ্গে গোমূত্র খাও। আপনি কী খাবেন, লিখে দেবে দুপুরবেলায়। কী খাবে, গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে কিছু খাও। সন্ধ্যায় কী খাবেন, সেটাও ওরা ঠিক করে দেবে। রাতে আপনি কত ঘণ্টা ঘুমোবেন, সেটা ওরা ঠিক করে দেবে।'' সোমবার কোচবিহারের সভা থেকে বিজেপিকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে মমতা বলেন, ''আপনারা দেখেছেন কাল কি ম্যানিফেস্টোয় (বিজেপির ইস্তাহার) কী বলেছে? আমি যেটা আগে বলি, পরে সেটা অনেকে বোঝে। যখন আমি আগে বলি, তখন আমায় ভুল বোঝে। ভাবে আমি ঠিক বললাম কিনা। বলেছিলাম, মাছের মাথাটা হচ্ছে ক্যা (সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন), আর লেজটা হচ্ছে এনআরসি (জাতীয় নাগরিকপঞ্জী)। মধ্যিখানের পেটিটা হচ্ছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। কাল ম্যানিফেস্টোয় রেখেছে, কি রাখেনি?'' মমতা আরও বলেন, ''মনে রাখবেন, দেশ তো বেচে দিচ্ছে। বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে, আর এই আইন পাস করা হয়, তাহলে তফসিলি জাতির বন্ধুরা জেনে রাখুন যে আইডেন্টিটি থাকবে কিনা, (তাহলে অধিকার থাকবে না)। বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলে (অধিকার) থাকবে না। আদিবাসীদের অধিকার থাকবে না। সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব থাকবে না। হিন্দুদেরও থাকবে না। রাজবংশীদেরও থাকবে না।'' সেইসঙ্গে মমতা দাবি করেন যে পশ্চিমবঙ্গে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সবরকমের উৎসব পালন করা হয়। সরকার কখনও কোনও উৎসব পালনে বাধা দেয় না। মমতার কথায়, ''যাঁরা নবরাত্রি করেন, তাঁদের আমি শুভকামনা জানাই। আমাদের এখানে বাসন্তীপুজোও হয়, দুর্গাপুজোও হয়। বাসন্তীপুজো ছোট করে হয়। দুর্গাপুজো বড় করে হয়। বাসন্তীপুজো হয়, অন্নপূর্ণা পুজো হয়। নীলষষ্ঠী হয়, চৈত্র সংক্রান্তি হয়, ভাদু উৎসব হয়, বিহু উৎসব হয়। আমি সবাইকেই অভিনন্দন জানাই। ইদ হয়ে গেল, বড়দিন হয়ে গেল। আগামিদিনে আরও উৎসব আসবে। ভাওয়াই উৎসব হয়।'' জনসভা থেকে এবার রাম নবমীকে 'ওদের দাঙ্গা করার দিন' বলে মন্তব্য করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে তিনি বললেন, ''প্ররোচনায় পা দেবেন না। গালাগালি দিলে মাথা ঠান্ডা রাখবেন। আল্লার নাম করে ওদের বিদায় চাইবেন।'' মমতা বলেন, ''দাঙ্গাও করতে পারে। দাঙ্গা করার জন্য রেডি হয়ে আছে। প্লিজ দয়া করে কেউ দাঙ্গায় যাবেন না, আপনাকে যদি গালিও দেয়। আপনাদের যিনি প্রার্থী তিনি বকলমে একজন বড় গুন্ডা সরদার। মানে আমাদের সরদারজি না। গুন্ডাদের মাফিয়াদার। সরদার কথাটা আমি প্রত্যাহার করলাম। তিনি কিন্তু আবার আগুন লাগাবেন। তিনি কিন্তু আবার গুলি চালিয়ে দেবে আগেরবার শীলতকুচির মতো। তিনি কিন্তু আবার আপনাদের বিপদে ফেলবে।'' মুসলিমদের উদ্দেশ করে মমতা বলেন, ''আমি সংখ্যালঘু ভাই-বোনদের বলব। যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে সতেরো তারিখ, ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন। আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লার নামে প্রার্থনা করবেন। ওদের বিদায় চাইবেন। কিন্তু কেউ কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না।'' মমতার আহ্বান, ''আমাদের শান্তি রক্ষা করতে হবে। ওরা চায় দাঙ্গা করে এনআইএ ঢুকিয়ে দিয়ে ভোটটা যাতে না হয়। আর ভোটটা যাতে ওরা ছাপ্পা মেরে দেয়।'' এর আগেও একাধিকবার রাম নবমীতে হিংসার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার উদ্বেগে আশঙ্কা প্রকাশ করে আরএসএস নেতা শচীন্দ্রনাথ সিংহের দাবি, দাঙ্গার সম্ভাবনা থাকলেও যদি তা রুখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যর্থ হন তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁর ইস্তফা দেওয়া উচিত।

শাহজাহানের বয়ানই ইডির হাতিয়ার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ সন্দেশখালিকাণ্ডে ধৃত শেখ শাহজাহানকে প্রভাবশালী তকমা দিতে ইডির হাতিয়ার তাঁরই বয়ান। সূত্রের খবর, ইডির কাছে শাহজাহান একটি লিখিত বয়ান দিয়েছেন। সেখানে জানিয়েছেন, ২০১৬ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে গোটা উত্তর ২৪ পরগনায় মূলত সন্দেশখালিতে তাঁর নেতৃত্বে ৪৭ জন পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য ও ২৯৪ জন গ্রামপঞ্চায়েত সদস্যকে মনোনীত করা হয়েছে। অর্থাৎ কে প্রার্থী হবেন, কোথায় প্রার্থী হবেন সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল বলেই খবর। শুধু তাই নয়, তাঁর সিদ্ধান্ততেই সিলমোহর ছিল দলের বলেও শাহজাহান ইডিকে জানিয়েছেন বলে খবর। অর্থাৎ ইডির বক্তব্য, কতটা প্রভাবশালী হলে কেউ এতবড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় থাকেন তা স্পষ্ট। আর এখান থেকেই শাহজাহানকে প্রভাবশালী বন্ধনীতে রাখছে তারা। এদিন মামলা চলাকালীন ইডির আইনজীবী বলেন, শাহজাহানকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে চায়। এদিন আদালতে শাহজাহান মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারক বলেন, চিঠির বিষয়টি রেকর্ডে রাখা হবে। বিচারের সময় তা দেখা হবে। একইসঙ্গে শাহজাহানকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

রাম নবমীর মিছিলে অনুমতি হাইকোর্টের, রাজ্য পুলিশ না পারলে কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতে হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ রামনবমীতে হাওড়ায় মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজ্য পুলিশ যদি সেই মিছিল নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, যদি তাদের পর্যাপ্ত বাহিনী না থাকে, তাহলে কেন্দ্রের বাহিনী চাইতে হবে রাজ্যকে। বিচারপতি বলেন, ''২০০ লোকের শোভাযাত্রা যদি পুলিশ সামাল দিতে না পারে তাহলে কিছু বলার নেই। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভিড় সামাল দেওয়ার নির্দেশ দিতে হবে।'' হাওড়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাম নবমীর শোভাযাত্রা নিয়ে রাজ্যের আপত্তিতে মন্তব্য বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের। যেহেতু রাম নবমীর মিছিল নিয়ে গতবার ঝামেলা হয়, প্রধান বিচারপতি এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেন। সেটাকে হাতিয়ার করেই এদিন রাজ্য সরকার শোভাযাত্রার রুট বদলের আবেদন জানান। এখানেই বিচারপতির বক্তব্য, মাত্র ২০০ জন শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। রাজ্যের যে কোনও জায়গায় ২০০ জন মিছিল করলে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে পর্যবেক্ষণ বিচারপতির। তিনি জানান, দরকার হলে রাজ্য মিছিল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাহিনী চাইতে পারবে কেন্দ্রের কাছে। শোভাযাত্রার ২৪ ঘণ্টা আগে তা চাইতে হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে আদালত। বাহিনী চাওয়ার আবেদন নোডাল অফিসার আইজি সিআরপিএফকেও দিতে হবে। তবে শোভাযাত্রায় ২০০ জনের বেশি লোক থাকলে তার দায় থাকবে সংগঠনের ৫ জনের, যাঁরা মিছিল নিয়ন্ত্রণ করবেন। তাঁদের নাম পুলিশকে জানিয়ে রাখতে হবে। একইসঙ্গে বলা হয়েছে, কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। আদালতের নির্দেশ, একটি গাড়ি ব্যবহার করা যাবে শোভাযাত্রায়। এদিন রাজ্যের আইনজীবী অমিতেষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''গত বছরের ঘটনায় যে যে জায়গায় সমস্যা হয়েছিল সেটা নিয়ে এনআইএ তদন্ত করছে। তাই রুট বদল দরকার। ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ।'' এরপরই বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ''এত কমসংখ্যক লোক নিয়ন্ত্রণ করার মত ফোর্স নেই রাজ্যের? নির্বাচনে গিয়েছে নাকি? তাহলে কেন্দ্রকে বলতে হবে ফোর্স দেওয়ার জন্য।'' মামলাকারীদের তরফে বলা হয়, ২০০ জনকে নিয়েও কেন মিছিল নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়? রাজ্য জানায়, সংখ্যা নয়, সমস্যাটা ফোর্স নিয়ে। তারপরই আদালত বলে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইবে রাজ্য।

এবার রাহুল গান্ধির কপ্টারেও তল্লাশি

নীলগিরি, ১৫ এপ্রিলঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার রাহুল গান্ধির কপ্টারে তল্লাশি। তল্লাশি চালাল নির্বাচন কমিশনের ফ্লাইয়িং স্কোয়াড। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যে সমস্ত প্রার্থী, তাঁরা যদি হেভিওয়েটও হন, প্রত্যেকের নির্বাচনী খরচের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, সে বিষয় নির্বাচন কমিশন নজরে রাখবে। রবিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চপারে তল্লাশি চলে। তা চালিয়েছিল আয়কর দফতর। এবার রাহুলের কপ্টারে তল্লাশি চালাল নির্বাচন কমিশনের বিশেষ স্কোয়াড। সোমবার তামিলনাড়ুর নীলগিরিতে নির্বাচন কমিশনের একটি টিম তল্লাশি চালায়। যে বিষয় নিয়ে এই মুহূর্তে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, কোনও নেতার যানবাহনে অর্থ থাকছে কি না। তবে এ নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে কংগ্রেস। তাদের দাবি, রাহুল গান্ধিকে টার্গেট করা হচ্ছে। বিজেপি নেতাদের গাড়ি বা কপ্টারে এ ধরনের কোনও তল্লাশি কেন হচ্ছে না, প্রশ্ন কংগ্রেসের। রবিবার দুপুরে বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের ভিতরে অভিষেকের চপারের ট্রায়াল রান চলছিল। কলকাতা পুলিশের টিমও ছিল সেখানে। তৃণমূলের অভিযোগ, আয়কর দফতরের দল গিয়ে সেই চপারে তল্লাশি চালায়। সোমবারও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বেহালা ফ্লায়িং ক্লাবে আসার আগে নির্বাচন কমিশনের তিনজন প্রতিনিধি আসেন এখানে। তবে এ নিয়ে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, যেদিন কমিশনের ফুল বেঞ্চ দিল্লিতে প্রেস মিট করেছিল সেদিনই তারা বলেছিল রাজনৈতিক নেতারা যে চার্টার্ড ফ্লাইট বা চপার ব্যবহার করবেন সেখানে তল্লাশি করা হবে। সেই দায়িত্ব আয়কর বিভাগকে দেওয়া হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টেও স্বস্তি মিলল না কেজরীর, প্রথম দফার ভোটে থাকবেন তিহাড়েই

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিলঃ একইদিন জোড়া ধাক্কা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবালের। দিল্লি কোর্টে মিলল না জামিন, অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টেও অস্বস্তি। ভোট প্রচারের জন্য অন্তর্বর্তী নির্দেশ পেলেন না কেজরীবাল। গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন তিনি। এ নিয়ে ইডির কী বক্তব্য তা জানাতে ইডিকে নোটিস দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ২৪ এপ্রিলের মধ্যে তাদের নোটিসের জবাব দিতে হবে। সোমবার দিল্লি আদালত কেজরীবালের জেল হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। ২৩ এপ্রিল অবধি তিহাড় জেলেই থাকতে হবে তাঁকে। এদিন দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে ভার্চুয়ালি পেশ করা হয় কেজরীবালকে। স্পেশাল জজ কাবেরী বাওয়েজার এজলাসে পেশ করা হয়। সেখানেই জেল হেফাজতের মেয়াদ বাড়ানো হয়। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টে এদিন কেজরীর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনুসিংভি। ১৯ এপ্রিলের আগে অন্তর্বর্তী নির্দেশের আবেদন জানান তাঁরা। যদিও আদালত সে আবেদন মানেনি। ২৯ এপ্রিল ফের শুনানি। প্রসঙ্গত ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে লোকসভার ভোট। অর্থাৎ প্রথম দফার ভোট জেলেই কাটবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর।

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে রাজ্যে নির্বাচনের পরেও থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ আগামী শুক্রবার রাজ্যের তিন আসনে প্রথম দফার ভোট। তার আগেই রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা ঠেকাতে তৎপর হল নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফায় আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং

জলপাইগুড়ি-রাজ্যের এই তিন আসনে ভোটগ্রহণ। তবে নির্বাচনের পরেও এই তিন কেন্দ্রে বাহিনী থাকবে বলে জানিয়ে দিল কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, ভোট পরবর্তী হিংসা ঠেকাতে ওই তিন কেন্দ্রে দু'কোম্পানি করে মোট ৬ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে। দু'কোম্পানির মধ্যে এক কোম্পানি করে বাহিনী স্ট্রংরুম পাহারা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে। ভোট পরবর্তী সময়ে যাতে প্রতিটি কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করবে আর এক কোম্পানি বাহিনী। দ্বিতীয় দফার ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে সোমবার বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দফতর। সেখানেই কমিশনের তরফে এই কথা জানানো হয়েছে। কমিশন আরও জানিয়েছে, প্রথম দফার মতো দ্বিতীয় দফাতেও কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে ১০০ শতাংশ বুথে। ২৬ এপ্রিল হবে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ। দ্বিতীয় দফায় মোট ২৭২ কোম্পানি বাহিনী থাকবে। এর মধ্যে ৭৩ কোম্পানি বাহিনী দক্ষিণ দিনাজপুরে মোতায়েন করা হবে বলে কমিশন জানিয়েছে। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলায় থাকবে ৬০ কোম্পানি। ৫১ কোম্পানি বাহিনী থাকবে ইসলামপুরে। দার্জিলিঙে মোতায়েন করা হবে ৫১ কোম্পানি বাহিনী। শিলিগুড়িতে ২১ কোম্পানি এবং কালিম্পঙে ১৬ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। উল্লেখ্য, ১ মার্চ থেকে রাজ্যে দফায় দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। প্রথম দফায় ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসে। ৭ মার্চ দ্বিতীয় দফায় এসেছিল আরও ৫০ বাহিনী। ১ এপ্রিলের পর আরও ২৭ কোম্পানি বাহিনী আসে রাজ্যে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ২৯৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে।

'ক্ষতিপূরণে মিথ্যার রাজনীতি চলছে', মমতা-অভিষেককে তোপ শুভেন্দুর, পাল্টা আক্রমণে কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পথে অন্তরায় নির্বাচন কমিশন। বিগত কয়েকদিনে লাগাতার সুর চড়িয়েছেন মমতা অভিষেক। এবার পাল্টা দিতে আসরে নেমে পড়লেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট দাবি, মমতা-অভিষেকের দাবি মিথ্যা। ৯ এপ্রিল অনুমতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু, এখন এই ইস্যুতে রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে তৃণমূল। পোস্ট করেছেন এক্স হ্যান্ডেলে। খোঁচা দিয়ে লেখেন, 'আপনি কিছু লোককে সব সময় বোকা বানাতে পারেন, এবং সব মানুষকে কিছু সময় বোকা বানাতে পারেন, কিন্তু আপনি সব সময় সব মানুষকে বোকা বানাতে পারবেন না।'' শুভেন্দুর দাবি, দুর্যোগ বিধ্বস্ত অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। যার একটি বড় অংশ কেন্দ্রীয় সরকার এনডিআরএফ-এর মাধ্যমে দিয়ে থাকে। কিন্তু, মমতা-অভিষেক নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে ব্যস্ত। শুভেন্দু যে ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন তাতে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা যাচ্ছে, ''নির্বাচন যখন ঘোষণা হওয়ার দিন থেকে রাজ্য সরকার চলে যায় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে। তাঁদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। নির্বাচন কমিশন যতক্ষণ না অনুমতি দেবে ততক্ষণ আমরা কোনও কাজ শুরু করতে পারি না। ৩১ তারিখ বিকালে যখন এই ঝড় হয় তারপরের দিন আমাদের রাজ্যের তরফ থেকে ইলেকশন কমিশনকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম আমরা এই পরিবারগুলিকে দ্রুত সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেবই, সঙ্গে যাদের ছাদ ঘর ভেঙে গিয়েছে তাঁদের জন্য যাতে বাড়ির ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করতে পারে। আমরা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে তাঁদের দিতে চাই। রাজ্যকে অনুমতি দিতে বলেছিলাম। নির্বাচন কমিশন সেই অনুমতি দিল না। এই বৈষম্য চলবে না।'' অন্যদিকে শুভেন্দুর শেয়ার করা ভিডিয়োতে মমতা বলছেন, ''জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে দুর্যোগে প্রধানমন্ত্রী এলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এলেন, একবার তো দুঃখীদের কথা বললেন না। একবারও তো বললেন না এই মানুষগুলো কেমন আছে! কী খেয়ে আছেন! শুধু রাজনীতির কথা বলে গেলেন। আর আমরা পারমিশন চাইতেই থাকলাম। এখন ইলেকশন চলছে তিন মাস ধরে। এখন কিছু করতে গেলেই পারমিশন চাই। বিজেপির বেলায় পারমিশন গ্রান্টেড, বেল গ্রান্ডেড। আর তৃণমূলের ব্যাপারে সব জেল গ্রান্টেড।'' যদিও শুভেন্দুর দাবি, নির্বাচন কমিশন ৯ এপ্রিল এক্স গ্রেশিয়া এবং হাউস বিল্ডিং অনুদান প্রদানের জন্য ছাড় মঞ্জুর করেছে। এই বার্তা ৯ এপ্রিলই রাজ্য সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ময়নাগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির মানুষ যারা বিধ্বংসী টর্নেডোতে তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছিল, তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি তৈরির জন্য অনুদান পেতে পারে সে কারণেই কমিশন এই পদক্ষেপ করেছিল। পাল্টা তোপ দেগেছেন কুণাল ঘোষ। শুভেন্দুর পোস্ট শেয়ার করে খোঁচা লিখেছেন, 'পোস্টে ২০০ শব্দের বেশি রয়েছে। কিন্তু কোনও শব্দই অর্থবহ নয়। এক্স গ্রেশিয়া মানে ঘর তৈরির জন্য অনুদান নয়। বাংলার মানুষ আর আপনার মিথ্যার জালে আটকা পড়বে না।'

৪৬৫০ কোটির নগদ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে নির্বাচন কমিশন, সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেল ২০২৪-এর ভোট

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লোকসভা ভোটের আগে এ পর্যন্ত নগদ ও বিভিন্ন সামগ্রী মিলিয়ে প্রায় ৪৬৫০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। দেশের ৭৫ বছরের সাধারণ নির্বাচনের আগে এটাই সর্বোচ্চ বাজেয়াপ্ত করা নগদ ও সামগ্রীর টাকার পরিমাণ। স্বভাবতই ২০১৯ সালে যে সর্বোচ্চ পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করার রেকর্ড ছিল, তাও নির্বাচনের চারদিন আগেই পেরিয়ে গিয়েছে কমিশন। আক্ষরিক অর্থেই কমিশনের দেওয়া এই তথ্যে প্রমাণিত যে, প্রতিটি নির্বাচনে কী পরিমাণ বেআইনি টাকা ওড়ে। ভোটারদের যে কোনওভাবে প্রভাবিত করতে এই টাকার লেনদেন হয়। তবে যে পরিমাণ টাকা ভোটে ব্যবহার করা হয়, বাজেয়াপ্ত করার পরিমাণ তার হিমশৈলের চূড়ার মতো। ভোট ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচন কমিশনের নজর থাকে নির্বাচনে যাতে কোনওভাবেই নগদ নারায়ণের প্রভাব না পড়ে। তাই রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ নজরদারি শুরু করে। তাছাড়াও নানান সূত্র মারফত খবর পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে হিসাব বহির্ভূত টাকা হেফাজতে নেয় কমিশন। সন্দেহ যে, এইসব টাকা কোনও না কোনওভাবে ভোটে

ব্যবহার করা হতে পারে। কমিশনের হিসাব মতে, এ বছর গত ১ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ১০০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যা গত লোকসভা ভোটের চেয়েও বেশি। শুধু তাই নয়, দেশে লোকসভা ভোটের ৭৫ বছরের ইতিহাসে এত পরিমাণ টাকা কখনও ধরা পড়েনি। কমিশন জানিয়েছে, এই পরিমাণ টাকা ধরার জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনী, ভিডিও তদারকি দল, আর্থিক পরিসংখ্যানে নজর রাখা দল এবং ময়দানে নেমে কাজ করা পুলিশ বাহিনী দিনরাত এক করে কাজ করেছে। কমিশনের সজাগ নজর রয়েছে, নগদ টাকা, মদ, নেশার দ্রব্য এবং উপহার বা অনুদান যাতে কোনওভাবেই ভোটারদের দিয়ে তাঁদের প্রভাবিত না করতে পারে কোনও দল। মোট টাকার পরিমাণের মধ্যে নগদ, মদ, মাদক, সোনারুপোর গয়না এবং বিভিন্ন ধরনের খয়রাতির দ্রব্য। বিভিন্ন ধরনের মাদকই মোট বাজেয়াপ্ত মালের ৪৫ শতাংশ। কমিশন ২০৬৮.৮ কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে এ বছর। গত লোকসভা ভোটে এর পরিমাণ ছিল ১২৭৯.৯ কোটি টাকার। খয়রাতি বা উপহার জাতীয় সামগ্রী ধরা পড়েছে ১১৪২.৪৯ কোটি টাকার। গতবার যা ছিল ৬০.১৫ কোটির। নগদ টাকার পরিমাণ হল ৩৯৫.৫ কোটি। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে নগদ ধরা পড়েছিল ৮৪৪ কোটি টাকা। এ বছর ৪৮৯.৩ কোটি টাকার মদ ধরেছে কমিশন। গতবার যা ছিল ৩০৪.৬ কোটি টাকার। দামি ধাতু ধরেছে ৫৬২.১ কোটি টাকার। গতবার যা ছিল ৯৮৭.১১ কোটি টাকার।

১৬ এপ্রিল বিহার সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

পাটনা, ১৫ এপ্রিল ঃ১৬ এপ্রিল বিহার সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লোকসভা নির্বাচনে ৪০০ আসন পেতে জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছে বিজেপি। এনডিএ এবং বিজেপি তাদের পুরো শক্তি দিয়ে প্রচারের মযদানে নেমেছে। বিহারের জামুই এবং নওয়াদায় নির্বাচনী জনসভা করার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবার বিহারের গয়ায় আসতে চলেছেন। এনডিএ-র সাধারণ প্রার্থী জিতন রাম মাঝির পক্ষে একটি নির্বাচনী সমাবেশ করবেন তিনি । সেইসঙ্গে জনগণকে এনডিএর পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এপ্রসঙ্গে মাঝি সোমবার জানান, রবিবার নওয়াদা যাওয়ার সময় তিনি গযা বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তারপর তিনি বলেছিলেন যে আমরাও গযাতে আসছি। এটা শুনে আমিও খুব খুশি হয়েছি।

অমরনাথ যাত্রার আগাম রেজিস্ট্রেশন শুরু, ২৯ জুন সূচনা বার্ষিক এই তীর্থযাত্রার

শ্রীনগর, ১৫ এপ্রিল ঃ আগামী ২৯ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে এই বছরের অমরনাথ যাত্রা। শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শ্রী অমরনাথ যাত্রা ২০২৪ শুরু হবে আগামী ২৯ জুন থেকে এবং চলবে আগামী ১৯ আগস্ট পর্যন্ত। অর্থা এ বছরের অমরনাথ যাত্রা শেষ হবে ১৯ আগস্ট।৫২ দিনের জন্য দক্ষিণ কাশ্মীর হিমালয়ের ৩ হাজার ৮৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই মন্দিরের উদ্দেশে তীর্থযাত্রায় অংশ নেবেন অগণিত ভক্ত। তার আগে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে আগাম রেজিস্ট্রেশন। মূলত দু'টি পথে ধরে অমরনাথ মন্দিরে পৌঁছনো যায়। একটি হল প্রায় ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ অনন্তনাগ জেলার নুনওযান-পহেলগাঁও রুট। বালতালের রুটটি অপেক্ষাকৃত দুর্গম। গান্ডেরবাল জেলার এই পথ ধরে ১৪ কিমি অতিক্রম করলেই পৌঁছে যাওয়া যায় গন্তব্যে।

গরমেও মিলছে স্বস্তি, এসি হেলমেট পরেই ট্র্যাফিক সামলাচ্ছে ভদোদরা পুলিশ

ভাদোদরা, ১৫ এপ্রিল ঃ তীব্র গরমেও তাঁদের মুক্তি নেই। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েই যান নিয়ন্ত্রণ করতে হয় ভদোদরা ট্র্যাফিক পুলিশের কর্মীদের। এ বার তাঁদের কিছুটা স্বস্তি দিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) হেলমেট তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে ভাদোদরা ট্র্যাফিক পুলিশ কর্মীদের এসি হেলমেট প্রদান করা হয়েছে, আর সেই এসি হেলমেট পরেই কর্তব্য পালন করছেন তাঁরা। এসি হেলমেটটি আইআইএম ভাদোদরার পড়ুয়রা তৈরি করেছে।ট্র্যাফিক পুলিশ কর্মীরা জানিয়েছেন, এই এসি হেলমেটগুলি দিনের বেলায় দায়িত্বে থাকা কর্মীদের দেওয়া হযেছে। এটি ব্যাটারি চালিত হেলমেট যা শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ৪৫০ জন কর্মীকে এই হেলমেট দেওয়া হয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই এসি হেলমেটের ঠান্ডা করার যন্ত্র চলে ব্যাটারিতে। সেটি এক বার চার্জ দিলে প্রায় আট ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে। পাশাপাশি, এই হেলমেট ধুলোর দূষণ থেকেও খানিকটা রক্ষা করবে পুলিশকর্মীদের।

প্যালেসের কাছে হেরে শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ হারাল লিভারপুল

লিভারপুল, ১৫ এপ্রিলঃলিভারপুল সমর্থকেরা আশায় ছিলেন শেষ মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াবে দল। সমর্থকদের আশা হবে নাই বা কেন। কারণ চলতি মরসুমে এই দলটাই তো নিজেদের মাঠে লিগের খেলায় টানা ২৮ ম্যাচ অপরাজিতও। কিন্তু সমর্থকদের আশা লিভারপুলের কাজে আসেনি। অ্যানফিল্ডে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে ১-০ গোলে হেরে গেছে লিভারপুল। ম্যাচের ১৪ মিনিটেই প্যালেস এগিয়ে যায় এবেরেসি এজের গোলে।এই হারে লিগ শিরোপা জয়ের স্বপ্নে ব। ধাক্কা খেল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল লিভারপুল। ৩২ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট ৭১, পয়েন্ট তালিকায় অবস্থান তৃতীয়। এক ম্যাচ

আরও ৫ বছর বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল ঃ আরও ৫ বছর বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল বিজেপি। রবিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতর থেকে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলো গেরুয়া শিবির। এদিকে ইস্তেহার প্রকাশের সময় বড় মন্তব্য করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।মোদী বলেন, ' বিকশিত ভারতের সংকল্প পত্র প্রকাশিত হল। আজ পবিত্র দিন, দেশজুড়ে নববর্ষ উদযাপন হচ্ছে। বিগত ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষ দরিদ্রসীমার ওপরে উঠে এসেছে। গরিবদের উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের উন্নয়ন, খাদ্য সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এই ইস্তেহারে। আরও ৫ বছর বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে।''ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, আরও ৫ বছর প্রধানমন্ত্রীর এই বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আসলে বিজেপির রাজনৈতিক মাস্টারস্ট্রোক।

উত্তর প্রদেশের মুজফ্ফরনগরে দোতলা বাড়ি ভেঙে মৃত দুই, ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার ১৭ জন

মুজফ্ফরনগর, ১৫ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের মুজফ্ফরনগর জেলায় দোতলা বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। এছাড়াও ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ১৭ জনকে, আহত অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার সকালে পুলিশ ও প্রশাসন জানিয়েছে, উদ্ধারকাজ শেষ হয়েছে। আর কেউ ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে নেই।গত রবিবার সন্ধ্যায় মুজফ্ফরনগরের জনসাথ থানা এলাকায় একটি দোতলা বাড়ি ভেঙে পড়ে, ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান বেশ কয়েকজন শ্রমিক। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরই উদ্ধারকাজে গতি আনতে নির্দেশ দেন। রবিবার রাতে এসএসপি মুজফ্ফরনগর অভিষেক সিং জানান, সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিট নাগাদ বাড়িটি ভেঙে পড়ে বলে জানা যায়। ১৫ জনকে উদ্ধার করা হয়, এটি এক দোতলা বাড়ি।মুজফ্ফরনগরের জেলাশাসক অরবিন্দ মাল্লাপ্পা বাঙ্গারি বলেছেন, বাড়ি ভেঙে পড়ার বিষয়ে আমি এসএসপি-র কাছ থেকে জানতে পেরেছি। ইতিমধ্যেই মোট ১৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জীব বালিয়ান বলেছেন, বাড়ি ভেঙে দু'জনের মৃত্যু হযেছে এবং প্রায় ১৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছেঃঅনুরাগ ঠাকুর

বাগডোগরা, ১৫ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে। সোমবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যাযের সরকারের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ কীভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর আরও বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাকের তলায় সব ধরনের মানুষ, যারা দেশবিরোধী শক্তি, নারীর প্রতি অত্যাচার করে এবং দুর্নীতি করে তারা সুরক্ষা পেয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির নতুন রেকর্ড তৈরি হযেছে। সন্ত্রাসীরা পশ্চিমবঙ্গ অথবা বেঙ্গালুরুতে ঘটনা ঘটাক না কেন, তারা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সুরক্ষা পায় কেন?

স্মার্টফোনের চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে

নয়াদিল্লি,১৫এপ্রিল ঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বঃটন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দুঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও । চোপড়া বলছেন, আমরা ভালো টাকা দিই, তাই ওরা খুশি । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হল এটা খুব একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজও নয় । কনকরাজতো চমকেই গিয়েছিল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়া প্রথম মজুরির পরিমাণ দেখে । কনকরাজ প্রথমে ভেবেছিল কারিয়া অন্য অনেক চিটফাণ্ডের মতোই, যারা বেশি টাকার লোভ দেখায় এবং তাতে ভুলে গ্রামবাসীরা ঠকে । আর আছে মহাজন । স্থানীয় মানুষ অনেক সময়েই বাধ্য হয়ে অতিমাত্রায় সুদে টাকা ধার করে । আর জড়িয়ে পড়ে ঋণের ফাঁদে । চন্দ্রিকা যেমন কারিয়া থেকে পাওয়া তার মজুরির অনেকটাই দেয় পরিবারকে অসুস্থ বোনের চিকিৎসার জন্য নেওয়া ধার মেটাতে । বোনতো বাঁচেইনি, বরং তার সন্তান এবং ঋণের বোঝা চেপেছে পরিবারের কাঁধে । এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে অনেক কারিয়া কর্মীই । মায়ের জন্য ঋণের বোঝায় ডুবে আছে ২৫ বছরের অজয় কুমার । আবার ঋণ না থাকলেও ৩৮ বছরের শিবান্না এন ছোটবেলায় ডান হাত হারিয়েছিলেন বাজি বিস্ফোরণে ।বর্তমানে ওই গ্রামবাসীরা যে কাজটি করছেন সেটি কারিয়ার নতুন প্রকল্প । টিবি নিয়ে একটি এনজিও কথা বলার তথ্য জোগাড় করছে । তাদের হয়ে কাজ করছে কারিয়া । কন্নড় ভাষায় ১০ টি বিভিন্ন ধরনের বাকভঙ্গির রেকর্ড করা হয়েছে যাতে যক্ষ্মা সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন বোঝা যায়, এবং সেইমতো পরামর্শ দেওয়া যায় । আশা করা হচ্ছে, এই অ্যাপটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে অশিক্ষিত মানুষজন সহজেই ঠিকঠাক তথ্য পেয়ে যাবেন । যতবার এই তথ্য বিক্রি হবে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের একশো শতাংশই বিলি করে দেওয়া হবে কর্মীদের মধ্যে ।কারিয়ার গ্রাহক তালিকায় আছে মাইক্রোসফ্ট, এমআইটি, স্ট্যানফোর্ডের মতো নামকরা প্রতিষ্ঠান । ফেব্রুয়ারিতে কারিয়া বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউণ্ডেশনের জন্য একটি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে । মারাঠি, তেলুগু, হিন্দি, বাংলা এবং মালয়ালম ভাষার ভয়েস ডেটাসেট তৈরি করা হচ্ছে । এরলক্ষ্য, একটি চ্যাটবট তৈরি করা যাতে স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিচ্ছন্নতা, ব্যাঙ্কিং এবং কেরিয়ার বিষয়ে নিজের মাতৃভাষা বা বাগধারায় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে, ১৬ এপ্রিল বালুরঘাট ও রায়গঞ্জে নির্বাচনী সভা প্রধানমন্ত্রীর

বালুরঘাট, ১৫ এপ্রিল ঃ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে, মঞ্চ-সহ সভাস্থলের যাবতীয় কাজও প্রায় শেষ। ১৬ এপ্রিল, মঙ্গলবার বালুরঘাট লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিমধ্যেই বালুরঘাটে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল ঘুরে দেখেছেন সুকান্ত মজুমদার।১৬ এপ্রিল, মঙ্গলবার বালুরঘাটের পাশাপাশি রায়গঞ্জেও নির্বাচনী জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি সূত্রের খবর, রায়গঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর সভা হবে দুপুর একটা নাগাদ, এরপর বালুরঘাটের জনসভা বিকেল তিনটে নাগাদ। আগামী শুক্রবার লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট, তার আগেই ফের পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী জনসভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

কংগ্রেসের কাছে প্রার্থীর অভাব রয়েছে, কটাক্ষ গিরিরাজ সিংয়ের

বেগুসরাই, ১৫ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব দিল্লি সংসদীয় কেন্দ্র থেকে কানহাইযা কুমারকে লোকসভার টিকিট দেওয়ার বিষয়ে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। সোমবার গিরিরাজ বলেছেন, কংগ্রেসের কাছে প্রার্থীর অভাব রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং এদিন সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, তাঁরা (কংগ্রেস) উপেক্ষিত লোকজনকে নিয়ে লড়াই করছে। তাঁরা যে কোনও জাযগা থেকে যে কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। মনোজ তিওয়ারিকে কেউ হারাতে পারবে না।কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছেন, বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারে কর্মসংস্থান এবং মূল্যবৃদ্ধির বিষয় অনুপস্থিত, এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন যে, রাহুল গান্ধীর এটা জানা উচিত, ইউপিএ সরকারের আমলে মূল্যবৃদ্ধি দ্বিগুণ ছিল এবং বিজেপি সরকারের শাসনকালে তা ৫-এর নিচে। তিনি এটা বুঝতে পারছেন না। মূল্যবৃদ্ধি নিযন্ত্রণ করতে পারেনি কংগ্রেস, প্রথমে অটল বিহারী বাজপেয়ী মূল্যবৃদ্ধি নিযন্ত্রণ করেছিলেন এবং তারপর নরেন্দ্র মোদী ইউপিএ সরকারের চেয়েও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের সময়েও তা নিযন্ত্রণ করেছেন।

স্বর্ণমন্দিরে প্রার্থনা চরণজি চান্নির, বললেন সেবক হিসেবে জলন্ধরের মানুষের কাছে যাব

অমৃতসর, ১৫ এপ্রিল ঃপঞ্জাবের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে প্রার্থনা করলেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা জলন্ধর লোকসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী চরণজি সিং চান্নি। সোমবার সকালে অমৃতসরের শ্রী হরমন্দির সাহেবে (স্বর্ণ মন্দির) প্রার্থনা করেছেন জলন্ধর সংসদীয় আসনের কংগ্রেস প্রার্থী চান্নি।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চান্নি বলেছেন, কংগ্রেস আমাকে জলন্ধর থেকে সেবা করার সুযোগ দিয়েছে। আমি জলন্ধরের মানুষের কাছে একজন সেবক হিসেবে যাব। আমি সেখানে 'সুদামা' হিসেবে যাব এবং আমি জলন্ধরবাসীকে অনুরোধ করব ভগবান কৃষ্ণের মতো আমাকে দেখার জন্য। মানুষের আশা-আকাঙ্খা যাতে পূরণ করতে পারি, সেই প্রার্থনা করেছি।

ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কায় গাড়িতে আগুন, রাজস্থানে ঝলসে মৃত্যু একই পরিবারের ৭ জনের

সিকার, ১৫ এপ্রিল ঃ রাজস্থানের সিকার জেলায় ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন একই পরিবারের ৭ জন। মৃতদের মধ্যে ৩ জন মহিলা ও দুটি শিশুও ছিল বলে খবর পুলিশ সূত্রে। রবিবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। রবিবার রাজস্থানের সালাসারের বালাজি মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন উত্তর প্রদেশের মিরাটের এক পরিবার। পুজো দিয়ে ফেরার পথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাদের গাড়ি। দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন - নীলম গয়াল (৫৫), তাঁর ছেলে আশুতোষ গয়াল (৩৫), মঞ্জু বিন্দল (৫৮), তাঁর ছেলে হার্দিক বিন্দল (৩৭), তাঁর স্ত্রী স্বাতী বিন্দল (৩২) এবং তাঁদের দুই সন্তান। দুর্ঘটনার পর ট্রাকের চালক ও খালাসি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।সিকার জেলার কাছে হাইওয়েতে গাড়িটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িতে আগুন ধরে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িতে চালক-সহ ৭ জন ছিলেন। কেউই গাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি। গাড়ির মধ্যেই ঝলসে মৃত্যু হয় তাঁদের। হাইওয়ে ফাঁকা থাকায় খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন চালক। একটি ট্রাককে ওভারটেক করার চেষ্টা করতেই বিপত্তি ঘটে। উল্টো দিক থেকে একটি গাড়ি আসায় ধাক্কা এড়াতে পাশ দিতে যান চালক। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে সজোরে ধাক্কা মারে পাশের ট্রাকে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে আগুন ধরে যায়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৬এপ্রিল মার্ট ঃ রবিবার, ৩ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৫এপ্রিল ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৈ৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৩ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ১৬এপ্রিল মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ এবং নির্ঝঞ্ঝাট দিন উপভোগ করুন-যদি মানুষেরা সমস্যা নিয়ে ।
বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা
মিথুন রাশিঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে-কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে ।
কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা
সিংহরাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন ।
কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।
তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। া
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে
ধনু রাশিঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে
মকর রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে।
কুম্ভ রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে
মীন রাশিঃআজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে

জনসংযোগ বাড়াতে একটি চায়ের দোকানে বসেন তৃণমূল প্রার্থী রচনা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৫ এপ্রিল ঃ লোকসভা ভোটে এবারের অন্যতম চর্চিত আসন হুগলি। এখান থেকে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট প্রচারের বিভিন্ন মুহূর্তকে নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মিম ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। পয়লা বৈশাখের বিকেলে প্রচারের পাশাপাশি জনসংযোগ বাড়াতে একটি চায়ের দোকানে বসেন রচনা। সেখানে নিজে চা খান, বাকি সাধারণ মানুষদের হাতেও তুলে দেন চায়ের কাপ। আর সেই সময়েই পাশ থেকে অসীমা পাত্রকে বলতে শোনা গেল, 'এটা নিয়েও মিম হবে আবার।' পয়লা বৈশাখের রবিবাসরীয় প্রচার পর্বে এদিন ধনিয়াখালি বিধানসভার কানানদী এলাকায় প্রচার সারেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা দিন প্রচারে ব্যস্ত থাকার পর বিকেলে কানানদী এলাকার একটি চায়ের দোকানে বসেন রচনা। চা-চক্রের সঙ্গে জনসংযোগে জোর দেন। এলাকার মহিলাদের সঙ্গে বসে চা খান, তাঁদের কথা শোনেন। রাজনীতিতে নবাগত রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই ছিলেন অসীমা পাত্র। রাজনীতির আঙিনায় রচনার অন্যতম শিক্ষাগুরু বলা চলে তাঁকে। রচনার এই চা-চক্রের আয়োজনের সময়েই পাশে বসে থাকে অসীমা পাত্রের গলায় মিম ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা। উল্লেখ্য, হুগলির প্রার্থী হওয়ার পর রচনা নিজেই বলেছিলেন, তিনি মিম দেখেন। হুগলিতে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী বলেছিলেন, 'মাঝেমধ্যে তো জীবনে রসদও দরকার। একটু তো হাসতেও হবে। এই মিমগুলির জন্য যদি একটু হাসি হয়, তাতে খারাপ কী! আনন্দই তো দিচ্ছে।'

শুরু হয়ে গেল সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা মৎস্যজীবিদের জন্য

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ এপ্রিলঃ শুরু হয়ে গেল মস্যজীবিদের সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা। জারি করা হয়েছে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা। ফলে এখন আর মৎস্যজীবীরা টানা দু'মাস সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারবেন না। আর তাই এখন ফিশিং হারবার গুলি বা মস্য বন্দর গুলিতে ম ৎ স্য জী বী দে র কোলাহল একেবারে নেই। যেন সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গেছে। সুন্দরবনের রায়দীঘি, পাথরপ্রতিমা, মৈপীঠ, নামখানা, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবারের ঘাটে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাছ ধরার ট্রলারগুলি। ১৪ এপ্রিল থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ৬১ দিন এই ফিশিং ব্যান পিরিয়ড অর্থাৎ মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা চলবে। এই সময়কালের মধ্যে মৎস্যজীবীরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারবেন না। সমুদ্রতট থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মাছ ধরার উপর সমস্ত রকমের নিষেধাজ্ঞা

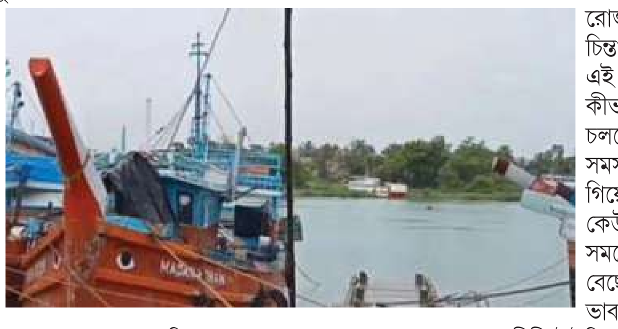

জারি করা হয়েছে। মূলত মাছের প্রজনন এবং উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে এই ফিশিং ব্যান পিরিয়ড জারি করা হয়। এই সময়ের মধ্যে মাছেরা নিশ্চিন্তে সমুদ্রে বিচরণ করতে পারে। এই সময়কালের মধ্যে মৎস্যজীবীরা তাঁদের জাল সারিয়ে তুলবেন। ট্রলারে কোনও অসুবিধা রয়েছে কিনা সেটিও দেখা হয় এই সময়। নতুন জাল বোনা থেকে শুরু করে মাছ ধরার সরঞ্জাম সব কিছুর পরীক্ষা করার কাজ চলবে।এ দিকে ফিশিং ব্যান পিরিয়ড শুরু হওয়ায় রোজগার নিয়ে চিন্তায় মৎস্যজীবীরা। এই দুটো মাস কীভাবে ঘর-সংসার চলবে তা নিয়ে সমস্যায় পড়ে গিয়েছেন অনেকেই। কেউ কেউ এই সময়ে অন্য জীবিকা বেছে নেওয়া কথা ও ভাবছেন। এই প্রসঙ্গে মৎস্যজীবী ইউনিয়নের তরফে বলা হয়,এই বন্ধ থেকে মাছ ধরা বন্ধ থাকার সময় দু'মাস মৎস্যজীবীরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাবে। তবে মালিকদেরও মৎস্যজীবিদের কিছু সাহায্য করলে খুব ভাল হয়।তবে সরকারি সাহায্য এই সময় পাবে জেনে কিছুটা হলেও খুশি সু ঃদরবনের মস্যজীবিরা।

দমদম তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায়ের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি নির্বাচনী প্রচার জনসংযোগ

দুরন্ত বার্তা,লেনিনগড় , ১৫ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে. আসছে বাড়ছে প্রচার জনসংযোগ। উন্নয়নকে পাখির চোখ করে হাতিয়ার করে প্রচার ব্যপক সাড়া ফেলে দিচ্ছেন তৃণমূল যুব নেতা প্রবীর রাজবংশী।সোমবার সকালে খড়দহ বিধানসভার চাদঁপুর লেনিনগড় জি ব্লকে দমদম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক সৌগত রায়ের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রার্থনা করেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী ।সাথে বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তেরো জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন কয়েক শো কর্মী সমর্থকরা।লড়াকু তৃণমূল নেতা তথা ব্যারাকপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন করোনা আমফান বুলবুল বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে তৃণমূল। দুর্যোগে কোন মানুষ কে দেখা যায়এ নি। পাশে দাঁড়িয়ে সাধ্যমতো পরিষেবা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।ঘরে ঘরে মা বোনেরা পাচ্ছেন লক্ষ্মীর ভান্ডার, মেয়েরা পড়াশোনায় কন্যাশ্রী, বিয়ের সময় রূপশ্রী, দুরারোগ্য চিকিৎসায় স্বাস্থ্যসাথী, ছেলে মেয়েরা পড়াশোনায় ট্যাব মোবাইল স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড সুবিধা। সবই দিচ্ছেন

মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘরে ঘরে গিয়ে বাড়ির ছেলে থেকে মা বোনেদের মাসিমা পিসি দের এলাকায় উন্নয়নের কাজের কথা তুলে ধরে ভোট প্রার্থনা করছি। সাংসদ সৌগত রায় তার সাংসদ তহবিলের অর্থে খড়দহ বিধানসভায় চাঁদপুর লেনিনগড় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ করা হয়েছে। রাস্তাঘাট ড্রেন নিকাশি আলোর অনেক কাজ করছেন সাংসদ তহবিলে। সেই উন্নয়নের কথা মানুষের দোরগোড়ায় গিয়ে তুলে হাতকরজোড়ে ভোট প্রার্থনা করছি চতুর্থ বারের জন্য অধ্যাপক সৌগত রায় কে ভোট দিয়ে পুনরায় জয়ী করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত কে শক্তিশালী করুন।বিরোধীরা আপনাদের কাছে আসবে ভোট চাইবে তাদের বলবেন বিগত পনেরো বছর কি পরিষেবা দিয়েছেন বা কি কাজের খতিয়ান চাইবেন। উত্তর দিতে পারবে না।

মেকআপ আর্টিস্টকে ধর্ষণের অভিযোগ বকখালিতে

দুরন্ত বার্তা, ফ্রেজারগঞ্জ, ১৫ এপ্রিল ঃ মেকআপ আর্টিস্টকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো প্রোডাকশন ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বকখালিতে। সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার ডানলপের একজন মেয়ে শুটিংয়ের জন্য মেকআপ আর্টিস্টের কাজে বকখালিতে আসে। তারপর প্রোডাকশন ম্যানেজার রাহুল ঘোষ তাকে হোটেলের একটি রুমে টিমের সঙ্গে থাকতে রাজি করায়। ওই দিন ভোরবেলা প্রায় ৩টে নাগাদ মেয়েটি ক্লান্তির কারণে তন্দ্রা অনুভব করতে শুরু করে তখন রাহুল ঘোষের পাশে ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে যখন সে জেগে ওঠে তখন সে বুঝতে পারে যে রাহুল ঘোষ তাকে জোর করে ধর্ষণ করেছে। অভিযোগকারী ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় লিখিত ডায়েরি করে। অভিযোগকারীর এই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানা তদন্তে নেমেরাহুল ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে। তার বিরুদ্ধে মামলা নং-৩৫২৪, তারিখ-১৪.০৪.২৪, US-376(1)506 IPC দায়ের করা হয়েছে। আজ তাকে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

বাংলার হারিয়ে যাওয়া রকমারি রান্না মিলবে রামরাজাতলায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ এবং হারিয়ে যাওয়া রান্নার স্বাদ এবার পাওয়া যাবে ঘরে বসে অনলাইন এর মাধ্যমে এবং সরাসরি সংস্থার টেক অ্যাওয়ে কাউন্টার থেকে। বাংলার রকমারি রান্না এবার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে হাওড়ার রামরাজাতলার ' দা কুলিনারি'এই খাদ্য বিক্রেতা সংস্থার উদ্যোগে রামরাজাতলা রামচরণ শেঠ রোডে ঐতিহ্যবাহী রামমন্দিরের সান্নিকটে বাংলা নববর্ষে শুরু হল ' দ্যা কুলিনারি রেস্টুরেন্ট ও টেক অ্যাওয়ে কাউন্টার। এর উদ্বোধন করেন হাওড়া আদালতের মুখ্য সরকারি কৌশলী সোমনাথ ব্যানার্জি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট মানুষ। মূল উদ্যোক্তা জয়তী ভট্টাচার্য বলেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে ক্যাটারিং সার্ভিস দিয়ে আসছেন। তাতে দেখা গেছে বাংলার পুরনো রান্নার অর্ডার অনেক বেশি আসে। অথচ অনলাইন অথবা অন্য মাধ্যমে যে সমস্ত সংস্থা ফুড ডেলিভারি করে তাদের কাছে অতটা পাওয়া যায় না। তাই চিংড়ি মাছের মালাইকারি থেকে ভেটকির রকমারি খাবার অথবা মটন বা চিকেনের ভিন্ন স্বাদের খাদ্য অথবা কচু শাকের ঘন্ট সহ নানা রকমারি পুরনো স্বাদের নিরামিষ রান্না যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তাই তারা এই এই ফুড স্টল চালু করেছেন। যেখান থেকে সরাসরি ক্রেতারা খাবার কিনতে পারবেন পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমেও বাড়ি বাড়ি সেই খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে।

বিরিয়ানির দোকানে হামলা, হোটেল মালিক ও কর্মীদের মারধরের পাশাপাশি দোকানে ভাঙচুর ও লুঠের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ বিরিয়ানি কিনতে এসে দোকানে চললো হামলা। হোটেলের মালিক ও কর্মীদের মারধরের পাশাপাশি দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুঠের অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায়। হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের এই ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। মারধরের ঘটনায় আহতকে ভর্তি করা হয়েছে হাওড়া জেলা হাসপাতালে। ঘটনায় জড়িতদের মধ্যে দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। মারধরের ঘটনার ছবি সিসিটিভি-তে ধরা পড়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে হাওড়া থানার পুলিশ। আক্রান্তের দাদা মহম্মদ দানিস ইসলাম বলেন, রবিবার রাতে ১০-১২ জন দোকানে আসে। ওই সময় ভাই দোকানে ছিল। তারা এসে ভাইকে সরাসরি মারধর শুরু করে। এরপর অস্ত্র নিয়ে তা দিয়ে মারে। মারধরের পর দোকানের সব জিনিস ফেলে দেয়। এখানকার কর্মচারীদেরও মারধর করে। এর মধ্যে কয়েকজন কর্মচারী পালিয়ে যায়। পুরানো কিছু শত্রুতার কারণে মেরেছে বলে মনে হয়। এক সপ্তাহ আগে বিরিয়ানি নিয়ে গিয়েছিল। তবে কি কারণে এদিন এই মারধর তা বোঝা যাচ্ছে না। যারা মারধর করেছে তারা

মাঝেমধ্যে এখানে ওখানে গন্ডগোল পাকায়। এদের নামে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এর আগে কোনও কিছু হয়নি। বিরিয়ানি নিত এবং তা নিয়ে চলে যেত। রবিবার কি হয়েছে তা জানা নেই। দুষ্কৃতীরা এসে মারধর করে। এই ঘটনার পর আমরা আতঙ্কে রয়েছি। আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভাই গুরুতর জখম হয়েছে। এই ঘটনার পর আমরা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। এই ঘটনার সময় আমি সেখানে ছিলাম না। যতক্ষণে পৌঁছলাম ততক্ষণে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। জখম ব্যক্তির মামা ইসরাইল খান বলেন, কিছু দুষ্কৃতী হঠাৎ এসে আমার ভাগ্নাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। দোকানের জিনিসপত্র সব নষ্ট করে দেয়। দোকানে যা টাকা ছিল সব ছিনতাই করে নেয় দুষ্কৃতীরা। এরপর দুষ্কৃতীরা পালাবার সময় দু'জন ধরা পড়ে যায়। এই ঘটনার পর থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।

তপশিলী মহিলাকে বাড়িতে ঢুকে টানাটানি,বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাব হুমকি অভিযুক্তের!

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ তপশিলী মহিলাকে বাড়িতে ঢুকে টানাটানি,বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাব হুমকি অভিযুক্তের! গ্রেপ্তার অভিযুক্ত,অভিযোগে বিদ্ধ বিজেপি। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, হুগলির জাঙ্গীপাড়া থানার ফুরফুরা হোসেনপুর গ্রামে পয়লা বৈশাখের রাতে এক যুবক তপশিলি এক মহিলার বাড়িতে খিল খুলে ঢুকে পড়ে। মহিলা তখন তার দুই সন্তানকে নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। অভিযোগ গলায় ভোজালি ধরে ওই মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। মহিলার চিকারে পরিবারের লোকজন উঠে প।লে ওই যুবক পালিয়ে যায়। যাওয়ার আগে হুমকি দিয়ে যায়, বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাব। ঘটনায় জাঙ্গীপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। অভিযুক্ত শিব শংকর দাস এলাকায় বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত। মহিলা জানান, ঘরের খিল খুলে ঢুকে পড়ে অভিযুক্ত। এরপর গলায় ভোজালি ধরে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যেতে রাজি না হলে ভয় দেখায়। যাওয়ার আগে বলে যায় বিজেপি জিতলে সবাইকে তুলে নিয়ে যাব। প্রতিবেশীরা বলেন, বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাব এটা কেমন কথা। পার্টি যে যা খুশি করতে পারে, তাই বলে বিজেপি

জিতলে তুলে নিয়ে যাব এই কথার প্রতিবাদ জানাই। আমরা গরিব মানুষ কোনও দল করিনা।যে দল আসে তাদের সঙ্গে থাকি। জাঙ্গীপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা তমাল শোভন চন্দ্রের অভিযোগ, বিজেপি মুখে সন্দেশখালির ঘটনা বলে মিথ্যে প্রচার করে বেড়ায়। আর তাদের দলের লোকেরা এই সব কান্ড করে। রাতের অন্ধকারে বা।তিতে ঢুকে মহিলাদের ধরে টানাটানি করে। আমরা অভিযুক্তর শাস্তি চাই।জাঙ্গীপাড়ার বিজেপি নেতা প্রসেনজি বাগ বলেন, কোনও মানুষই এই ঘটনাকে সমর্থন করেনা। রাজনৈতিক দিক বাদ দিলেও আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই ঘটনাকে সমর্থন করি না। এই ঘটনার সাথে বিজেপির কোনও সদস্য জড়িত থাকলে তাকে দল থেকে বহিস্কার করার ব্যবস্থা করা হবে। বিজেপি ওই মহিলার পাশে আছে। সোমবার জাঙ্গীপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগের পর অভিযুক্ত বিজেপি কর্মী শিব শংকর দাস কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিরোধীরা মানুষকে বিপথে পরিচালিত করছেন ঃ বিজেপি

হাফলং, ১৫ এপ্রিল ঃ ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্গত ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন হচ্ছে না বলে দৃ।তার সঙ্গে জানিয়েছেন উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনিব্বাহী সদস্য তথা জেলা বিজেপির মুখপাত্র স্যামুয়েল চাংসন। আজ সোমবার সন্ধ্যায় হাফলঙে বাজপেয়ী ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে স্যামুয়েল চাংসন বলেন, বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে অসমের তকালীন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানঃদ সানোয়াল হাফলঙে এক জনসভায় পাহাড়ি জেলার মানুষকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, ষষ্ঠ তফশিলির অধীনস্থ ডিমা হাসাও জেলায় কোনও দিন পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন হবে না। উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনেও মাহুরে অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী জনসভায় অসমের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা একই কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা কখনও প্রচলন হবে না। ষষ্ঠ তফশিলির অধীনস্থ জনজাতিদের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে, পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হবে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য ধনপাইনন থাওসেন ও বিজেপির সাধারণ সম্পাদক লিটন চক্রবর্তীকে পাশে বসিয়ে স্যামুয়েল চাংসন বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় কোনওদিন পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন হবে না। তিনি বলেন, ষষ্ঠ অনুসূচি সুরক্ষা সমিতি নামের এক সংগঠন ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন হবে বলে পাহা।ি এই জেলার মানুষকে বিপথে পরিচালিত করতে চাইছে। মোহিত হোজাই ও ধনপাইনন থাওসেন বলেন, ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্গত ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্গত ডিমা হাসাও জেলায় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ষষ্ঠ তফশিলি হচ্ছে জনজাতিদের রক্ষাকবচ। তাই পাহাড়ি জেলায় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা কোনওদিন প্রবর্তন সম্ভব নয়। মোহিত হোজাই ও ধনপাইনন থাওসেন বলেন, লোকসভা নির্বাচনের মুখে বিরোধী দলগুলি সাধারণ মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে ভোট আদায় চাইছে বলে অভিযোগ করেন।

গরমে লোডশেডিংয়ের জের, অবরোধ হাওড়ার টিকিয়াপাড়া বাইপাস এলাকার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ তীব্র গরমে বিদ্যুৎহীন গোটা এলাকা। অভিযোগ, গত চারদিন ধরে এমনই ঘটনা ঘটে চলেছে হাওড়ার টিকিয়াপাড়া বাইপাস এলাকায়। এরই প্রতিবাদে সোমবার দুপুরে সংলগ্ন এলাকায় পথ অবরোধ করেন এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনস্থলে আসে হাওড়া থানার পুলিশ। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। সিইএসসি'র তরফে জেনারেটরের মাধ্যমে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়। কোথায় বিদ্যুতের সমস্যা তা জানার চেষ্টা করছে সিইএসসি। স্থানীয় বাসিন্দা ওমপ্রকাশ জয়সোয়াল বলেন, এখানে চারদিন ধরে বিদ্যুতের সমস্যা চলছে। আশু বোস লেন, গঙ্গারাম বৈরাগী লেন, হামিদ মুন্সি লেন এলাকার ৮০ শতাংশ বাড়ি বিদ্যুহীন অবস্থায় রয়েছে। সিইএসসি কয়েক ঘন্টার জন্য জেনারেটর পাঠাচ্ছে। তবে গরমে তাতে সমস্যা মিটছে না। লোডশেডিং এর জেরে মানুষ জল তুলতে পারছে না, স্কুল যেতে পারছে না। এই কারণেই এদিন রাস্তা অবরোধ করা হয়।

নববর্ষের সন্ধ্যায় ঠান্ডাই বিলি নববারাকপুরে

দুরন্ত বার্তা,নিউবারাকপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ বাংলা শুভ নববর্ষের সন্ধ্যায় নিউবারাকপুর পুরসভার ৩নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্থানীয় মিনিবাস স্ট্যান্ডের সামনে পথচলতি সাধারণ মানুষ দোকানদার ও যানবাহন চালকদের হাতে কেশরী ঠান্ডাই দইয়ের শরবত বিলি করা হয়।উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, পুর প্রতিনিধি বেবি চক্রবর্তী, মনোজ সরকার, নীতা দে, ছাত্র নেতা সুমন দে সহ ওয়ার্ডের ছাত্র যুব মহিলারা।অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা তৃণমূল কর্মী রাজেশ সাহা জানান বাংলা শুভ নববর্ষের সন্ধ্যায় গরমের একটু স্বস্তির তৃষ্ণা নিবারণে কেশরী ঠান্ডাই দইয়ের শরবত দু হাজার মানুষের মধ্যে বিলি করা হল। পাশাপাশি মাইকিং রবীন্দ্র সংগীত ।দমদম তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অধ্যাপক সৌগত রায়ের অনুপ্রেরণায় পুরপ্রধান প্রবীর সাহার ঐকান্তিক উদ্যোগে ৩নং ওয়ার্ডের সকল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের ব্যবস্থাপনায় এই মহতি প্রয়াস।সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয় এদিন।

গঙ্গা ও পদ্মায় বিলুপ্তপ্রায় ঘড়িয়ালের সংখ্যা বাড়াতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ গঙ্গা ও পদ্মায় বিলুপ্তপ্রায় ঘড়িয়ালের সংখ্যা বাড়াতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের বন দফতর জলঙ্গীর টিকটিকিপাড়ায়. ৩৭টি ঘড়িয়াল শাবককে নদীতে ছেড়েছে। কোচবিহারের রসিক বিল থেকে কয়েকদিন আগে গ্রীন করিডোর করে এই ঘড়িয়াল শাবকগুলিকে জলঙ্গিতে নিয়ে আসা হয়। বনদপ্তর সূত্রে খবর এক সময় মুর্শিদাবাদের গঙ্গা পদ্মা সহ একাধিক নদীপথে প্রচুর সংখ্যক ঘড়িয়াল দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি খাবারের অভাবসহ বিভিন্ন কারণে তাদের সংখ্যা বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই বিষয়টি সামনে আসার পরেই নদীতে ঘরিয়ালের সংখ্যা বাড়াতে উদ্যোগ নেয়া শুরু হয়। ডাবলু ডাবলু এফ এফ এর কাছ থেকে ইতিবাচক সমীক্ষা রিপোর্ট পাওয়ার পর জলঙ্গিতে ওই ঘড়িয়াল শাবকগুলিকে ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।

হাওড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা হবে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই হবে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ আগামীকাল বুধবার হাওড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা বের করা হবে হাইকোর্টের সব নির্দেশ মেনেই। সোমবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হাওড়া মহানগরের সভাপতি ইন্দ্র দেও দুবে। তিনি জানান, হাইকোর্টের নির্দেশে ২০০ জনকে নিয়েই তাঁদের রামনবমীর শোভাযাত্রা করা হবে। বি ই কলেজের ১নং গেট থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণপুর ঘাট পর্যন্ত শোভাযাত্রা হবে। কাজীপাড়া, জি টি রোড, সন্ধ্যাবাজার হয়েই র‍্যালি যাবে। তবে, যদি ভক্তের সংখ্যা অনেক বেশি হয় তাহলে বাকি মানুষকে ফোরশোর রোড হয়ে রামকৃষ্ণপুর ঘাটের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। রামকৃষ্ণপুর ঘাটে সকলে আরতি দর্শন করতে পারবেন। পুলিশের পাশাপাশি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভলেন্টিয়াররাও সেদিন পুরো ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবেন। উচ্চ আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিয়েই শোভাযাত্রা করা হবে।

কাশীর মন্দির পরিসরে পুরহিতের পোশাকে পুলিশ

১৬ এপ্রিল ঃ কাশী বিশ্বনাথ মঃিদরে পুরোহিতের পোশাকে পুলিশ, অখিলেশ যাদব জিজ্ঞেস করলেন 'কে নির্দেশ দিয়েছে?' ভক্তদের ভিড় সামলাতে বারাণসী পুলিশ কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুরোহিতের পোশাক পরা অফিসারদের মোতায়েন করেছে। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব পুলিশ ম্যানুয়াল নিয়ে প্রশ্ন তোলার এবং উত্তর প্রদেশ সরকারকে নিন্দা করার পরে এই পদক্ষেপটি বিতর্কের জন্ম দেয়। বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে ভক্তদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা পরিচালনা করার পয়াসে, পুলিশ অফিসারদের পুরোহিতের পোশাকে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি সমাজবাদী পার্টি (এসপি) সভাপতি অখিলেশ যাদব এর নিন্দা এবং উত্তর প্রদেশ সরকারকে প্রশ্ন করার সাথে বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। কোন 'পুলিশ ম্যানুয়াল' অনুসারে পুলিশ সদস্যদের পুরোহিতের পোশাকে রাখা সঠিক? যারা এই ধরনের নির্দেশ দেয় তাদের বরখাস্ত করা উচিত। আগামীকাল যদি কোনও গুন্ডা এই সুযোগ নিয়ে নিরীহ জনসাধারণকে লুট করে, তাহলে ইউপি সরকার এবং প্রশাসন কী জবাব দেবে? নিন্দনীয়, তার এক্স পোস্ট, হিন্দি থেকে অনুবাদ। বারাণসীর পুলিশ কমিশনার মোহিত আগরওয়াল বলেছেন, এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র ভক্তদের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই নয়, তাদের মন্দির গিয়ে দেবতাকে ভালোভাবে দেখার জন্যও সাহায্য করা হযেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা প্রতিদিন মঃিদরে যান। আমরা চাই তারা একটি ইতিবাচক অনুভূতি নিয়ে ফিরে যাক এবং তাদের দর্শনের বিষয়ে পরিপূর্ণতার অনুভূতি অর্জন করুক। যাইহোক, যেহেতু প্রতিদিন ভিড়ও চরম হয, তাই আমাদের প্রয়োজন। নিশ্চিত করুন যে এটি চলমান থাকে যাতে প্রত্যেকে দেবতার দিকে এক নজর দেখতে পারে, তিনি গুড নিউজ টুডেকে বলেছেন। মোহিত আগরওয়াল বলেছেন যে ভক্তদের পক্ষে পুলিশ অফিসারদের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ করা সাধারণ, যার ফলে তারা নেতিবাচক মানসিক অবস্থায় মন্দির ছেড়ে চলে যায়। ভক্তরা প্রায়ই পুলিশ অফিসারদের তাদের মন্দির পরিদর্শনের সময় তাদের ধাক্কা দেওয়ার বিষয়ে অভিযোগ করে। তবে, তারা সহজেই

পুরোহিতদের কথা শোনে কারণ তারা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং উষ্ণতা অনুভব করে, বারাণসী পুলিশ কমিশনার উদ্যোগের পিছনে সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মার্কসবাদী উত্তর প্রদেশ রাজ্য সম্পাদক বোর্ড, একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে, বারাণসী পুলিশ কমিশনারের আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে, এটিকে অত্যন্ত আপত্তিকর এবং সংবিধান বিরোধী বলে অভিহিত করেছে, যেখানে দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ কর্মীদের দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাতে বলা হয়েছে 'হর-হর মহাদেবের জয় ঘোষ'।পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ অনুসারে, কাশী বিশ্বনাথ মদিরে মোতায়েন পুলিশ জাফরান পোশাকে মোতাযেন থাকবে এবং 'জয় হর হর মহাদেব' স্লোগান দিয়ে দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাবে। সিপিআইএম, রাজ্য সম্পাদক পর্ষদ বলেছে যে সংবিধান এটির অনুমতি দেয় না। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এক আধিকারিক এমন নির্দেশ দিয়ে সংবিধানকে অবমাননা করছেন।সিপিআইএম, রাজ্য সম্পাদক পর্ষদ বলেছে, এটা বিজেপি সরকারের আচরণ। ভবিষ্যতে বর্তমান সংবিধান পরিবর্তন করে একই ধরনের সংবিধান তৈরি করতে চায়।মোহিত আগরওয়াল বলেছিলেন যে পুরোহিতের পোশাক পরা পুলিশ অফিসাররা একটি 'নো-টাচ নীতি' অনুসরণ করবে যাতে ভক্তরা আর ঠেলাঠেলি বা অন্যান্য ধরণের খারাপ আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ না করে। সেখানে পুলিশ অফিসার - পুরুষ এবং মহিলা উভযই - ইউনিফর্মে পাশাপাশি, তবে তাদের কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহের বাইরে মোতায়েন করা হয়েছে। ভিড় চলতে থাকে তা নিশ্চিত করা তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব। তিনি গুড নিউজ টুডেকে আরও বলেন যে 'নো-টাচ নীতি' কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে এবং ভিড়কে চলাচল করতে, ভিআইপি চলাচলের সময় দড়ি দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরি করা হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে ভক্তরা ধাক্কা না দিয়ে স্বযংক্রিযভ়াবে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকবেন। মোহিত আগরওয়াল বলেছেন যে মঃিদরের দায়িত্বে নিযো়জিত পুলিশ অফিসাররা আগে থেকে তিন দিনের জন্য প্রশিক্ষণ নেবেন, যাতে তাদের মৃদুভাষী হতে এবং অন্যান্যদের মধ্যে অ-হিন্দিভাষী ভক্তদের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রাথমিক ইংরেজি বলতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মঃিদর চত্বরে একটি হেল্পডেস্কেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আগরতলায় উড়ালপুলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বেপরোয়া স্কুটি, গুরুতর আহত যুবক

আগরতলা, ১৫ এপ্রিল ঃ আবারও আগরতলায় উড়ালপুলে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক যুবক। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে উড়ালপুলের বড়দোয়ালি এলাকায়। আহত যুবকের নাম সমরজি লস্কর। বয়স আনুমানিক ৩৬ বছর। বর্তমানে আহত যুবককে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সমরজিৎ লস্কর একটি স্কুটি নিয়ে উড়ালপুলের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটি নিয়ে উড়ালপুলের ওপরই ছিটকে পড়েন তিনি। অল্পের জন্য উালপুল থেকে নীচে পড়ে যাননি সমরজি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছে ট্রাফিক পুলিশ। আহত যুবককে উদ্ধার করে জিবি

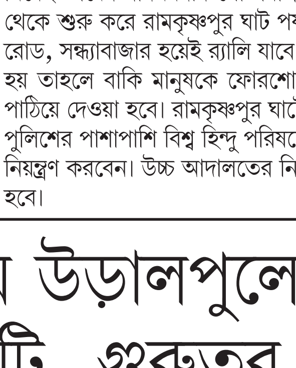

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ স্কুটি থেকে একটি বিলাতি মদের বোতল উদ্ধার করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন যুবকটি। পুলিশ দুর্ঘটনা সংক্রান্ত একটি মামলা রুজু করার পাশাপাশি স্কুটিটি নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। প্রসঙ্গত, উড়ালপুলে যান দুর্ঘটনা বেড়েছে। বিশেষ করে দ্বিচক্রযানের দুর্ঘটনার হার বেশি। একাংশ যুবক উড়ালপুলে ওঠে মাত্রাতিরিক্ত গতিতে স্কুটি, বাইক ইত্যাদি বেপরোয়াভাবে চালায়। তাতে অন্যান্য গাড়ির চালকরাও রীতিমতো আতঙ্কে থাকেন। উড়ালপুলে ট্রাফিক পুলিশের নিয়মিত নজরদারি চালানোর দাবি জানিয়েছেন যানবাহন চালকরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৩৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩ বৈশাখ, ১৪৩১

ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাব

সম্পাদকীয়

ইজরায়েল যুদ্ধকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে ব্রিটেন। এর আগে ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনসন ইউক্রেনকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ইউক্রেনকে সমর্থন করতে দিয়ে ব্রিটেন রুশদের আস্থাভাজন হতে পারেনি। আমেরিকা ব্রিটেন একই পথ ধরে চলে। এবারে ইজরায়েলের ওপরে ইসলামিক রাষ্ট্র থেকে শুরু করে বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেকেই যুদ্ধ থামাতে অনুরোধ করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ইজরায়েল পরিস্কার করে বলে দিয়েছে গাজায় তারা আধিপত্য বিস্তার করার পরে যুদ্ধ থামানো হবে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে। যুদ্ধ এখনই থামাতে নারাজ ইজরায়েল। তারা হামাসদের শক্তিকে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর। এদিকে ইজরায়েলের যুদ্ধে সময়ে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক এবারে নতুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করলেন। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্রেভারম্যানকে বরখাস্ত করে জেমস ক্লেভারলিকে সেই পদে বসালেন। এবারে বিদেশ মন্ত্রী হতে চলেছেন ডেভিড ক্যামেরন। ক্যামেরনকে বিদেশমন্ত্রী করে ইজরায়েল যুদ্ধের ব্যাপারে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার সামাল তিনি দিতে চান বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে ক্যামেরন এমপি নন। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য নন। ফলে মন্ত্রী হতে গেলে তাঁকে হাউস অব লর্ডসের সদস্যপদ পেতে হবে। এদিকে রাজা তৃতীয় চার্লস ক্যামেরনকে হাউস অব লর্ডসের সদস্য হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তার ফলে মন্ত্রী হওয়ার পথে আর কোনও বাধা থাকলো না। প্রাক্তন স্রবাষ্ট্র মন্ত্রী সুয়েলা সরকার বিরোধী মন্তব্য প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। শনিবার প্যালেস্টাইন নিয়ে বিশাল মিছিল বের হয় লণ্ডনে। লণ্ডনে প্যালেস্টাইনদের মিছিল বের হওয়ার দিনে ব্রিটেনের আর্মিস্টিস দিবস ছিল। ওয়েস্টমিনিস্টারের হোয়াইট হল রাস্তার ওপরে শহিদ বেদিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। সুয়েলা এইপ্রসঙ্গ তুলে মিছিল বন্ধ করতে বলেছিলেন লণ্ডন পুলিশকে। লণ্ডনের পুলিশ কমিশনার বলেছিলেন মিছিলের রাস্তা আলাদা। ফলে মিছিল নিষিদ্ধ করার কোনওপ্রশ্ন ওঠে না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে গত সপ্তাহে একটি সংবাদমাধ্যমের কাছে ব্রিটিশ পুলিশের সমালোচনা করেছিলেন মন্ত্রী সুয়েলা। তিনি বলেছিলেন লণ্ডন পুলিশ একচোখা। প্যালেস্টাইনদের প্রতি সহানুভূতিশীল। মিছিল বন্ধ না করলে ঝামেলা হতে পারে। মন্ত্রী সুয়েলার কথাই সত্যি হল। ওয়েস্টমিনিস্টারে প্যালেস্টাইন বিরোধী একটি পাল্টা মিছিল বের হলে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে পুলিশের ঝামেলা তৈরি হয়। তার ফলে বেশ কয়েকজনকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এই প্রথম নয়, এর আগেও বহু ঝামেলা জড়িয়ে গিয়েছিল সুয়েলা। বেশ কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও বহু অভিবাসীরা ব্রিটেনে থেকে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ভারতীয়রা। এই মন্তব্যে ভারত চটে যায় এবং ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য চুক্তি পিছিয়ে যায় বলে মনে করতে শুরু করেছিল কূটনীতিকরা। সয়েলা নিজেও অভিবাসী পরিবারের সন্তান। এই মনোভাবের জন্য সুয়েলাকে নেডিজেনরা 'ক্রুয়েলা' 'ডালমেশিয়ানস' নামে ব্যঙ্গ করে। এদিকে গাজায় সব হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেল। গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-শিফা।

কেন্দ্রের কাশ্মীর নীতি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে একেবারে কাশ্মীরটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। কাশ্মীর ভারতের কেঃদ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হল এবং পাশাপাশি লাদাখকেও কেঃদ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হল। এর ফলে সেখানে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আঃেদালন করছিল তারা বেশ মুশকিলে পড়ে গেল। কাশ্মীর কেঃদ্র শাসিত অঞ্চল হওয়াতে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে। এখন আর কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জে কোনও বক্তব্য রাখতে পারছে না। পাকিস্তানকে জঙ্গি মদতপুষ্ট রাষ্ট্র বলে সবাই গ্রহণ করে নিতে চায়। তার কারণ পাকিস্তান জঙ্গি দমন করতে পারেনি। পাকিস্তানে নামেই গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সেখানে সেনারা দেশ পরিচালনা করে থাকে। এদিকে চিন গালওয়ান সীমান্ত থেকে তাদের সেনা সরাই নি। উপরন্তু লাদাখে ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল ঘিরে বসে রয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ভারতের পক্ষে শুভ নয় সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। রাশিয়ার কিছুই হবে না। কারণ তাদের প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত পরিমানে তেল রয়েছে যা সারা বিশ্বকে দিলে ফুরাবে না। তেল এবং গ্যাস ব্যবসা করে রাশিয়া প্রচুর অর্থ রোজগার করতে পারবে। মাঝখান থেকে মারা পড়বে ভারতের মতো মধ্যবিত্ত দেশগুলি যারা পরের ওপরে নির্ভরশীল। রাশিয়া তাদের অতিরিক্ত লাভের জন্য ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। আগামি দিনে ইউক্রেনকে রাশিয়ার ব্যবসার স্বার্থেই ব্যবহার করবে সেটা পরিস্কার। আমেরিকা রাশিয়ার ব্যবসার অগ্রগতিটাকে রুখে খেদেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। ইউক্রেন রাশিয়ার দখলে চলে গেলে আমেরকা শক্তিহীন হয়ে পড়তে শুরু করবে। সেটা আমেরিকা চাইছে না। আবার তাইওয়ানকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে আমেরিকা। সেখানে চিন চেষ্টা করছে উঁকি দেওয়ার। চিনকে জাপান এবং ভারত দিয়ে তাকে রুখে দেওয়ায় ব্যস্ত আমেরিকা। ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ হলেও তাকে কিন্তু রেক্ষা করতে হচ্ছে। পাকিস্তানের কাছ থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর অধিকার করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল কেঃদ্রীয় সরকার সেখানে জল ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে পাকিস্তানের আইএসআই গুপ্তচর সংস্থা। তারাই চিনকে পেছন থেকে উস্কে দিচ্ছে পাকিসস্তানকে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

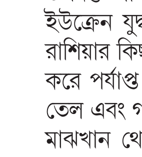

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই।

বারাণসীর কড়চা ঃ চৈত্র নবরাত্রির চতুর্থীতে জ্ঞানবাপী পরিসর মা গৌরীর গুণগানে মুখরিত হয়ে ওঠে কাশী

(নবরাত্রিকে কেন্দ্র করে বারাণসী জাগতে শুরু করে। নতুন বারাণসী তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়। ঘরে ঘরে ঘন্টা ধ্বনি বাজতে থাকে। আরতি মন্ত্র উচ্চারিত হতে থাকে। সেই চিত্রই তুলে ধরছেন কাশীর বাসিন্দা জয়দেব দাস। তিনি কাশীতেই বসবাস করেন। কাশী থেকই তিনি বারাণসী কড়চা লিখে চলেছেন। কাশীর বহু অজানা তথ্য তাঁর কলমে ধরা পড়বে। পাঠকেরা সেই সব লেখা পড়ে কাশী সম্পর্কে অজনা তথ্য জানতে পারবেন ।কাশী হচ্ছে হিন্দুদের একটি পবিত্র স্থান। এই পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করতে ইসলাম শাসকেরা তলোয়ার ধরতে কুণ্ঠবোধ করেননি।) নবরাত্রিকে কেঃদ্র করে চৈত্র নবরাত্রির চতুর্থীতে, সমগ্র জ্ঞানবাপী পরিসর মা গৌরীর গুণগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। দেবী দুর্গার চতুর্থ রূপে উপস্থিত মা শৃঙ্গার গৌরীর দর্শন ও পূজা করতে গভীর রাত পর্যন্ত ভক্তদের ভীড় জমায়েত থাকে। জ্ঞানবাপী পরিসরে অবস্থিত মা গৌরীর গর্ভ গৃহ দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার জন্য কাশীর ভক্ত প্রাণ মানুষেরা মায়ের দর্শন থেকে বঞ্চিত ছিল। আদালতের রায়ে সে বিন্ধক্তা আআজ কেটেছে। বিপুল সংখ্যক ভক্ত মাতৃ আরাধনায়ে দল বেঁধে আসেন। কাশীর পথে ঢাক ঢোলের তালে কলস যাত্রা এবং অন্যান্য স্থানে শোভাযাত্রার বেরোয়ে। প্রায় ৩৫ বছর পর কাশীর ভক্ত বৃদ মা শৃঙ্গার গৌরীর আরধনা করতে পেরে খুবই আনদিত। নব দুর্গার পঞ্চম রূপ দেবী স্কন্দমাতা। নবরাত্রির পঞ্চম দিনে আরাধনা করা হয় দেবী স্কন্দমাতার। অন্যান্য মদিরের সঙ্গে কাশীর বিশাখা লক্ষ্মী দেবীর দর্শন বিধেয়। মীর ঘাটে অবস্থিত এই মদির প্রায় রোজই ভক্ত সমাগমে পূর্ণ থাকে। দেবী পক্ষের পঞ্চমীতে দর্শনার্থীদের দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়া ভার হয়ে যায়। নব দুর্গার ষষ্ঠ রূপ কাত্যায়নী। নবরাত্রি উৎসবের ষষ্ঠ দিনে তাঁর পূজা করা হয়। দেবী কাত্যায়নীর আরাধনায় সাধক 'আজ্ঞা' চক্রে তার মনের উত্তরণ ঘটান। কাশীর আত্মাবীরেশ্বর মদিরের গর্ভগৃহের একটি কুলুঙ্গিতে দেবী কাত্যায়নীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এটি অষ্টভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি। মূর্তিটি কষ্টিপাথরে নির্মিত, উচ্চতা প্রায় দেড় ফুট। স্বামী বিবেকানদের মা ভূবনেশ্বরী দেবী এই আত্মাবীরেশ্বর মদিরে মানত করেই স্বামীজিকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। আত্মাবীরেশ্বর শিবই দেবী কাত্যায়নীর ভৈরব। দেবী কাত্যায়নী চতুর্ভুজা-তাঁর ডানদিকের দুটি হাত বর ও অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করে, বাঁ দিকের দুই হাতে পদ্ম ও খড়া। দেবী সিংহবাহিনী। তাঁর গায়ের রং সোনার মতো উজ্জ্বল। তন্ত্রসারের ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী রূপে। আবার কোনো গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি অষ্টাদশভুজা। কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে দেবকার্যের জন্য আবির্ভূতা হয়ে কন্যাত্ব স্বীকার করেছিলেন বলেই, দেবীর অন্য নাম কাত্যায়নী। এই কাত্যায়নী ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রজাঙ্গনারা মনের মতো পতিলাভের আশায় তাঁর আরাধনা করতেন। একটি মতে বলে, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন দেবী কাত্যায়নীর জন্ম। তারপর শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিন ঋষি কাত্যায়নের পূজা গ্রহণ করে দশমীর দিন তিনি মহিষাসুর বধ করেছিলেন। কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে, ঋষি কাত্যায়ন প্রথম দেবী পার্বতীর পূজা করেন তাই তিনি কাত্যায়নী নামে অভিহীতাা হন। নবরাত্রি উৎসবে তার পূজা প্রচলিত। দেবী কাত্যায়নীর আরও এক মূর্তি স্থাপিত রয়েছেন

বারাণসীর বিখ্যাত সঙ্কটা দেবীর মদিরের ঠিক পিছনে গা ঘেঁষে সি.কে. ৭১৫৮, নম্বর বাড়ির বীরেশ্বর মদিরের ভিতরে। বামন পুরাণে দেবী কাত্যায়নীর কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। দেবতাদের রক্ষার্থে ও মহিষাসুর নিধনার্থে অস্ত্রসজ্জিতা হয়ে দেবী গেলেন বিন্ধ্যাচলে। সেখানে করার-বিবকরার অসুরদ্বয় তাঁকে দেখে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাদের রাজা মহিষাসুরের নিকট দেবীর রূপ বর্ণনা করেন। মহিষাসুর দেবীকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে দেবীর পাণিপ্রার্থনা করে। দেবী জানান, তাঁকে লাভ করতে হলে তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে হবে। মহিষাসুর যুদ্ধ করতে এলে দেবী সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করেন। মহিষাসুর মহিষের রূপ ধরে দেবীকে আক্রমণ করলে, দেবী তাঁকে তীব্র পদাঘাত করেন। দেবীর পদাঘাতে মহিষাসুর অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে দেবী তার মস্তক ছিন্ন করেন। বরাহপুরাণ ও দেবীভাগবতেও এই কাহিনির উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে কাত্যায়নী ব্রতের উল্লেখ আছে। এই কাহিনি অনুযায়ী, ব্রজের গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে কামনা করে সমগ্র মাঘ মাস জুড়ে এই ব্রত করেছিলেন। এই একমাস তারা কেবলমাত্র মশলাবিহীন খিচুড়ি খেতেন এবং সকালবেলা যমুনায় স্নান করে যমুনাতীরে মাটির কাত্যায়নী মূর্তি গড়ে চদন, দীপ, ফল, পান, নবপত্র, মালা ও ধূপ দিয়ে দেবীর পূজা করতেন। তাঁদের প্রার্থনামন্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়-ক্ষকাত্যায়নি! মহামায়ে! মহাযোগিন্যধীশ্বরী!। নদগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরুতে নমঃ।। নবদুর্গার সপ্তম রূপ কালরাত্রি। কালরাত্রি নবরাত্রির সপ্তম দিনে পূজিত হন। তাঁর জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সকল সিদ্ধির দ্বার অবারিত হয়ে যায়। এই চক্রে অবস্থিত সাধকের মন সম্পূর্ণভাবে মাতা কালরাত্রির স্বরূপে অবস্থান করে। তাঁর সাক্ষাৎ পেলে সাধক মহাপুণ্যের ভাগী হন। তাঁর সমস্ত পাপ ও বাধাবিঘ্ন নাশ হয় এবং তিনি অক্ষয় পুণ্যধাম প্রাপ্ত হন। বারাণসীতে কালরাত্রি দুর্গার মদির অন্নপূর্ণার মদিরের কাছেই। কাশী বিশ্বনাথ গলিতে ঢুকে চুঃটীরাজ গণেশের মদির পেরিয়ে, মা অন্নপূর্ণার মদিরের দরজা পৌঁছনোর ঠিক আগে ডান দিকে একটি গলি আছে। সেই গলি দিয়ে কিছু দূর গিয়ে বামদিকে ঘুরলেই কালিকা গলি। সেখানে মা কালরাত্রি দুর্গার মদির। কালিকা গলির মহাকালী মদিরই দেবী কালরাত্রির। তন্ত্রানুসারে কালরাত্রি দেবী হলেন 'আদি শক্তি'। কাশীর অনেক বাঙালি দেবীকে সদাকালীও বলে থাকেন। কালরাত্রি ভীষণ দর্শনা দেবী। তাঁর গায়ের রং ঘন অন্ধকারের মতো কালো। তিনি এলোকেশিণী। তার গলায় বজ্রের মালা দোলে। তিনি ত্রিনয়না এবং তাঁর চোখগুলি ব্রহ্মাণ্ডের মতো গোলাকার। তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ভয়ংকর অগ্নিশিখা নির্গত হয়। কালরাত্রির বাহন গর্দভ বা গাধা। তিনি চতুর্ভুজা তাঁর চার হাতে বর ও অভয়মুদ্রা এবং খড়া ও লোহার কাঁটা রয়েছে। কালরাত্রির রূপ ভয়ংকর হলেও তিনি শুভফলের দেবী। তার অপর নাম শুভঙ্করিণী। কালরাত্রি দুষ্টের দমন করেন, গ্রহের বাধা দূর করেন এবং ভক্তদের আগুন, জল, জন্তুজানোয়ার, শত্রু ও রাত্রির ভয় থেকে মুক্ত করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, কালরাত্রির উপাসক তাঁকে স্মরণ করলেই দৈত্য, দানব, রাক্ষস, ভূত ও প্রেত পালিয়ে যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের রাত্রিসূক্তে আছে মূঢ় বালকগণ যেমন জননীর অসীম করুণায় নিশ্চিন্ত হয়ে নির্বিঘ্নে শয়ন করে, তেমনভাবে প্রাণীজগৎ করুণাময়ী রাত্রিদেবীকে না জেনেও তাঁর কৃপায় আত্মস্থ হয়। দেবীপুরাণে আছে রাত্রিদেবী ঈশ্বরলয়রূপা ও ব্রহ্মমায়াত্মিকা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ব্রহ্মা যখন মহামায়ার স্তব করছেন, তিনি বলছেন- তৎকালরাত্রিঃ মহারাত্রিঃ মোহরাত্রিশ দারুণাদ অর্থাৎ, আপনি কালরাত্রি, আপনি মহারাত্রি, আপনিই দুস্পরিহারা মোহনিশা বা মোহরাত্রি। মোহরাত্রি মানুষী রাত্রি, যেখানে জীবের নিত্য লয় হয়। জগতের লয় যখন হয়, তা মহারাত্রি। মহাপ্রলয়ের রাত্রিই মহারাত্রি। তখন সংসার লয় হয়, কিন্তু জগতের পালক বিষ্ণু জেগে থাকেন। যেখানে ব্রহ্মার লয় হয়, তা কালরাত্রি। কালও যেখানে প্রকাশিত হয় না, তা কালরাত্রি। বিষ্ণুও তখন নিদ্রিত। ভজন করেন যোগনিদ্রাকে। এই যোগনিদ্রাই কালরাত্রি।

রবীন্দ্রনাথকে সবাই কবি হিসেবে চিনলেও তিনি একজন জমিদার ছিলেন

কৌশিক দাস

রবীন্দ্রনাথকে সবাই কবি হিসেবে চিনলেও তিনি একজন জমিদার ছিলেন। জমিদার বলতে সাধারণত মানুষ ভাবে তারা খুব সম্পদ শালী, ক্ষমতা ধর, অত্যাচারী এমন টাইপ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে জন্ম গ্রহন করলেও খুব বিত্তশালী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন ৮০ বছর। তার বয়স যখন মাত্র ১৪ বছর তখন তাঁর মা মারা যান। বাবা দেবেন্দ্রনাথ একজন ট্রাভেলার ছিলেন ভাল বাংলায় বললে ভ্রমণপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। মায়ের অবর্তমানে রবীন্দ্রনাথের শৈশব - কৈশোর খুব বিলাসবহুল ভাবে কাটেনি। তার জীবদ্দশায় শেষ ৪ বছরও কেটেছে রোগ- শোকে। কুষ্টিয়ার জমিদারী হতে যে আয় হতো, মোট আয়ের মাসোহারা হিসেবে ভাগ হতো শতাধিক হিস্যাদের ভেতর। সহজ ভাবে বললে শেয়ার হোল্ডার দের ও অর্থ দিতে হতো। জমিদারীর তহবিল হতে খুব বেশি অর্থ নেওয়ার সুযোগ ছিল না। তাঁর চিঠি পত্র ও পুরোনো কাগজ পত্রের একটি হিসাব হতে জানা যায় প্রায় ৫০০ টাকা থাকতো। কিন্তু জোঁড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে রক্ষাণাবেক্ষণ ব্যয় মাসে প্রায় ৩০০ টাকা লেগে যেত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে নিয়ে অনেক কথাই আলোচনা উল্লেখ হয়না। তিনি বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মেছিলেন। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। ব্রিটিশরা তাকে নাইট উপাধি দিয়েছিলেন। কবি হিসেবে খুব সফল ছিলেন বই লিখেই অঢেল সম্পদ গা।ছেন। এমন তথ্য গুলোই সবাই বলে, আলোচনায় আনেন। কিন্তু তিনি যে অর্থ সংকটে কলাকাতায় না থেকে বীরভূমের বোলপুরে বাস করেছেন। পুরীর বাসস্থান বেঁচেছেন, এমনকি স্ত্রী র গহনা ও বেচতে হয়েছিলো। এগুলো কেউ বলতে লিখতে চান না। রবীন্দ্রনাথ এমন মানুষ যিনি মাত্র ৮ বছর বয়স থেকে লেখা লিখি শুরু করেছিলেন। নাইট উপাধি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নোবেল প্রাইজের টাকা বিশ্ব ভারতী, শান্তি নিকেতন, শ্রীনিকেতনে ব্যয় করেছিলেন। তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ পড়াশুনা করতেন USA তে, যার খরচ যোগান দিতে হতো রবীন্দ্রনাথ কে। তিনি পিতার মতই ট্রাভেলার ভ্রমণবিলাসী ছিলেন,তার অনেক সাদাকালো ছবি এখনও ফেসবুকে ভেসে বেড়ায়। বিলেত, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া,জাপান, অস্ট্রেলিয়া সহ নানান দেশ তিনি ভ্রমণ করতেন। এটাও তার আর্থিক সংকটের একটি

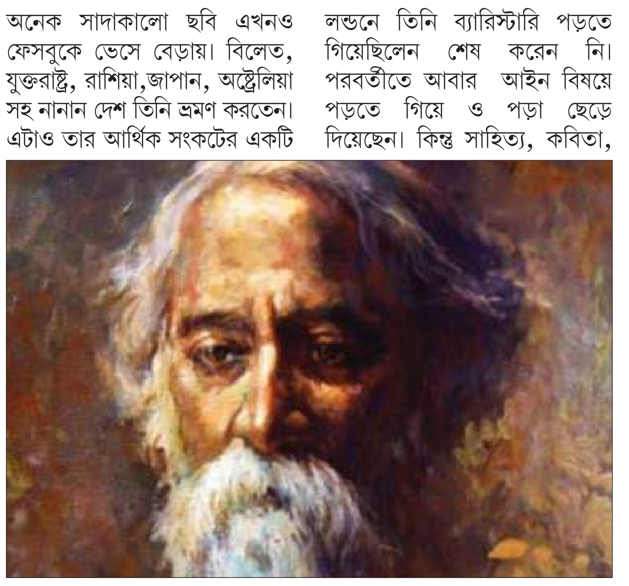

কারণ। তিনি বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার শিলাইদহ বাদেও নঁওগা র পতিসর, সিরাজগঞ্জের শহজাদপুরে থেকেছেন। তাঁর শশুড় বাড়ি ছিল খুলনার দক্ষিণডিহিতে। ওনার স্ত্রীকে সবাই মৃণালিনী দেবী নামে চিনলেও প্রকৃত নাম ছিল ভবতারিণী। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় খুব বেশি মনযোগী ছিলেন না। ১৮৭৮ এ লণ্ডনে তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন শেষ করেন নি। পরবর্তীতে আবার আইন বিষয়ে পড়তে গিয়ে ও পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সাহিত্য, কবিতা, উপন্যাস, গানে খ্যাতি পেয়েছেন বিশ্বজুড়ে। তাকে বলা হয় বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।দু ঃখ কাকে বলে এর প্রায় সবই কবিগুরু পেয়েছিলেন এক জীবনে। স্ত্রী মারা গেলেন কবির ৪১ বছর বয়সে। কবির ছিলো তিন মেয়ে, দুই ছেলে। রথীন্দ্রনাথ, শমীন্দ্রনাথ আর বেলা, রাণী ও অতশী। স্ত্রী'র পর অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন রাণী। এরপর কলেরায় মারা গেলো ছোট ছেলে শমী। পুত্রশোকে কবি লিখলেন-আজ জোস্নারাতে সবাই গেছে বনে। কবি'র মনে হলো এই জোস্নায় কবি বনে গেলে হবে না। বরং তাঁকে জেগে থাকতে হবে, যদি বাবার কথা মনে পড়ে শমী'র! যদি এসে কবিকে না পায়? তিনি লিখলেন-আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।' রাণীর জামাইকে পাঠিয়েছিলেন কবি বিলেতে ডাক্তারী পড়তে, না পড়েই ফেরত আসল। বড় মেয়ের জামাইকে পাঠিয়েছিলেন বিলেতে, ব্যারিস্টারী পড়তে, না পড়েই ফেরেত আসল। ছোট মেয়ে অতশীর জামাইকেও আমেরিকায় কৃষিবিদ্যার উপর পড়াশোনা করতে। লোভী এই লোক কবিকে বার বার টাকা চেয়ে চিঠি দিত। কবি লিখলেন- জমিদারী থেকে যে টাকা পাই, সবটাই তোমাকে পাঠাই।দেশে ফেরার কিছুদিন পর ছোট মেয়েটাও মারা গেল।সবচাইতে কষ্টের মৃত্যু হয় বড় মেয়ের। বড় জামাই বিলেত থেকে ফেরার পর ছোট জামাইয়ের সাথে ঝগড়া লেগে কবির বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। মেয়ে বেলা হয়ে পড়েন অসুস্থ। অসুস্থ এই মেয়েকে দেখতে কবিগুরু প্রতিদিন গাড়ী করে মেয়ের বাড়ী যেতেন। কবিকে যত রকম অপমান করার এই জামাই করতেন। কবির সামনে টেবিলে পা তুলে সিগারেট খেতেন। তবু কবি প্রতিদিনই যেতেন মেয়েকে দেখতে। একদিন কবি যাচ্ছেন, মাঝপথেই শুনলেন বেলা মারা গেছে। কবি শেষ দেখা দেখতে আর গেলেন না। মাঝপথ থেকেই ফেরত চলে আসলেন। হৈমন্তীর গল্প যেন কবির মেয়েরই গল্প! শোক কতটা গভীর হলে কবির কলম দিয়ে বের হল-আছে দু ঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে। তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে। কবির মৃত্যু হলো অতি মাত্রায় কষ্ট সহ্য করে, প্রস্রাবের প্রদাহে। কবির বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শেষ বিদায়টাও পাননি। দূর সম্পর্কের এক নাতনি ছিলো কবির শেষ বিদায়ের ক্ষণে। কবি জমিদার ছিলেন এইসব গল্প সবাই জানে। কবি'র দু ঃখের এই জীবনের কথা ক'জন জানেন? প্রথম যৌবনে যে গান লিখলেন, এইটাই যেন কবির শেষ জীবনে সত্যি হয়ে গেলো-আমিই শুধু রইনু বাকি। যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি।

সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য বাঙালি ঘরানা যা সারা বিশ্বকে মুগ্ধ করে

রবীঃদ্র কুমার শীল ঃ চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে ছিল এক অন্যন্য বাঙালি ঘরানা যা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি শান্তিনিকেতনের পরিবেশ থেকে বের হতে পারেননি কোনও কালে। রবীঃদ্র সান্নিধ্যে তাঁর বেড়ে ওঠা। পিতা সুকুমার রায় খুব ছোটবেলায় মারা গিয়েছেন। পিতৃ স্নেহ তিনি পাননি। তবে ঠাকুরদা উপেঃদ্র কিশোর রায়চৌধুরীর কিছুটা সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি পিতাকে মানসিক দিক দিয়ে উপলব্ধি করে বড় হন। মায়ের কাছ থেকে পিতার গল্প এবং তাঁর কবিতার প্রতি একটি বাড়তি আকর্ষন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন 'সন্দেশ' পত্রিকা নিয়মিত বের হওয়া কথা থাকলে তা কিন্তু ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। তবে সত্যজিৎ রায় আবার হাল ধরার ফলে সেটা জীবন্ত হয়। আসলে রায় চৌধুরী পরিবারের সব শিশুদের মানসিক বিকাশ করার দায়িত্ব প্রবলভাবে কাজ করে দিয়েছিল পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে। শিশু সাহিত্যিক হিসাবে নাম করেছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। পিতা সুকুরমার কম ছিলেন না। তিনিও দক্ষ শিশু সাহিত্যিক ছিলেন। ইঁনারা শুধু ছোটদের জন্য গল্প লিখতেন না ছোটদের জন্য ছবি আঁকতে থাকলেন। পিতা সুকুমার রায় উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী পথকে অনুসরণ করেছিলেন। যদিও তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তবুও তিনি বিজ্ঞান সাধনা না করে সাহিত্য সাধনা করতে শুরু করেন। সত্যজিৎ রায় পড়াশুনার করার জন্য শান্তিনিকেতনে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু কিন্তু রবীঃদ্রনাথ তাঁকে কলাভবনের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সুকুমার রায়ের ছেলে ভালো চিত্রশিল্পী হতে পারবে। সেই কারণে তাঁকে কলাভবনের চর্চার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায় যে চলচিচত্র পরিচালক হয়ে উঠবেন তা কিন্তু তিনি নিজেও কল্পনা করতে পারেননি।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একমাত্র বিশ্বাস করতেন জীবনদেবতা। এই জীবনদেবতা কাকে কীভাবে গড়ে তুলবেন সেটা কারোর পক্ষে জানা একেবারে অসম্ভব ছিল। জীবন দেবতা যাকে দিয়ে যতটুকু কাজ করিয়ে নেওয়ার সেট করতে থাকবে। সেখানে বাধা দেওয়ার কেউ থাকে না।

সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতাকে বিশ্বাস করতেন। তাঁর জীবন সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে রবীঃদ্রনাথ প্রবেশ করে রয়েছে। তিনি রবীঃদ্রনাথকে বাদ দিয়ে কিন্তু কোনও ছবি নির্মাণ করতে পারেননি। সব কিছুর মধ্যে রবীন্দ্র নান্দনিক তত্ব এর প্রবেশ দেখতে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনী শিল্প সত্বার চোখ দিয়ে তিনি ছবি নির্মাণ করে গিয়েছেন। আসলে সত্যজিৎ রায় বারবার জীবন সত্যকে আবিস্কার করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রতিটি চলচ্চিত্র জীবন সত্যের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দক্ষ পরিচালক সব সময়ে জীবন সত্যের সন্ধান করতে থাকে। ছবির মধ্যে দিয়েই জীবন সত্যের প্রকাশ ঘটাতে চেষ্টা করেছেন। সত্যজিৎ রায় সেই রকম একজন বিশিষ্ট পরিচালক। মনের গভীরে গিয়ে সত্যের সন্ধান তিনি করেছেন। সত্যজিৎ রায় ছবি করতে গিয়ে তিনি প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে ছবি করেছেন। প্রকৃতি ভাষাকে তিনি ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দৃশ্যকে আর বেশি করে বাঙময় করে তুলেছেন। 'পথের পাঁচালি' ছবিটার মধ্যে দিয়ে মানু এবং প্রকৃতির সংযোগ ঘটালেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাকে বাদ দিয়ে কোনও রকমভাবে বেড়ে ওঠা যায় না। বাংলার প্রকৃতিকে বাংলার মানুষের থেকে বাদ দিলে তা একেবারে স্বাদহীন বণহীন ছবিতে পরিণত হয়ে যাবে। সেই কারণে জীবেনর প্রথম ছবিটা হচ্ছে প্রকৃতি সম্পর্কিত ছবি 'পথের পাঁচালি'। সত্যজিৎ রায় প্রমাণ করে দিয়েছেন প্রকৃতির নিজস্ব ভাষা রয়েছে। সেই ভাষাকে বুঝতে গেলে মনের গভীরে প্রবেশ করা না গেলে একেবারে তাকে ধরা অসম্ভব। তিনি দেখাতে পেরেছেন অপু এবং দুর্গার বেড়ে ওঠার মধ্যে প্রকৃতির সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাংলার শিশুরা প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে এবং সেখান থেকে সম্পূর্ণ মানুষ রূপে উপস্থিত হয়। সেই কারণে সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালি, 'অপুর সংসার' এবং 'অপরাজিত' ছবি তৈরি করেছিলেন। গ্রাম বাংলা থেকে অপুর বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে যৌবন কালে গ্রামের ছেলে শহরমুখী হওয়া অপুকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণ করেছেন। শহরের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছে না অপু। সে বারবার আঘাত পেতে শুরু করে দিয়েছে। গ্রামের জীবনের সঙ্গে তিনি যেমন নিজেকে মেলাতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু শহরের জীবন তাকে ততখানি আনন্দ দিতে পারলো না। অর্থ রোজগার করাটা মুখ্য লক্ষ্য হয়ে থাকলো বটে। কিন্তু জীবনটা স্বার্থক হতে থাকলো না। সব কিছু ভেস্তে যেতে শুরু করলো। ছোট বেলায় অপু যে স্বপ্ন দেখতো তা শহরের অপু সেই স্বপ্নকে হারাতে থাকলো। বাস্তব জীবনটাকে স্বীকার করে নিতে হবে। নাহলে কিন্তু সেখানে বেঁচে থাকাটা একেবারে মুশকিল। 'পথের পাঁচালি' ছবিটা হচ্ছে বাংলার সংস্কৃতি। সেই জীবন সংস্কৃতির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটালেন সত্যজিৎ রায়। অপুর দুর্গার দেখার মধ্যে দিয়ে রেল গাড়ি দেখিয়ে দিলেন অতি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালক। কিন্তু রেল গাড়ি দেখানোর মূল কারণ হচ্ছে যে বাংলায় আধুনিক সভ্যতার প্রবেশ ঘটছেছ। সভ্যতার বিকাশ কিন্তু থেমে থাকবে না। গ্রাম বাংলার যে সংস্কৃতি আজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা আগামি দিনে আর থাকবে না। কালের গতিতে তা হারিয়ে যাবে। এই সত্যটাকে তিনি প্রকাশ করে গেলেন ট্রিলজি অপু চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। আসলে সত্যজিৎ ছবি নির্মাণ করেন না জীবন নির্মাণ করে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলতে থাকবে। তিনি ছবিতে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। অতিরিক্ত কোনও বস্তু সত্যজিৎ রায় সহ্য করতে পারতেন না। তিনি অতি সাধারণ ভাবে সব কিছুই পরিকল্পনা করতেন। তারপরে সেই সাধারণ পরিকল্পনাকে অতি অসাধারণভাবে নির্মাণ করে যেতেন। এটাই হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের ছবির মূল বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রতিটি ছবিতে বক্তব্য রয়েছে। ভাষার স্পষ্টতা রয়েছে। রয়েছে অন্তর্নিহিত মানে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুধু পড়ে গেলে তার থেকে আনন্দ রস অনুভূতি করা একেবারে অসম্ভব। একই রকমভাবে সত্যজিৎ রায়ের ছবি শুধু মাত্র ছবি হিসাবে দেখলে তা একেবারে ভালো লাগবে না। ছবি প্রতিটি দৃশ্যের উপস্থিতিকে উপলব্ধি করতে হবে। না হলে কিন্তু সেখানে ছবি দেখার মূল সুরটা হারিয়ে যেতে পারে। সত্যজিৎ রায়ের ছবির মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক বক্তব্য উঠে আসে যা যুগের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। কোথাও সত্যজিৎ রায় যুগের বাইরে ছবি নির্মাণ করেনি। শিশুদের ছবি নির্মাণ করতে গিয়ে সেখানেও যুগের চাহিদাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। যুগ যা চাইছে তাই তিনি শিশু ছবিতে পরিবেশন করছেন। রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে যুগের ভিত্তিকে কবিতা এবং সাহিত্য রচনা করতেন। তিনি যুগের বাইরে থেকে কোনও রকম সাহিত্য সৃষ্টি করা থেকে বিরত ছিলেন। সেই কারণে তাঁর কবিতা সব সময়ে যুগের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। 'চারুলতা' বা 'জলসাঘর' ছবি দেখতে বুঝতে পারা যাবে যে তিনি কতখানি দক্ষতার সঙ্গে যুগের ওপরে দাঁড়িয়ে ছবিকে নির্মাণ করেছেন। যুগের পরিবর্তন ঘটে। তাকে রোখার মতো ক্ষমতা কারোর নেই। 'চারুলতা' ছবিতে মানুষ সব সময়ে প্রেমকে ভালোবাসে। সময়কে নয়। মানব সত্বার মধ্যে প্রেম সত্বা বলে একটি বস্তু রয়েছে। সেটাকে সংসার জীবনে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন। নাহলে সেখানে বিপত্তি ঘটতে পারে। গতানুগতিক জীবন কোনও সময়ে প্রেমময় হয়ে উঠতে পারে না। সেখানে সংসার জীবন কাব্য হয়ে উঠতে পারে না। প্রেমের সুরকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই প্রেম সুরকে ধরতে হবে। তাদের গ্রহণ করতে হবে। তবেই দাম্পত্য জীবন সুখী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যান্ত্রিক জীবন কোনও সময়ে জীবন কাব্য হয়ে উঠতে পারে না। জীবনকে কাব্য সময় করতে গেলে স্ত্রী মানসিক চিন্তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। নাহলে কিন্তু তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। জীবনের প্রতি বাঁককে প্রাধান্য দিয়ে ছবি নির্মাণ করেছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তাঁর বহু ছবি তৈরি হয়েছে যুগসন্ধিক্ষণের ঘটনার ওপরে ভিত্তি করে। সেই সব ছবির নাম হচ্ছে 'সতরঞ্জকে খিলাড়ি', 'জলসা ঘর' 'অশনি সঙ্কেত'। যুগটাই এই সব ছবিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। যুগের আবহে শিকার হচ্ছে মানুষ। সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোনও পথ খোলা নেই। যুগের মধ্যে দিয়ে মানব জীবনের প্রকাশ দেখতে পাওযা যায়। সত্যজিৎ রায় হঠাৎ করে ছোটদের ছবি করতে গেলেন কেন? আসলে তিনি যেগুলি সরাসরি বলতে পারছিলেন না সেখানে ছোটদের রূপ রস গন্ধকে নিয়ে এসে উপস্থিত করলেন। ছোটরা আনন্দ লাভ করলো আবার যে সব বক্তব্য এতদিন ধরে তিনি প্রকাশ্যে আসতে পারছিল না তাও বলে দিয়ে গেলেন। এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন। ছোটদের জন্য ছবিও করা হল আবার অব্যক্ত বক্তব্যকে প্রকাশও করা হল। 'সোনার কেল্লা', 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', 'জয়বাবা ফেলুনাথ' এগুলোকে নিছক ছবি হিসাবে ধরলে ভুল করা হবে। তার এই সব ছবির মধ্যে দিয়ে তিনি যে সুর তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাকে বুঝতে হবে। নাহলে কিন্তু ছবির রসবোধটা একেবারে হারিয়ে যাবে। যে সব দর্শকেরা সত্যজিৎ ছবির রসবোধকে মনের গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন তাদের কাছে আর কোনও ছবি তৃপ্তি দেবে না এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। আসলে বাংলার চলচ্চিত্র জগতে সত্যজিৎ রায় একজন বিরল পরিচালক। তাঁর সমকক্ষ হয়ে ওঠার মতো এখন কোনও পরিচালক বাংলায় আর হল না। এটা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। সত্যজিৎ রায়কে শুধু চলচ্চিত্রকার হিসাবে গ্রহণ করে নিলে অপরাধ হবে।

নিশীথ প্রামানিকের সমর্থনে জনসভা করলেন শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৫ এপ্রিল ঃ দিনহাটা সংহতি ময়দানে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামানিকের সমর্থনে জনসভা করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী

দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সরকারের কড়া ভাষার সমালোচনা করেন তিনি। একই সঙ্গে এজন্য জনসভা থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকেও চরম হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, কোচবিহারে হীরক রানী যাকে মানুষ ডাকাত রানী বলে তিনি সভা করছেন তাই তাকে দিনহাটা ৩০ কিলোমিটার ঘুরে আসতে হয়েছে একই সঙ্গে তিনি বলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তাকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যাতে তিনি দিনহাটায় না আসেন আসলে নাকি তাকে বেঁধে রাখা হবে সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন নিরাপত্তারক্তি ছাড়াই তিনি যাবেন ক্ষমতা থাকলে রশি তৈরি রাখুক উদয়ন গুহ। উদয়ন গুহকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ২০২১ সালে তার হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করতে চেয়েছিলেন। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদায়ী সাংসদ সুনীল মন্ডলের সল্টলেকের সরকারি ফ্ল্যাটে বৈঠক করেছিলেন। তাকে কোনোভাবেই বিজেপিতে নেওয়া হবে না।

ঝড়বৃষ্টিতে বেগুনচাষে প্রচুর পরিমামে ক্ষতি, চিন্তিত কৃষকরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ ঝড়-শিলাবৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেছে কয়েকশো বিঘা বেগুনখেত। জলপাইগুড়ি-সহ ডুয়ার্সের তিস্তা পাড়ে ভয়ংকর শিলাবৃষ্টিতে বিধ্বস্ত কৃষিজমি। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, বেগুনের দাম নেমে গেছে প্রতি কেজি পাঁচ টাকায়! বেগুনখেত ছাড়াও ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ভুট্টা, ঢেঁড়শ, টমেটো-সহ প্রায় সমস্ত রকম সবজির। গত ৩১ মার্চের ঘূর্ণিঝড়ের পরেও ফের প্রচন্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়েছে। প্রায় আধ ঘণ্টার ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কৃষিই। কৃষকরা জানান, শিলাবৃষ্টির প্রভাবে কয়েকশো বিঘা বেগুনখেত সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া অন্যান্য সবজি চাষেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। নষ্ট হয়ে গেছে প্রচুর কৃষিজমি। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা জানান, চৈত্র মাসের শেষে লাগাতার ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ঝিঙে, শসা, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, কাঁচালঙ্কা-সহ বিভিন্ন সবজি ক্ষেত নষ্ট হয়েছে। কী ভাবে এই ক্ষতি সামলাবেন বুঝতে পারছেন না কৃষকরা। বিঘার পর বিঘা বেগুনক্ষেত-সহ অন্যান্য সবজি নষ্ট হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শন করেছেন জেলা কৃষি দফতরের আধিকারিকরা।

পায়ে হেঁটে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলী রায়হান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ এপ্রিল ঃ ইংরেজবাজার পৌরসভার ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচার করেন দক্ষিণ মালদা লোকসভা

কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী। সোমবার সকালে হেঁটে নির্বাচনী প্রচার করলেন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলী রায়হান। সকাল আটটা নাগাদ ১ নম্বর ওয়ার্ডের বিশ্বনাথ মোড় এলাকা থেকে পদযাত্রা শুরু করেন তৃণমূল প্রার্থী। শাহনাওয়াজ আলী রায়হান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ইংরেজবাজার পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা, ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্ধ্যা দাস, তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ তৃণমূলের কর্মীরা। কখনও মানুষের সঙ্গে কোলাকুলি, কখনও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওয়ার্ডবাসীর কাছে ভোট প্রার্থনা করেন তৃণমূল প্রার্থী।

লোকসভা ভোটের মুখে তৃণমূলের শক্তি বৃদ্ধি ফুলবাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ লোকসভা ভোটের মুখে তৃণমূলের শক্তি বৃদ্ধি ফুলবাড়িতে। নির্দলের জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রায় এক হাজার নির্দল কর্মী সমর্থক যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। রবিবার ফুলবাড়ী ২ নম্বর অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি রবিউল করিমের নেতৃত্বে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী ব্লক সভাপতি দেবাশীষ প্রামানিকের হাত ধরে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন ফুলবাড়ি দুই নং অঞ্চলের জটিয়াকালি এলাকার নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য শফিউর রহমান। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে নির্দলে ভোটে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। শেষমেষ নিজের এলাকায় নির্দল থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হন তৃণমূলের প্রাক্তণ পঞ্চায়েত সদস্য শফিউর রহমান। তিনি ওই এলাকার একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন বলে দাবি নেতৃত্বের। অবশেষে নিজের মান অভিমান ভুলে আবারও নিজের দলে ফিরলেন পঞ্চায়েত সদস্য শফিউর রহমান তার সঙ্গে প্রায় এক হাজার কর্মী সমর্থক তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন। এদিন প্রত্যেকের হাতে প্রত্যেকের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী ব্লক সভাপতি দেবাশীষ প্রামানিক। এছাড়াও এদিনের এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফুলবাড়ি দুই নং অঞ্চল সভাপতি রবিউল করিম অঞ্চল প্রধান রফিকুল ইসলাম মতিনচন্দ্র রায় সহ অন্যান্যরা।

প্রচার সারলেন মুনীশ তামাং

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১৫ এপ্রিল ঃ সারা দেশে পরিবর্তনের হাওয়া নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ মুনীশ তামাং এক প্রকার প্রচার সারলেন। দার্জিলিং লোকসভার বামফ্রন্ট সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ মুনীশ তামাং ভোট প্রচার

করতে করতে সোমবার কর্মব্যস্ততার মাঝে শিলিগুড়ি শহরের আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করেন। আইন জীবীদের সঙ্গে তাদের নানান সমস্যা কথা শোনেন এবং প্রার্থী তার নিজের অপিনিয়ন পেশ করেন। এই প্রচার অনুষ্ঠানে প্রথমে আইনজীবীদের পক্ষ থেকে ডঃ মুনীশ তামাংকে ফুল দিয়ে অভিবাদ জানানো হয়। অন্যদের মধ্যে প্রার্থীর সাথে বামফ্রন্টের সমন পাঠক ও কংগ্রেসের শংকর মালাকার সহ অন্যান্য কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

খুলে গেল বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা-বাগান! হাসি ফুটল দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকদের মুখে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ ভোটের আগে খুলে গেল বন্ধ ডুয়ার্সের বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা-বাগান। এদিন সোমবার থেকে ফের বাগানটি স্বাভাবিক কর্মমুখবর হয়ে উঠল। এদিন সেখানে তিন পরিচালক ঢুকে গিয়েছেন। গতকাল, রবিবার বাগান খোলা নিয়ে শ্রমিক প্রতিনিধিদের একাংশের সঙ্গে মালিকপক্ষের একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই সব কিছু আলোচনা করে ঠিকঠাক হয়। ওই দ্বিপাক্ষিক আলোচনা মোতাবেক ঠিক হয়েছে, বাগান খোলার পরে বুধবারের মধ্যে বকেয়া থাকা দুটি পাক্ষিক মজুরির একটি দিয়ে দেওয়া হবে। এরপর ১৫ দিন পরে চালু কাজের মজুরির সঙ্গে মিলবে বকেয়া বোনাসের ৯ শতাংশও। বাকি এক পাক্ষিক সপ্তাহের মজুরিও এরপর দ্রুত দিয়ে দেওয়া হবে। বামনডাঙ্গা-টন্ডুর নয়া কর্ণধার ঋত্বিক ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, আলোচনা সাপেক্ষেই সব কিছু ঠিক হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, বাগান চালাতে শ্রমিকদের কাছ থেকে সবরকম সহযোগিতা পাবেন বলেই আশা করছেন তিনি। গত বছর পুজোর ঠিক আগে, ৩ অক্টোবর রাতে সেখানে লক আউটের নোটিস জারি করে বেপাত্তা হয়ে যান তৎকালীন

পরিচালকরা। সঙ্গে সঙ্গে বিপাকে পড়েন ১১৭৪ জন শ্রমিক। একই মালিকানাধীন সামসিং-য়েও তালা ঝোলে ১৬ অক্টোবর নাগাদ। এমন পরিস্থিতিতে সেই সময় শ্রম দফতরের পক্ষ থেকে আলাদা করে মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে দুটি বৈঠক হয়। জট খোলার জন্য জলপাইগুড়িতে ডেপুটি লেবার কমিশনারের দফতরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকও ডাকা হয়। সেখানে মালিকদের কেউ হাজির হননি। পরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও মালিকদের প্রতিনিধিকে তলব করা হয়। ১৬ অক্টোবর একই মালিকানাধীন দুই বাগানের পরিচালকরা প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন, আর্থিক সংকটের কারণে আপাতত বাগান চালানো সম্ভব হচ্ছে না তাঁদের পক্ষে। তবে তাঁরা না ফেরা পর্যন্ত যদি শ্রমিকরা কাঁচা পাতা তুলে বিক্রি করেন, তাতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। এরপর নভেম্বরে বর্তমান মালিকপক্ষই বামনডাঙ্গা-টন্ডু খুলতে এগিয়ে আসেন, তবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। এজন্য নানা ধরনের জটিলতাকে দায়ী করেন তাঁরা। তবে সামসিং বাগানটি ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁদের তত্ত্বাবধানেই খোলা সম্ভব হয়। সেটিতে এখন কাজ চলছে। এদিকে গত ৭ মাস ধরে বাগান বন্ধ হয়ে থাকায় শ্রমিকদের পরিস্থিতি বর্তমানে খুবই জটিল আকার ধারণ করছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি প্রেম ছেত্রী বলেন, এদিন শ্রমিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষের সঙ্গে বাগান খোলা নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়। সোমবার থেকে আবার বামনডাঙা বাগান খুলে গেল। শ্রমিকরা যে অত্যন্ত সংকটে ছিলেন তা নিয়ে কোনও সংশয়ই নেই। আইন মেনে বাগান চলুক এটা আমরাও চাই।

কুলটিতে অফিসে ঢুকে পরপর গুলি, প্রকাশ্য দিবালোকে মৃত্যু ব্যবসায়ীর

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৫ এপ্রিল ঃ আসানসোলের কুলটি থানার চিনাকুড়িতে শুটআউট! অফিসে ঢুকে ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন করল এক দুস্কৃতী। নিহত ব্যবসায়ীর নাম উমাশঙ্কর চৌহান (৫৩)। তিনি একটি মাইক্রোফিন্যান্স সংস্থার কর্ণধার ছিলেন। রবিবারই চেন্নাই থেকে ফিরেছিলেন উমাশঙ্কর। সোমবার সকালে অফিসে এসে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এমন সময় হঠাৎই মুখে গামছা বাঁধা এক দুস্কৃতী উমাশঙ্করের অফিসে ঢুকে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে পর পর কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ব্যবসায়ীর। ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে কুলটি থানার পুলিশ। ব্যবসায়ীর দেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। মৃতের অফিসের কর্মীরা জানিয়েছেন, রবিবারই দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন উমাশঙ্কর। সোমবার সকালে অফিসে এসে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এমন সময় হঠাৎ মুখে গামছা বেঁধে এক দুস্কৃতী উমাশঙ্করের অফিসে ঢুকে পড়ে। ঢুকে প্রথমে বলে রাহুল পাসোয়ানের পয়সা জমা করতে এসেছি। উমাশঙ্কর বলেন, রাহুলকে চিনি না। শুনে ঘুরে যায় ওই দুস্কৃতী। পরে আবার ঘুরে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে পর পর কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ উমাশঙ্করকে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। উমাশঙ্করের অফিসের কর্মী রাজকুমার বলেন, ''কালকেই উমাশঙ্কর চিকিৎসা করিয়ে চেন্নাই থেকে ফিরেছেন। সকালে আমারা এখানে বসেছিলাম। এমন সময় একজন এসে বলেন যে, তিনি টাকা দিতে এসেছেন। যাঁর নাম করে টাকা দিতে এসেছিলেন, তাঁর নাম কখনও শুনিনি। এরপর ওই ব্যক্তি ফোনে কথা বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে যান। আমরা গাড়ির চালককে ওঁর পিছনে পাঠিয়েছিলাম। একটু পরে চালক এসে জানায় যে, তিনি চলে গিয়েছেন। এর কিছুক্ষণ পর ওই ব্যক্তি-ই মুখে গামছা বেঁধে আসেন। অফিসে ঢুকে উমাশঙ্করকে লক্ষ্য করে চার-পাঁচ বার গুলি চালায়। এরপর আততায়ী দৌড়ে বেরিয়ে যায় ডিপিএস-এর দিকে।'' ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে কুলটি থানার পুলিস। নিহত ব্যবসায়ীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। আসানসোল- দুর্গাপুর পুলিস কমিশনারেটের ডিসি পশ্চিম আশিষ মৌর্য বলেন, আমরা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছি। সমস্ত রকম ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস খতিয়ে দেখছি। মানি লেন্ডারিং-এর ব্যবসার ছিল এবং কম্পিউটারের ব্যবসা ছিল বলে জানা গেছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলব। পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করব। সেই সময় যাঁরা উমাশঙ্করের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়েছে। আমরা এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছি। অভিযুক্তদের খুব তাড়াতাড়ি ধরে ফেলব। ইতিমধ্যে নাকা চেকিংও শুরু হয়েছে। কুলটি থানার অন্তর্গত চেনাকুড়ি এলাকা কার্যত দুস্কৃতীদের আঁতুঘর বলে পরিচিত। শুটআউটের ঘটনার পর আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন সাধারণ মানুষ। ঘরের ভেতরে ঢুকে যেভাবে এলোপাথাড়ি গুলি করে খুন করা হল ব্যবসায়ী উমাশঙ্করকে, তাতে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

দিঘায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মহিলার উপর দিয়ে চলে গেল স্পিডবোট!

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ১৫ এপ্রিল ঃ দিঘায় ভয়াবহ স্পিডবোট দুর্ঘটনা। মহিলা পর্যটকের উপর দিয়ে চলে গেল স্পিডবোট। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা! তবে গুরুতর আহত ওই পর্যটক মহিলা। জানা গিয়েছে, আহত ওই মহিলা পর্যটকের নাম ইয়াসমিনা খাতুন খাসখামার। বয়স ৩২ বছর। বাড়ি বাউড়িয়ায়। পরিবারের সঙ্গে রবিবারই নববর্ষে দিঘায় বেড়াতে আসেন। এরপর এদিন স্পিডবোটে ওঠেন। তখনই দুর্ঘটনা। বোটের পাখায় দেহের বিভিন্ন অংশে কেটে গেছে। তবে লাইভ জ্যাকেট পড়ে থাকার কারণে আঘাত জ্যাকেটের উপর দিয়ে গেছে। হাতে, পায়ে এবং পিঠে আঘাত লেগেছে। স্টিচ করতে হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন স্থিতিশীল। এই ঘটনায় সৈকতে পর্যটকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বোট চালানোর ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন অনেকে।

বন্দেভারতে ইঁট ছোঁড়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ এপ্রিল ঃ আবার মালদায় বন্দেভারতে ইঁট ছোঁড়ার অভিযোগ। ইটের আঘাতে ফাটলো কাঁচ। হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়িগামী বন্দে ভারত ট্রেন মালদা স্টেশন ছাড়ার পর শ্রীপুর থেকে সামসি স্টেশনের মধ্যবর্তী ঘটনা। জানা গেছে সি (৮) কোচের জানালা লক্ষ্য করে এই পাথর ছোঁড়া হয়েছে। কিন্তু কেন বারবার আক্রমণের মুখে পড়ছে বন্দেভারত। কারা যুক্ত থাকছে এই ঘটনার সঙ্গে। এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সুরক্ষার অভাববোধ করছেন যাত্রীরাও। এদিকে এনজিপি থেকে হাওড়া যাওয়ার সময় রবিবার বিকেলে মালদা টাউন স্টেশনের বন্দেভারত এক্সপ্রেস আসার পর মালদা আরপিএফ কর্মীরা তারা বিষয় দেখে পাশাপাশি রেল যাত্রীদের সাথে কথা বলেন।

মিড ডে মিল প্রকল্পের হাল হকিকত খতিয়ে দেখতে বিশেষ সমীক্ষা শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ রাজ্যে পিএম পোষণ বা মিড ডে মিল প্রকল্পের হাল হকিকত খতিয়ে দেখতে এদিন সোমবার থেকে বিশেষ সমীক্ষা শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় আগামী ২ মে পর্যন্ত এক মাস সময় ধরে রাজ্যের প্রতিটি সরকারি ও সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত স্কুলে সমীক্ষা চালানো হবে। যার ভিত্তিতে মিড ডে মিল প্রকল্পে স্কুলগুলিকে র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা হবে বলে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকেও এর আওতায় আনা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক তথ্যসংগ্রহের জন্য স্কুল পরিদর্শন করবেন। তাঁদের সঙ্গে একজন শিক্ষাবন্ধু বা এডুকেশন সুপারভাইজার অথবা প্রতিবেশী কোনও স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকবেন। একই রকম ভাবে সমিতি শিক্ষা আধিকারিকেরা এস এস কে এবং এমএসকে গুলি পরিদর্শন করবেন। এই সমীক্ষায় স্কুলগুলির মূল্যায়নের জন্য একগুচ্ছ বিষয় খতিয়ে দেখা হবে। যার মধ্যে, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা থেকে শুরু করে গত মাসে কত মিড-ডে-মিল খাওয়ানো হয়েছে, চালের মান কেমন, খাদ্যসামগ্রী স্বাস্থ্যকরভাবে রাখা হয় কি না, কুক-কাম- হেল্পাররা নিয়মিত ভাতা পান কি না, ওজন মাপার যন্ত্র আছে কি না, রান্নাঘর, ডাইনিং হলের অবস্থা রয়েছে কি না এই রকম একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখা হবে। এদিকে নববর্ষ উপলক্ষ্যে স্কুল গুলির মিড ডে মিলে বিশেষ মেনুর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিছু স্কুলে যেমন মেনু হিসাবে ঠিক করা হয়েছে ফ্রায়েড রাইস, ডিম কারি, আলুর দম, মিষ্টি। আবার জেলার বেশ কিছু স্কুলে নববর্ষের মেনু হিসাবে ঠিক করা হয়েছে মাংস-ভাত।

প্রবল গরমে প্রচারে বেরিয়ে অসুস্থ মিঠুন-মনোজ টিগ্গা!

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল ঃ প্রবল গরম। তার মধ্যেই চলছিল নির্বাচনী প্রচার। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের আগে শেষ লগ্নের প্রচার। প্রচারে ঝাঁঝ বাড়িয়েছে সব দল-ই। আর সেই প্রচারে বেরিয়েই প্রবল গরমে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মিঠুন ও মনোজ টিগ্গা! জানা গেছে, অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পরই অসুস্থ বোধ করতে থাকেন মিঠুন। অসুস্থ বোধ করায় গাড়ি থেকে নেমে পড়েন মিঠুন। মনোজ টিগ্গাও তখন অভিনেতার সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। এরপর বাকি রাস্তা হেঁটে প্রচার করেন। আর বাকি রাস্তা হেঁটে প্রচার করার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন মনোজ টিগ্গাও। একে গরমে, তার উপর তাপপ্রবাহের মত পরিস্থিতি। ফলে হাঁসফাঁস অবস্থা। তার মধ্যেই এদিন হুডখোলা গাড়িতে আলিপুরদুয়ারে প্রচার করতে বের হন মিঠুন চক্রবর্তী। কিন্তু খানিকটা গিয়েই গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তখন গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সঙ্গে ছিলেন প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। এখন অসুস্থ বোধ করে মিঠুন গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ায়, তাঁর সঙ্গেই নেমে যান মনোজ টিগ্গাও। তারপর বাকি পথ হেঁটে প্রচার করতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গাও। আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গার সমর্থনে এদিন জংশন চৌপথি থেকে রোড শো শুরু করেন অভিনেতা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতে একদিকে যেমন ভিড় জমান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা, ঠিক তেমনই সাধারণ মানুষও রাস্তায় ভিড় জমান 'মহাগুরু'কে দেখতে।

নিয়ন্ত্রণহীন বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৫ এপ্রিল ঃ মাঠে গরু বাঁধতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণহীন বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে নদীয়ার নবদ্বীপ থানার সরকার পাড়া বাইপাস অফিস ঘাট রোড এলাকায়। মৃতের নাম নীলমণি ঘোষ (৭৮) বাড়ি নবদ্বীপ পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ওলাদেবিতলা এলাকায়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, এই দিন দুপুরে নীলমণিবাবু তাঁর ছেলেকে নিয়ে মাঠে গরু বাঁধতে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় সরকার পাড়া বাইপাস অফিস ঘাট রোড এলাকায় নিয়ন্ত্রণহীন একটি বাইক দ্রুত গতিতে ছুটে এসে নীলমণিবাবুকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করা হয়। সেইমত ওই তাঁকে কৃষ্ণনগর নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় নীলমণিবাবুর। পরে ফের তাঁর নিথর দেহ নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন মৃতের পরিবারের লোকজন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

১০০ শতাংশ আশাবাদী ঃ দেবরাজ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ হাতেগোনা আর মাত্র দুদিন বাকি ভোট প্রচারের। ১৯ এপ্রিল ভোট গ্রহণ জলপাইগুড়িতে। অল্প সময়ে বেশি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে হাটে -বাজারে প্রচারে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী দেবরাজ বর্মন। সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি শহরের নেতাজি পাড়া বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন পুরাতন পুলিশ লাইন এলাকায় টোটো চালক, পথচলতি মানুষের সাথে জনসংযোগে। এরপর তিনি তালমা হাটে ভোট প্রচার করেন।

ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া পোর্টাল ও ওয়েবসাইটে প্রচার করার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ রাজ্যের উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক তাদের ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া পোর্টাল ও ওয়েবসাইটে এই প্রথম উত্তরবঙ্গের বাছাই করা পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে নিয়ে প্রচার শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রকের কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংগঠন ও সরকারি দপ্তরে তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে মতামত লিখিত ভাবে চাওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে মন্ত্রক দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি ও রায়গঞ্জের কিছু এলাকার তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করেছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য গতবছর শিলিগুড়িতে জি টোয়েন্টি শীর্ষ বৈঠকের পরেই পর্যটন মন্ত্রক উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে।

গ্রামজুড়ে জল সঙ্কট, রাস্তায় হাঁড়ি কলসি নামিয়ে পথ অবরোধ মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ গরম পড়তেই তীব্র জল সঙ্কট শুরু হয়েছে বাঁকুড়া জুড়ে। বাঁকুড়ার খাতড়ায় নলবাহিত পানীয় জল তো মিলছেই না, গ্রামের একমাত্র নলকূপটিও বিকল। বারবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরে অভিযোগ জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। অগত্যা গ্রাম থেকে দল বেঁধে গাড়ি ভাড়া করে মহকুমা শহরে গিয়ে রাস্তায় হাঁড়ি- কলসি নামিয়ে অবরোধ-বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকার মহিলারা। অবরোধের জেরে সোমবার খাতড়া রানীবাঁধ রাজ্য সড়কে যান চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের পিঠাবাইদ গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। অভিযোগ, গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন বসানো হলেও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের টালবাহানায় সেই পাইপ লাইন দিয়ে জল মেলে না। গ্রামে একমাত্র ব্যবহার যোগ্য নলকূপ থেকে কোনওক্রমে পানীয় জল সংগ্রহ করতেন গ্রামের ৭০ থেকে ৮০ টি পরিবার। কিন্তু, সম্প্রতি সেই নলকূপটিও বিকল হয়ে পড়েছে। ফলে কার্যত নির্জলা হয়ে পড়েছে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের পিঠাবাইদ গ্রাম। ভোটের আগে পানীয় জলের তীব্র হাহাকারে গ্রামের মানুষের ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। গ্রামের লোকজনের অভিযোগ, সব দেখে শুনেও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন। সে কারণেই বাধ্য হয়ে তাঁরা প্রতিবাদের রাস্তায় হাঁটছেন।

জলঢাকা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু তরুণের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটা ব্লকের জলঢাকা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল এক তরুণের। পুলিসসূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম শোভিত ছেত্রী (১৯)। বাড়ি বিন্নাগুড়ির ৩ নম্বর সরুগাঁও বস্তিতে। গত বছর ৯ এপ্রিল নদীর ঠিক সেখানেই নাগরাকাটার বিজয় নগরের সুবিত ওরাওঁ নামে নবম শ্রেণির এক ছাত্রের তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয়। এদিনের ঘটনার পর যে জায়গায় বারবার এমনটা ঘটছে, সেখানে স্নান করা নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি উঠতে এবার শুরু করেছে এলাকায়। ব্লক প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক রণিত বিশ্বাস বলেন, দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রের খবর, রবিবার দুপুরে শোভিত - সহ মোট ৬ জন জলঢাকায় স্নান করতে যান। সেই সময় হঠাৎই তলিয়ে যায় শোভিত। বিষয়টি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নদীতে ঝাঁপ দেন সুলকাপাড়ার সুরেশ ওরাওঁ, রসিদুল হক ও সৈদয় আলি নামে তিন ব্যক্তি। বিকেল নাগাদ তাঁরা শোভিতকে উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে শোভিতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। স্থানীয় মানুষ এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে সাধারণত স্নান করে থাকেন। স্নান ছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে নদীকে ব্যবহার করেন। তবে কখনও কখনও কোনও নদীতে কোনও বিপদ থাকে। ভাঙাচোরা ঘাট, জলের তলার গোপন কোনও গর্ত বা খাদ, অতর্কিত ঢাল-- এসবের কারণে সেই সব স্থানে নামা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। জলঢাকার এই অংশে কী সমস্যা, তা নিয়ে এখন স্থানীয় মানুষ থেকে প্রশাসন উদ্বিগ্ন।

দক্ষিণ-পূর্ব রেল ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকর জন্মবার্ষিকী পালন করে

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতর, গার্ডেন রিচ-এ ভারতরত্ন ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়।

শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ড. বি. আর. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং এই মহান স্বপ্নদ্রষ্টাকে শ্রদ্ধা জানান। গৌরবময় অনুষ্ঠান চলাকালীন, শ্রী এ.কে. দুবে, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, ড. মহুয়া ভার্মা, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার, অন্যান্য প্রধান বিভাগীয় প্রধান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও ড. ভারতীয় সংবিধানের জনক আম্বেদকর। কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং এসসিএসটি এবং বিভিন্ন সমিতির প্রতিনিধিরা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জলপাইগুড়ি ছাড়াও সেখানকার আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় গত ৩১ মার্চের ঘূর্ণিঝড়ে মোট কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা বিস্তারিত জানার জন্য নতুন একটি সরকারি প্রতিনিধি দলকে তিন জেলায় পাঠানো হচ্ছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। সেই সংক্রান্ত সমীক্ষা রিপোর্ট হাতে আসার পরেই রাজ্য সরকার পরবর্তী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ শুরু করবে। উল্লেখ্য এর আগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আদর্শ আচরণবিধি মেনে রাজ্য সরকার প্রথম দফায় ক্ষতিগ্রস্তদের কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-ওপেন টেন্ডার নং ঃ এমপি-কেজিপিডব্লু-৩এসএলডি-২৪-০৩, তারিখ ১২.০৪.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রড.)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দঃপূঃরেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ওয়ার্কশপের কয়েল স্প্রিং স্ক্র্যাগিং অ্যান্ড লোড ডিফ্লেকশন টেস্টিং মেশিন (৩এসএলডি/৫) এর ০৩ (তিন) বছরের জন্য সিএএমসি। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১০,৯৯,২৮৮ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২২,০০০ টাকা (বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ২%)। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৬.০৫.২০২৪-এ দুপুর ৩টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in** **দ্রষ্টব্য ঃ** বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সমেত সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েব সাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।
(PR-36)

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ০১/২৪-২৫ তারিখঃ ১৫.০৪.২০২৪ স্টোর্স সামগ্রী সংগ্রহের জন্য। সকল বিবরণ সহ নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য ই-টেন্ডার ইতিমধ্যেই **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী, যদি থাকে, তবে তা কেবলমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার নং.	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০২২৩১৯৭৩এ	টিসিসিইউ-এর ডিজিটাল ইনপুট মডিউল	৩টি	২৪.০৪.২০২৪, দুপুর ২টো
০২২৩৫২৬৬এ	পাওয়ার কেবলস্	১) ১৮৫০৩ মিটার ২) ১৩৩৫ মিটার	০২.০৫.২০২৪, দুপুর ২টো
০১২৩১৯৬৩এ	প্যাসেঞ্জার সিট	৩ সেট	০৬.০৫.২০২৪, দুপুর ২টো
০১২৪৫০০৮	সার্কিট ব্রেকার ইউনিভার্সাল কারেন্ট ৪৪০ভি ডিসি, ৪০০ভি এসি, ১০কেএ	১) ৫০টি ২) ১০০টি ৩) ৫০টি ৪) ৫০টি ৫) ১০টি ৬) ২৫০টি	০৮.০৫.২০২৪, দুপুর ২টো

প্রিন্সিপাল সিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

NOTICE INVITING QUOTATION Bearing No. 01/2024-25

Sealed Quotation are invited by the Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, PWD, Purta Bhavan (1st floor), P.O.- Sadarghat, Burdwan from Bonafied Licensed Contractors having necessary credentials for doing similar nature of works in Govt. organizations.... Temp. EI work for CAPF Accommodation: Temporary Electrification Work for Accommodation of CAPF at Burdwan Sadar Police Station (2 nos) for Strong Room Guard in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024. (requisition received upto 15/04/2024, Phase-II). Last date of issue of Tender Papers is up to : 2 P.M on 22.04.2024. L/D of tender dropping 24.04.2024 (up to 2 P.M) & all tenders received will be opened shortly thereafter.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D.
Bardhaman Electrical Division

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

কেন ডাইনোসর একেক রকমের ছিল

বিশাল আকারের কোনো কিছুর কথা বোঝাতে অনেকেই ডাইনোসরের উদাহরণ দেন। কিন্তু সব ডাইনোসরের আকার কী একই ধরনের ছিল? না তা নয়, আকারে বেশ ভিন্নতা ছিল ডাইনোসরের। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব আলাস্কা ফেয়ারব্যাঙ্কস ও যুক্তরাজ্যের রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা ডাইনোসরের নানা ধরনের আকার নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁদের নতুন গবেষণা জার্মান জীববিজ্ঞানী বার্গম্যানের সূত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

কার্ল বার্গম্যান ১৮৪৭ সালে পরিবেশ ও প্রাণীর বিকাশ সম্পর্কে এই সূত্র প্রকাশ করেন। তাঁর সূত্র অনুসারে, পেঙ্গুইন যত শীতল এলাকায় থাকে, তত আকারে বড় ও ওজনে ভারী হয়। বাস্তবেও তা দেখা যায়। এই নীতি অনুসারে যেসব প্রাণী যে উচ্চ-অক্ষাংশে থাকে শীতল জলবায়ুতে অবস্থান করে, তারা উষ্ণ জলবায়ুতে বসবাসকারীদের চেয়ে আকারে বড় হয়। সেই হিসাবে ডাইনোসরের আকার নিয়ে পুরোনো জীবাশ্ম থেকে নতুন তথ্য পাওয়া গেছে।

বার্গম্যানের সূত্র ডাইনোসরের জন্য প্রযোজ্য কি না, তা জানতেই গবেষণা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব আলাস্কা ফেয়ারব্যাঙ্কস ও যুক্তরাজ্যের রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা। এ বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র নেচার জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষক লরেন উইলসন বলেন, ডাইনোসর ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শরীরের বিভিন্ন আকারের বিবর্তনকে কেবল অক্ষাংশ বা তাপমাত্রার হিসাবে নির্ধারণ করা যায় না। বার্গম্যানের নিয়ম শুধু যেসব প্রাণীর শরীরের তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকে, তাদের জন্য প্রযোজ্য। একসময় মনে করা হতো, এসব কারণে ডাইনোসরের আকার ভিন্ন হতো। বিষয়টি বুঝতে বিভিন্ন জীবাশ্ম রেকর্ডের তথ্য বিশ্লেষণ করে ডাইনোসরদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

গবেষণার সময় বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে উত্তরের আলাস্কার বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া ডাইনোসরের তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। এসব এলাকার ডাইনোসর তুষারপাতের মুখোমুখি হতো। পরিবেশ ভিন্ন হলেও গবেষকেরা আর্কটিকের ডাইনোসরদের দেহের আকারে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি খুঁজে পাননি।

আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরের গবেষক প্যাট ড্রাকেনমিলার বলেন, আধুনিক বাস্তুতন্ত্র বুঝতে অতীতের বিবর্তনের

তথ্য বিশ্লেষণ করতে হবে। অতীতের দিকে তাকিয়ে বুঝতে হবে, কীভাবে বর্তমান প্রাণীরা এমন আকার পেয়েছে।

জীবাশ্মবিদেরা এখনো নিশ্চিতভাবে জানেন না, কেন ডাইনোসর একেক রকমের ছিল। বহুল প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, বড় শরীর শিকারিদের হাত থেকে রক্ষা করে। আবার আকার বড় হলে শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায় সহজভাবে। এসব কারণে বড় আকারের ডাইনোসরের বিকাশ ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়।

খোঁজ মিলল অজানা প্রাণীর

বিখ্যাত তিন গোয়েন্দা সিরিজের ‘কঙ্কাল দ্বীপ’ বইটি অনেকেই পড়েছেন। দ্বীপ নিয়ে ড্যানিয়েল ডিফোর উপন্যাস রবিনসন ক্রুসোর গল্প পড়েও একাকী দ্বীপের রোমাঞ্চের দেখা পান অনেকেই। রোমাঞ্চকর অভিযাত্রার দুনিয়ায় ইস্টার দ্বীপ’ (চিলির একটি দ্বীপ) আলোচিত নাম। ইস্টার দ্বীপে প্রায় এক হাজার দণ্ডায়মান মূর্তি আছে। বিখ্যাত এসব মূর্তি ‘মোয়াই’ নামে পরিচিত। এই দ্বীপের আশপাশে সমুদ্রের নিচে অদ্ভুত সব প্রাণীর খোঁজ পাওয়া গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ইস্টার দ্বীপটি ‘রাপা নুই’ নামেও পরিচিত। সম্প্রতি দ্বীপটির আশপাশে সমুদ্রের নিচে অভিযান চালিয়ে ১৬০টি প্রজাতির প্রাণীর খোঁজ পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের শ্মিডিচ ওশান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, খোঁজ পাওয়া প্রাণীগুলোর মধ্যে প্রায় ৫০টিই অজানা। এখানে গভীরতম সালোকসংশ্লেষণনির্ভর প্রাণীরও খোঁজ পাওয়া গেছে। প্রাণীটির নাম লেপ্টোসারিস বা বলি প্রবাল। উড়ন্ত স্প্যাগেটি দানব বা বাথিফাইসা কনিফেরা উজ্জ্বল গভীর সমুদ্রের ড্রাগনফিশ নামের দুটো প্রাণীরও দেখা মিলেছে। ৮০০ থেকে ১ হাজার ২০০ মিটার জলের নিচে থাকা একটি ডুবো পাহাড়ে এসব প্রাণীর বসবাস। চিলির ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী জাভিয়ের সেলানেস বলেন, ‘দুটি অভিযানের সময় আমরা আশ্চর্যজনক আবাসস্থল ও প্রাণীর খোঁজ পেয়েছি। নাজকা ও জুয়ান ফার্নান্দেজ পর্বতমালাসহ মোট ১০টি সামুদ্রিক পর্বতের কাছে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে এ গবেষণা চালানো হয়। ছয়টি পর্বতে আগে কখনোই বৈজ্ঞানিক জরিপ পরিচালনা করা হয়নি।’ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস রিও গ্র্যান্ডে ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদ্রিক বিজ্ঞানী ইরিন ই ইস্টন বলেন, ভূপৃষ্ঠের পর্বতের মতো সমুদ্রের পর্বতে স্বতন্ত্র বাস্তুতন্ত্র দেখা যায়। প্রাকৃতিক সম্পদ, অজানা সামুদ্রিক প্রজাতি আর জলবায়ু সম্পর্ক জানতে এ ধরনের গবেষণা নতুন প্রজাতির প্রাণীর খোঁজ দিচ্ছে।

সূত্রঃ লাইভ সায়েন্স

আত্মঘাতী যুবক

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ১৫ এপ্রিল ঃ গোমতি জেলার শালগড়া রেল ব্রিজ এলাকায় রেলওয়ে লাইনে আত্মঘাতী এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার ভোরে। নিহত যুবকের নাম মণির হোসেন। বয়স আঠারো বছর। পুলিশ দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠিয়েছে। জানা গিয়েছে, বাবামায়ের ঝগড়াবিবাদের জেরে মণির হোসেন আত্মঘাতী হয়েছে।

রবিবার রাতে বাড়িতে মা ও বাবা প্রচণ্ড ঝগড়া করেছিলেন। তাতে সে মনোক্ষুণ্ণ হয়। ভোরে সাব্রুমগামী ট্রেনের নীচে ঝাঁপ দিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। মণির হোসেন এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। তার বাড়ি কাকড়াবন থানার অধীন কিশোরগঞ্জ এলাকায়। সোমবার সকালে ট্রেন চলে যাওয়ার পর স্থানীয় পরিচিত মানুষজন তার কাটা মৃতদেহ দেখে পরিবারের লোকজনকে খবর দেন।

নতুন বছরে দুস্থ মানুষদের পাশে মানসী

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ১৫ এপ্রিলঃ মানসী দা হিলিং টাচ এর ব্যবস্থাপনায় নতুন বছরে প্রায় পঞ্চাশ জন দুস্থ মানুষদেরকে মশারি থেকে শুরু করে বিস্কুট, মুড়ির প্যাকেট ইত্যাদি দেওয়া হয়। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রামে এই বিতরনপর্ব চলে। এর পাশাপাশি বিশেষ করে দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও পেন, পেন্সিল খাতা দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে গ্রামের বাসিন্দা চিকন ভক্তা ও অনিল ভূঁঞ্যা বলেন, ‘এমন সময় এই দান আমাদের দরকার ছিল। সেটা মানসী দা হিলিং টাচ এর ব্যবস্থাপনায় আমরা পেয়েছি।’ মানসী দা হিলিং টাচ সুন্দরবনের বুকে সাড়া ফেলে দিয়েছে। বিশেষ করে সুন্দরবনে পিছিয়ে পড়া দুস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য তারা বিভিন্ন জায়গায় কম্পিউটার দিয়েছে। এমন কি

সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্নত ধরনের পাঠশালা। এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই প্রতিমাসে কলারশিপ প্রদান করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে রনজিত মন্ডল বলেন, ‘মানসী দা হিলিং টাচ একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ২০০৬ সাল থেকে এর পথচলা শুরু। এই প্রতিষ্ঠান সুন্দরবনের বুকে দুস্থ অসহায় মানুষজনদের শুধু নয়, দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশেও দাঁড়িয়েছে। নতুন বছরে আমরা কিছু মানুষকে আমরা সাহায্য করেছি এবং আগামীদিনেও আরো বেশি বেশি করে মানুষদের সাহায্য করব।’

মঙ্গলবার অসমে প্রধানমন্ত্রী মোদী, জারি ট্রাফিক বিধি

গুয়াহাটি, ১৫ এপ্রিল ঃ আগামীকাল মঙ্গলবার অসমে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে রাজ্যের পুলিশ প্রশসন জারি করেছে ট্রাফিক বিধি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর অসম সফরের পরিপ্রেক্ষিতে গুয়াহাটি ট্রাফিক পুলিশ সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা ব্যবহারকারী যেমন শিশু, ছাত্রছাত্রী, মহিলা, প্রবীণ নাগরিক, রাস্তায় বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ট্রাফিক পুলিশ।

যানবাহন চলাচলের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলি যথাক্রমে (১) আগামীকাল ১৬ এপ্রিল বিকাল ৩.০০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত গুয়াহাটি শহরের ডিজি রোড, এমজি রোড, বি বরুয়া রোড, জিএনবি রোড, জিএস রোড এবং ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সব ধরনের বাণিজ্যিক পণ্যবাহী যানবাহন চালানো সীমাবদ্ধ থাকবে। (২) আগামীকাল ১৬ এপ্রিল বিকাল ৩.০০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ডিজি রোড, এমজি রোড, বি বরুয়া রোড, জিএনবি রোড এবং জিএস রোডে ধীরগতির যানবাহনগাড়ি চালানো সীমাবদ্ধ থাকবে।

হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি ও হাপা-নাহরলগুনের মধ্যে সামার স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ১৫ এপ্রিলঃ গ্রীষ্মের সময় যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান ভিড় সামলাতে ১৭ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি ও হাপা-নাহরলগুনের মধ্যে উভয় দিক থেকে এগারোটি করে ট্রিপের জন্য দুই জোড়া সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৩০২৭ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি) ১৭ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার হাওড়া থেকে ২৩.৫৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১০.৪৫ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেন ০৩০২৮ (নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) ১৮ এপ্রিল থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১২.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০০.১০ ঘণ্টায় হাওড়া পৌঁছবে। ২২টি কোচ নিয়ে গঠিত

এই স্পেশাল ট্রেনটি উভয় দিক থেকে যাত্রার সময় বান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, আজিমগঞ্জ জং., মালদা টাউন, কিষানগঞ্জ হয়ে চলাচল করবে। অন্য আরেকটি সামার স্পেশাল ট্রেন নং. ০৯৫২৫ (হাপা-নাহরলগুন) ১৭ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার হাপা থেকে ০০.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে শুক্রবার ১৬.০০ ঘণ্টায় নাহরলগুন পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেন নং. ০৯৫২৬ (নাহরলগুন-হাপা) ২০ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার নাহরলগুন থেকে ১০.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ০০.৩০ ঘণ্টায় হাপা পৌঁছবে। ২২টি কোচ নিয়ে গঠিত এই স্পেশাল ট্রেনটি উভয় দিক থেকে যাত্রার সময় রাজকোট, আহমেদাবাদ, রতলাম, উজ্জয়ন, রুথিয়াই জং., গোয়ালিয়ড়, প্রয়াগরাজ জং., বারাণসী, ছাপরা জং., হাজিপুর জং., বারাউনী জং., কাটিহার জং., নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ বঙাইগাঁও, রঙিয়া, রাঙাপাড়া নর্থ হয়ে চলাচল করবে।

এই রুটগুলিতে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা গরমের সময় স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণের জন্য এই স্পেশাল ট্রেনগুলির সুযোগ নিতে পারবেন। এই স্পেশাল ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মিডডে মিলে স্পেশাল মেনুর নির্দেশ বাড়তি অর্থ বরাদ্দ ছাড়াই, ক্ষোভ

ক্যানিং, ১৫ এপ্রিল ঃ রাজ্য জুড়ে নতুন বছরের প্রথম স্কুলের দিনে স্পেশাল মেনুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য শিক্ষা দফতরের তরফে। সমস্ত স্কুল, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র সর্বত্রই স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য সোমবার দুপুরের খাবারে বাড়তি সংযোজন করতে বলা হয়েছে স্পেশাল মেনুর। তবে এর জন্য কোন বাড়তি অর্থ বরাদ্দ স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফ থেকে করা হবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই নির্দেশিকায়। এতেই ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে শিক্ষক, শিক্ষিকাদের মধ্যে।

নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সোমবার সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের, বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মিড-ডে মিলের বিশেষ মেনু পরিবেশন করতে হবে, স্পেশাল মেনু বলতে প্রতি দিনের রুটিন মেনু ব্যতীত কিছু করতে হবে যেমন মাংস, ফল ও মিষ্টি, পায়েস ইত্যাদি। নিজেদের সুবিধা মত করে এই মেনু করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি রান্না ও বাচ্চাদের খাওয়ার ছবি তুলে পাঠাতে হবে দুপুর তিনটের মধ্যে। এই নির্দেশিকা পেয়ে বহু স্কুল নিজেদের সাধ্যমত এদিন স্পেশাল মেনু করার চেষ্টা করছে, আবার অনেক স্কুলই বাড়তি কিছুই করতে পারেনি। ক্যানিং কুমারশা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এদিন পড়ুয়াদের জন্য ডিম ভাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের জন্য পায়েস রান্না করা হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাপস কুমার মন্ডল বলেন, ‘‘ আজ সকালেই মোবাইলে এই সার্কুলার পাই। এরপর স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ফোন করে বিষয়টা জানাই। এদিন ডিমভাতের পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য পায়েস রান্নার ব্যবস্থা করা হয়। ক্যানিং রায়বাঘিনী অবৈতনিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক রতন মণ্ডল বলেন, ‘‘ আমরা আজ শুধু ডিম ভাতই খাওয়াতে পেরেছি। ১৭৭ জন পড়ুয়া আমাদের হটাৎ করে এই নির্দেশিকা এসেছে, বাড়তি কোন খরচও মিলবে না। তাই অন্য কোন স্পেশাল মেনু করতে পারিনি। চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালি বলেন, ‘‘ এদিন বাচ্চাদের জন্য ডিম ভাতের পাশাপাশি এঁচোর চিংড়ি, ফল, দই, মিষ্টির ব্যবস্থা করেছিলাম।

Name Change
I, Antara Banerjee (old name) W/O Arghya Sengupta, residing at Moonlit Heights Flat-3C, Kamalgazi, Narendrapur, Dist:- South 24 Pgs, Pin-700103, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Antara Sengupta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/04/2024. Antara Sengupta (new name) and Antara Banerjee (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Mohammad Subhan Alam (old name) S/O Nasir Ali, residing at 36 Jaya Bibi Road, Belur Math, Bally Municipality, Howrah- 711107, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Subhan Ali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/04/2024. Subhan Ali (new name) and Mohammad Subhan Alam (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Amarjit Mondal (old name) S/O Late Bankubihari Mondal, residing at Chapati, Uttarbandh, Dari Ajodhya, P.S.- Daspur, West Medinipur, Pin- 721212, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Amarajit Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/04/2024. Amarajit Mondal (new name) and Amarjit Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I SAMIR KR ROY, S/O NIRANJAN ROY, R/O CHAKDAHA, KAMALPUR, RANAGHAT, PIN-741222, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMIR KUMAR ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024, THAT SAMIR KR ROY AND SAMIR KUMAR ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RITA DIPANKAR GANGULY, W/O DIPANKAR GANGOPADHYAY, R/O 57/4, B T ROAD, DK B GREEN, FLAT 2B, SINTHI POLICE STATION, KOLKATA -700002, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RITA GANGULY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024, THAT RITA DIPANKAR GANGULY AND RITA GANGULY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Tarun Mondal (old name) S/O Amarajit Mondal, residing at Chapati, Uttarbandh, Dari Ajodhya, P.S.- Daspur, West Medinipur, Pin- 721212, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Tarun Kumar Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/04/2024. Tarun Kumar Mondal (new name) and Tarun Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, (Old Name) MD RUHUL S/o- FAIJUDDIN, Residing at Vill- Satmara, Post- Pirganj, Ps - Pukhuria, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD RUHUL To RUHUL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RUHUL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, RUHUL and MD RUHUL both are Same and one identical person.

Name Change
I SUNIL KUMAR CHOUDHARY, S/O- NARMAL CHOUDHARY, R/O- TOWER-3, FL-31B, RARE EARTH 93, NARKELDANGA MAIN ROAD, KOLKATA, PIN-700054, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNIL CHOUDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024, THAT SUNIL KUMAR CHOUDHARY AND SUNIL CHOUDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Manoj Saha (old name) S/O Late Mohini Mohan Saha, residing at Indrani Apartment, 4 Sambhu Nath Das Lane, Sinthee, P.S.- Baranagar, Kolkata, Pin- 700050, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Manoj Kumar Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/04/2024. Manoj Kumar Saha (new name) and Manoj Saha (old name) both are same identical person.

Name Change
I SK FEROZ,SON OF LATE SK MUSTAFA,SON OF SK MUSTAFA, RESIDING AT 105, S.A. FAROOQUE ROAD, PO-GARDEN REACH,PS-METIABURZ, KOLKATA -700024, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK FIROZ VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024.THAT SK FEROZ AND SK FIROZ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I BORJAHAN MOLLA, S/O- MD ALI MOLLA, R/O- GABBARIA, DOSATINA, PS-BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BARJAHAN MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024, THAT BORJAHAN MOLLA AND BARJAHAN MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SK AFZAL HOSSAIN & SK AFJAL HOSSIAN, S/O SK ABDUL BARIK, R/O 129, B C ROAD, BARABAZAR, TIN MARKET, PURBA BARDHAMAN - 713101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK AFJAL HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT SK AFZAL HOSSAIN & SK AFJAL HOSSIAN AND SK AFJAL HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, (Old Name) ABDUS SAMAD MIR S/o- NEPAL MIR, Residing at Vill- Sonatala, Post- Rupdaha, Ps - Krishnanagar, Dist- Nadia, Pin- 741140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ABDUS SAMAD MIR To ABDUL SAMAD MIR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL SAMAD MIR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, ABDUL SAMAD MIR and ABDUS SAMAD MIR both are Same and one identical person.

Name Change
I SEKH YEAR MOHAMMAD, S/O SK SAFAR ALI, R/O VILL HATPUKUR PURBA PARA, PO JANAI, PS CHANDITALA, HOOGHLY -712304, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK IYAR MAHAMMAD, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024, THAT SEKH YEAR MOHAMMAD AND SK IYAR MAHAMMAD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sahid (old name) S/O Abdul Wahid, residing at 46E/H/1, Gora Chand Road, Beniapukur, Kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) . Md Shahid (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/04/2024. Md Shahid (new name) and Sahid (old name) both are same identical person.

Name Change
I, (Old Name) ALAMGIR S/o- HOSSAIN SK, Residing at Vill- Budhurpara, Post- Jinnatpara, Ps - Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin- 742308, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ALAMGIR To ALAMGIR SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ALAMGIR SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, ALAMGIR SEKH and ALAMGIR both are Same and one identical person.

Name Change
I SORAIYA BIBI, W/O BODORUDDIN MOLLAH, R/O MIRPUR PASCHIMPARA, DANKUNI, CHANDANNAGAR, HOOGHLY -712250, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAIYA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024, THAT SORAIYA BIBI AND SURAIYA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Ajay Krishna Acharya S/o Vijay Krishna Acharya R/o 37/Q, Raja Manindra Road, Belgachia, Kolkata-700037, W.B., India shall henceforth be known as Ajay Krishan Acharya. I declare that Ajay Krishan Acharya and Ajay Krishna Acharya is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 15-04-2024.

Name Change
I, (Old Name) BIJOY HALDER S/o- DEBICHARAN HALDER, Residing at Vill- Dhusaripara, Post- Nimtita, Ps - Samserganj, Dist- Jangipur, Pin- 742224, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BIJOY HALDER To BIJAY CHAND HALDER (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BIJAY CHAND HALDER in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, BIJAY CHAND HALDER and BIJOY HALDER both are Same and one identical person.

Name Change
I SK ASLAM HOSSIAN, S/O SK AFJAL HOSSAIN, R/O 129, B C ROAD, BARABAZAR , TIN MARKET, PURBA BARDHAMAN -713101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ASLAM HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT SK ASLAM HOSSIAN AND SK ASLAM HOSSAIN, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Shilpi Chakraborty (Old Name) D/o Nakuleswar Chakraborty W/o Sankalpa Roy Residing at Mahendra Nagar, Panihati (M), Natagarh, North 24 Parganas, W.B- 700113 , India shall henceforth be known as Shilpi Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15-04-2024. Shilpi Chakraborty (Old Name) and Shilpi Roy (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I TUSHAR AGARWAL, S/O VIRENDRA KUMAR VAISH, R/O 23, BAKER ROAD, PS ALIPORE, KOLKATA -700027, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TUSHAR VAISH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024, THAT TUSHAR VAISH AND TUSHAR AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SK ASLAM HOSSIAN, S/O SK AFJAL HOSSAIN, R/O 129, B C ROAD, BARABAZAR , TIN MARKET, PURBA BARDHAMAN -713101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ASLAM HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2024, THAT SK ASLAM HOSSIAN AND SK ASLAM HOSSAIN, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Md Shabuddin S/o Late Md Sayeed R/o 346/2, G.T. Road, P.O. + P.S.- Shibpur, Dist.- Howrah, Pin-711102 that my deceased father who previously known as Late Md Sahzed shall henceforth be known as Late Md Sayeed. I declare that my deceased father Late Md Sayeed and Late Md Sahzed is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 15-04- 2024.

Name Change
I JAFOR ALI MONDAL, S/O LOCKMAN MONDAL, R/O WORD 4, AKDANGA DANKUNI, COAL COMPLEX, CHANDANNAGAR, PIN-712310, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAFAR ALI MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024, THAT JAFOR ALI MONDAL AND JAFAR ALI MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SEFALI RANI BERA, DAUGHTER OF GANGADHAR BERA, WIFE OF AMRITLAL GIRI, D.O.B-03/08/1977, RESIDING AT VILL-BARCHUNPARA, PO-DEULBARH, PS-MARISHDA, EAST MEDINIPUR -721427, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEFALI GIRI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024.THAT SEFALI RANI BERA AND SEFALI GIRI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Diviya Dhillon (old name) wife of Karan Singh Dhillon presently residing at 1/C, Mandeville Garden, Ballygune, Kolkata -700019, West Bengal, henceforth be known as Diviya Murarka (new name) as declared before the Notary Public Kolkata, vide Affidavit No. 24/24 dated 08/04/2024. That Diviya Dhillon (old name) and Diviya Murarka (new name) both are same and identical person.

Name Change
I MOHAMMAD KHALID, S/O- SK ABDUL SAMAD, R/O- B-3/6/B,1, GULZAR BAGH MAKAL HATI, PO.-BIDHANGARH, DIAMOND HARBOUR, PIN- 700066, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD KHALID,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024, THAT MOHAMMAD KHALID AND MD KHALID ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I JENNIFER CHU AND JENNIFER LILY CHU, DAUGHTER OF YING WAH CHU, RESIDING AT 114D MATHESWARTALA ROAD,PO-GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA -700046, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LILY JENNIFER CHU VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 09/04/2024.THAT JENNIFER CHU AND JENNIFER LILY CHU ALSO LILY JENNIFER CHU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Saboo Shriya Sushilkumar alias Shriya Sushilkumar Saboo (Old Name) D/o Sushilkumar Shyamsundar Saboo W/o Akhil Lahoti Residing at Aakriti Apartment Flat No 2B, 2/5 Roy Bahadur Road, VTC+ PO- Behala Dist- Kolkata, W.B- 700034 , India shall henceforth be known as Shriya Lahoti (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15-04-2024. Saboo Shriya Sushilkumar and Shriya Sushilkumar Saboo (Old Name) and Shriya Lahoti (New Name) all are same and one identical person.

Name Change
I AATARUNA BIBI W/O LATE SK TAMIJUDDIN, RESIDING AT VILL- ROUTRAPUR, PO-SAGARESWAR, PS-RAMNAGAR, DIST-EAST MEDINIPUR, PIN-721446 WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ATARUN BEOYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THA NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 15/01/2024.THAT AATARUNA BIBI AND ATARUN BEOYA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sk Fakruddin (old name) S/O Sk Kallu, residing at 1/E/H/11, Ibrahim Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Fakruddin (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/04/2024. Md Fakruddin (new name) and Sk Fakruddin (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Khushbu Goyal (পুরাতন নাম) পিতা Anand Kumar Goyal ঠিকানা AD 229, Salt Lake, Sector-I, Bidhannagar, 24 pgs. (N), Pin-700064 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 15-04-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kkhusbu Goyal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kkhusbu Goyal (নতুন নাম) ও Khushbu Goyal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I ANANTA KUMAR PAUL, S/O KALIPADA PAUL, R/O PATULI SHIBTALA, MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700155, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANANTA PAUL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024, THAT ANANTA KUMAR PAUL AND ANANTA PAUL, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOUSUMI DUTTA, W/O KUNAL DUTTA, R/O S.G. APPT,17, B.T. ROAD, NEAR SWADESHI MORE, PO PANIHATI, PS KHARDA, DIST BARRACKPORE - 700114, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUSUMI GHOSH DUTTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024, THAT MOUSUMI DUTTA AND MOUSUMI GHOSH DUTTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Piyali Dutta (পুরাতন নাম) স্বামী Jay Dutta ঠিকানা 2A/7, Maxmuller Path, P.O.- City Centre, Paschim Bardhaman, Pin-713216 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 15-04-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Piyali Dutta Choudhury (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Piyali Dutta Choudhury (নতুন নাম) ও Piyali Dutta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I ANTARA BANERJEE, W/O ARGHYA SENGUPTA, R/O MOONLIT HEIGHTS, FLAT 3C, KAMALGACHI , RAJPUR, PS SONARPUR, BARUIPUR, PIN-700103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANTARA SENGUPTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/04/2024, THAT ANTARA SENGUPTA AND ANTARA BANERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Md Sabiruddin Gazi (old name) S/O Md Yakub Gazi, residing at Vill- Rajipur Dalal Para, P.O. & P.S.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs, Pin-743426, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sabiruddin Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/04/2024. Sabiruddin Gazi (new name) and Md Sabiruddin Gazi (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Mita Pal (পুরাতন নাম) স্বামী Arnab Pal ঠিকানা 170, Arabinda Sarani, P.O.- Bedon Street, P.S.- Burtala, Kolkata-700004 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 15-04-2024 এর Affidav দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mita Sadhu (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mita Sadhu (নতুন নাম) ও Mita Pal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

তৃণমূলকে নাচানাচি করে লোক ডাকতে হচ্ছে, আমাদের দেখে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে জড়ো হচ্ছে মানুষ ঃ দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ এপ্রিল ঃ প্রতিদিনই জনসংযোগে বেরিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে যাচ্ছেন বর্ধমান - দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সোমবারও এর ব্যতিক্রম হল না। উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের সাথে নৃত্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা মেলানো প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, ওদের লোকজনকে ডাকতে নাচানাচি করতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীও নাচছেন, বর্ধমানের প্রার্থীও নাচানাচি করে লোক জড়ো করার চেষ্টা করছেন। রাস্তার ধারে নাচ-গান, ম্যাজিক দেখিয়ে লোক জোড় করতে দেখা যায়, ওদেরও তাই করতে হচ্ছে। আর আমাদের দেখলেই রাস্তার লোক জমা হয়ে যাচ্ছে, এটাই পার্থক্য। আমি তো সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করছি, ক্রিকেট খেলছি তাতেই লোক জমা হয়ে যাচ্ছে, ওদের তো টাকা খরচ করে রোড- শো করতে হচ্ছে। দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সারাদেশ বা বাংলাদেশ থেকে কাউকে এনে প্রচার করুক তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রচারে তিনিই একাই ১০০ বলে এদিন দাবী করেন বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী। প্রত্যেকদিনের মতো সোমবারও প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বর্ধমানের দামোদর নদীর পাশে মাঠে হাজির হন। এদিন দামোদরের চড়ে চলছিল ছট-পুজো, তিনি পুজোয় অংশ নিয়ে ভক্তদের কিছুক্ষন সময় কাটিয়ে সেরে নেন জনসংযোগ। এরপরই প্রত্যেকদিনের মতো মাঠে হাঁটলেন। হাঁটার পরেই স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় মাতলেন দিলীপ ঘোষ। ব্যাট হাতে মাঠে কিছুক্ষন মাঠ দাপানোর পরেই বল হাতে নেমে পড়েন তিনি, করলেন বেশ কয়েকটি বল। বেশ কিছুক্ষন ক্রিকেট খেলার পরেই শহরের তেলিপুকুর এলাকায় চা-চক্রে যোগ তিনি। ক্রিকেটে অলরাউন্ডার প্রশ্নে দিলীপ ঘোষের সোজাসাপটা উত্তর, আমি রাজনীতিও করতে এসেছি,তা করছি। ব্যাট, বল, ক্যারেটে, রাজনীতি সব কিছুই করতে পারি, তাই অনেকেই আমার সামনে আসতে ভয় পায় বলে বিরোধীদের উদ্দেশ্য কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন। পাশাপাশি তিনি দাবী করেন, পঞ্চায়েতে ভোট তো স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও গুন্ডা দিয়ে লুঠ হয় বলেই বিজেপি জিততে পারে না, আগামী পঞ্চায়েতে গুন্ডাদের বাড়ি থেকেই বেরহতে দেবো না বলে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর আরো দাবী, বিজেপির মধ্যে তৃণমূলের মতো ক্ষোভ-বিক্ষোভ নাই, তৃণমূলের সংগঠন বলতে পুলিশ ও গুন্ডা। এপ্রিল মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করুন টিএমসি, সিপিএম, কংগ্রেস ও বিজেপির জন্য বের হবে এবং এবারে বুথে বুথে বিজেপির কর্মী থাকবে, বাইরে থেকে কেউ গেলে বাকিটা আমরা বুঝে নেবো বলে বর্ধমান শহরের তেলিপুকুরে চা-চক্রের আড্ডা থেকে জানান দিলীপ ঘোষ।

বাংলায় বিজেপির সংকল্পপত্র প্রকাশ করলেন সুকান্ত মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৫ এপ্রিল ঃ বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রথম কাজ হবে দুর্নীতি বন্ধ করা। সোমবার রাজ্য বিজেপির তরফে ইস্তাহার প্রকাশ করে এমনটাই দাবি করলেন সুকান্ত মজুমদার। সোমবার দুপুরে বালুরঘাটে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে সংকল্পপত্র প্রকাশ করেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সংকল্পপত্রে কোন কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, সেইসব তুলে ধরেন তিনি। সুকান্ত বলেন, 'এবারে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সবার প্রথম কাজ হবে দুর্নীতি বন্ধ করা। মোদীর সেই মহান উক্তি 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা' অর্থাৎ 'ঘুষ খাবো না, কাউকে খেতেও দেব না', তা বাংলাতেও কার্যকরী হবে।' এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ী, জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী আরও অনেকে। উল্লেখ্য, রবিবারই লোকসভা নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে বিজেপির তরফে। যদিও বিজেপির তরফে এটিকে সংকল্পপত্র বলা হয়েছে। সেখানে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেও দাবি করা হয়েছে।

প্রসূতির মৃত্যু ঘিরে চরম উত্তেজনা বসিরহাটে, কাঠগড়ায় নার্সিংহোম

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৫ এপ্রিল ঃ সন্তানসম্ভবাকে ভর্তি করা হয়েছিল বেসরকারি নার্সিংহোমে। পরে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হতেই বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় নার্সিংহোমের তরফে এমনই অভিযোগ। এলাকাবাসীর বিক্ষোভ বেসরকারি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। তবে এই বিষয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বদর তলা এলাকার ঘটনা। একটি বেসরকারি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ উঠল। ঘটনায় রোগীর আত্মীয়য়- পরিজন নার্সিংহোমের সামনে বিক্ষোভ প্রতিবাদ শুরু করেন। পরিবার সূত্রে খবর, মৃতের নাম আসমা বিবি (৩৪)। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা থানার আজিজনগরের বাসিন্দা। প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে রবিবার সকাল ৯ টা নাগাদ বসিরহাটে বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। দুপুর ১টা ১৫ নাগাদ তিনি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। পরিবারের দাবি, সন্তান প্রসবের সময় আসমা সুস্থ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরাও তাঁর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, রাত দেড়টা নাগাদ নার্সিংহোমের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফোন যায় তাঁদের রোগী অবস্থা খারাপ। রোগীকে না বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। এই নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের আত্মীয়পরিজন। নার্সিংহোমের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ প্রতিবাদে করেন। অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যে বসিরহাটের স্বাস্থ্য জেলার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তার আগেই মৃত্যু হয় এই রোগীর। এর সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও দায় নেই। অপরদিকে, মৃত গৃহবধূর স্বামী শফিকুল গাজি বলেন, আমাদের না জানিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। রোগী সুস্থ ছিল। চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু হয়েছে। এর সঠিক তদন্ত করে উপযুক্ত শাস্তি চাই। তবে অভিযুক্ত নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গ্রামের মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন ডাক্তার সিলন সেখ

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১৫ এপ্রিল ঃ পড়াশোনা করে কেউ শিক্ষক কেউ বা চিকিৎসক হয়ে গ্রামের কথা অনেকেই ভুলে যান। কিন্তু সকলেই সমান নয়। গ্রামের মানুষের কথা ভেবে কলকাতা থেকে ছুটে এসে মানুষের পরিষেবা দিতে বিনামূলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে মানুষের মন জয় করলেন হোমিও প্যাথি চিকিৎসক মোহম্মদ সিলন সেখ। সোমবার মুর্শিবাদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসা করাতে কান্দির জীবন্তিতে আরোগ্য হোমিও ক্লিনিকে ভিড় জমালেন একাধিক রোগী। প্রসঙ্গত কলকাতার বিখ্যাত ডিএনদে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল - এর চিকিৎসক ডাক্তার মোহম্মদ সিলন সেখের বাড়ি কান্দির জীবন্তিতে। কৃষক পরিবার থেকে খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করে তিনি কলকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল এর চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে অনেকেই বলতে শোনা যায় চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেবা করব কিন্তু কজন রাখেন সে কথা। তবে হ্যাঁ এবার কেবমাত্র কথায় নয় বাস্তবে দেখা গেল গ্রামের অসহায় গরীব মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সোমবার জীবন্তিতে একটি চেম্বার শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক মোহম্মদ সিলন সেখ । ডা. মোহম্মদ সায়েদ, ডা. মোহম্মদ অকিল, ডা. সামিউল

আনসারি, ডা. আইনুল ইসলাম, ডা. আজমল হোসেন। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রোগীরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন বলে জানিছেন। কান্দির গোকর্ণের বাসিন্দা মাহমুদা খাতুন বলেন বাড়ির কাছে কলকাতার ডাক্তার তার উপরে ফ্রী চিকিৎসা ভাবতেই অবাক লাগছে। চিকিৎসক মোঃ সিলন সেখ বলেন কেবমাত্র একদিন নয় প্রতি সোমবার মানুষের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার।

বাসন্তী পুজোর ধূম নলহাটিতে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৫ এপ্রিল ঃ ১৫ এপ্রিল সোমবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের ভদ্রপুরে বাসন্তী পূজো উপলক্ষ্যে নবপত্রিকার স্নান ও ঘট ভরা শুরু হয়েছে। জানা যায়, সমাধি নামক বৈশ্যের সঙ্গে মিলে রাজা সুরথ বসন্তকালে ঋষি মেধসের আশ্রমে দেবী দুর্গার আরাধনা করেন। পরবর্তী কালে যা বাসন্তী পূজো নামে প্রসিদ্ধ হয়। আজ মহা সপ্তমী মহা ধুমধামে শুরু হয়েছে সকাল থেকে ভদ্রপুরে বাসন্তী ক্লাবে বাসন্তী পূজো। পূজো দেখতে ভিড় জমিয়েছেন এলাকাবাসীরা। এছাড়াও ব্লকের আরো বিভিন্ন গ্রামেও বাসন্তী পূজো মেতেছে গ্রামবাসীরা। পরে রাবণ বধের উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধন করেন এবং তখন থেকে দূর্গাপুজো শরৎকালে শুরু হয়। বাসন্তীপুজোর ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত। বাসন্তীপুজোর মহাষষ্ঠী পড়ছে ১৪ এপ্রিল দুপুর ৩.৪৬ মিনিট থেকে। সপ্তমী তিথি পড়ছে ১৫ এপ্রিল। তিথি শেষ হবে সেদিন দুপুর ৩.৫২ মিনিটে। বাসন্তীপুজোর অষ্টমী তিথি পড়ছে মঙ্গলবার ১৬ এপ্রিল। সেদিন বিকেল ৪.২৮ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। ১৭ এপ্রিল মহানবমী। সেদিন পড়ছে রামনবমী। তিথি শেষ হবে বিকেল ৫.৩৮ মিনিটে। দশমী তিথি ১৮ এপ্রিল বিকেল ৫.৩৮ মিনিটে শেষ হবে।

তিনটি বাথটাব তৈরি হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের

ঝড়খালি, ১৫ এপ্রিল ঃ গত কয়েকদিনের প্রচন্ড্র গরমে কার্যত নাজেহাল সাধারণ মানুষ। এই গরমের দাবদাহ থেকে বাঁচতে নানা ধরনের পরামর্শও দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। অন্যদিকে এই গরমে ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে থাকা বাঘেদের জন্যও ইতিমধ্যে এলাহি আয়োজন করেছে বন দফতর। এই পুনর্বাসন কেন্দ্রে থাকা তিনটি বাঘ যাতে কোনভাবেই গরমে কষ্ট না পায় সে জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁদের জন্য নানা আয়োজন কড়া হয়েছে। এই গরমে যাতে এই পুনর্বাসন কেন্দ্রে থাকা বাঘেরা কোন ভাবে কষ্ট না পায় সেই কারণে দু বেলা দীর্ঘক্ষণ ধরে পাইপের মাধ্যমে জল ছিটিয়ে তাদের স্নান করানো হচ্ছে। পাশাপাশি ভিটামিন সি ট্যাবলেট এবং ওআরএস জলে গুলে খাওয়ানো হচ্ছে এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের। অন্যদিকে ২৪ ঘণ্টা ধরেই বাঘেদের খাঁচার সামনে বিশালাকার স্ট্যান্ড ফ্যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব তো আছেন, তাছারাও বাঘেদের এনক্লোজারের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে বাথ টাব। এবার আরও নতুন তিনটি বাথ টাব তৈরি করা হচ্ছে বাঘেদের জন্য। এছাড়াও প্রাকৃতিক পুকুর রয়েছে বাঘেদের স্নানের জন্য। এনক্লোজারের মধ্যে ছায়ার ব্যবস্থা করতে ছাউনিও করা হয়েছে। বাঘেদের খাঁচার মধ্যে বড় বড় পাত্রে জল রাখা হয়েছে যাতে নিজেদের প্রয়োজন মত সেই জল খেতে পারে বাঘ। বাঘেদের শরীরকে শীতল রাখতে এই সমস্ত ব্যবস্থা করা হলেও তাঁদের খাবারের মেনুতে আপাতত অন্য কোন পরিবর্তন করা হয়নি বলেই বন দফতর সূত্রের খবর। ২৪ পরগনা বন বিভাগের ডিএফও মিলন কান্তি মণ্ডল বলেন, গত কয়েক বছর ধরে প্রচন্ড গরমের সময় বাঘেদের পরিচর্যার জন্য নানা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবারও পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

'বিজেপি জিতলে তোকে তুলে নিয়ে যাব', দুই সন্তানের মাকে হুমকি দিয়ে গ্রেফতার বিজেপি নেতা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৫ এপ্রিল ঃ তফসিলি মহিলাকে বাড়িতে ঢুকে হেনস্থার অভিযোগ। বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাওয়ারও হুমকি। গ্রেফতার অভিযুক্ত বিজেপি নেতা। ঘটনা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। অপরদিকে, বিজেপিও জানিয়েছে কোনওরকম অন্যায় তারা সমর্থন করবে না। হুগলির জাঙ্গীপাড়া থানা এলাকার ঘটনা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, পয়লা বৈশাখের রাতে এক যুবক তফসিলি এক মহিলার বাড়ির খিল খুলে ঢুকে পড়ে। যেই সময় ঘটনাটি ঘটে সেই সময় মহিলা তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। অভিযোগ, গলায় ভোজালি ধরে ওই মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন অভিযুক্ত বিজেপি নেতা। মহিলার চিৎকারে পরিবারের লোকজন উঠে পড়লে ওই যুবক পালিয়ে যায়। অভিযোগ, যাওয়ার আগে হুমকি দিয়ে যায়, বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাব। ঘটনায় জাঙ্গীপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। অভিযুক্ত এলাকায় বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। সংবাদ মাধ্যমের সামনে নির্যাতিতা মহিলা বলেন, আমি বাচ্চাদের নিয়ে শুয়েছিলাম। খিল কখন খুলেছে টের পাইনি। আমি দেখি আমার হাত দুটো ধরেছে। চল তোকে তুলে নিয়ে যাব। যদি না যাস তোকে মেরে দেব। আবার বলছে চিৎকার করবি না। হাতে ভোজালি ছিল। আমায় বলছে, তোকে আগে তুলব। বিজেপি জিতলে তোর বাড়ির একে- একে সকলকে তুলব। তিনি আরও বলেন, ওই লোকটা এই এলাকায় থাকে। আমি খুব ভয় পাচ্ছি। আমার পরিবারের সকলকে মেরে ফেলবে বলেছে। ও নেশা করেছিল বলে মনে হয়। তবে কেন এমন করল বলতে পারছি না। আর বাড়ি থেকে বেরনোর সময় গালিগালাজ করেছে। তিনি এও জানান, তাঁর সঙ্গে এই প্রথমবার এই ঘটনা ঘটিছে। প্রতিবেশীরা বলেন, বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাব এটা কেমন কথা। পার্টি যে যা খুশি করতে পারে, তাই বলে বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাব এই কথার প্রতিবাদ জানাই। আমরা গরিব মানুষ কোনও দল করি না। যে দল আসে তাদের সঙ্গে থাকি। কেন এমন বলবে। মেয়েরা থাকবে এমন অত্যাচার করবে এটা ভাল? এই প্রসঙ্গে জাঙ্গীপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা তমাল শোভন চন্দ্রের অভিযোগ, বিজেপি মুখে সন্দেশখালির ঘটনা বলে মিথ্যে প্রচার করে বেড়ায়। আর তাদের দলের লোকেরা এই সব কান্ড করে। রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের ধরে টানাটানি করে। আমরা অভিযুক্তর শাস্তি চাই। জাঙ্গীপাড়ার বিজেপি নেতা প্রসেনজিত বাগ বলেন, কোনও মানুষই এই ঘটনাকে সমর্থন করে না। রাজনৈতিক দিক বাদ দিলেও আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই ঘটনাকে সমর্থন করি না। এই ঘটনার সাথে বিজেপির কোনও সদস্য জড়িত থাকলে তাকে দল থেকে বহিস্কার করার ব্যবস্থা করা হবে। বিজেপি ওই মহিলার পাশে আছে। আজ জাঙ্গীপাড়া থানায় মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার বাংলা দিবস পালন করলেও সুর মেলালেন না রাজ্যপাল, দুর্নীতি শেষের বার্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ বাংলা দিবস পালন নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত গত বছর থেকে। গত ২০ জুন রাজভবনে পালন হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ দিবস। তবে তাতে আপত্তি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত বিজেপি ২০ জুনকে বাংলা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন পয়লা বৈশাখেই পশ্চিমবঙ্গ দিবস বা বাংলা দিবস পালন হবে। বিধানসভাতেও প্রস্তাব পাশ হয়। সেই মতো গতকাল রবিবার পয়লা বৈশাখে পালন হল বাংলা দিবস। যদিও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। তবে এদিন ভিডিয়ো বার্তা দিয়েও বাংলা দিবস নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেননি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রবিবার বিকেলে রবীন্দ্র সদন নন্দন চত্বরে বাংলা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাঁওতালদের কর্মা নাচ, ছৌ নাচ, বাউল গানের আয়োজন করা হয় এদিন। এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে যদিও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায়নি। তাঁর ছবি বা নাম কিছুই ছিল না। রাজ্যের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি এবং সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দেওয়া হয় এদিনের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে। মুখ্যমন্ত্রী না থাকলেও বাংলা দিবস পালন করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান কবি শ্রীজাত। এছাড়াও সাহিত্যিক আবুল বাশার পয়লা বৈশাখের ও বঙ্গাব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে বাংলার মানুষের কর দেওয়ার সময় বলে এই সময়টিকে ঠিক করেছিলেন। এছাড়াও ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা, স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী মুখোপাধ্যায়। এদিকে, রাজ্যপাল এদিন ভিডিয়ো বার্তায় বাংলা থেকে দুর্নীতিকে শেষ করার বার্তা দেন। তিনি বলেন, ''প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারতের স্বপ্নে বাংলার ভূমিকা অপরিহার্য।'' তবে বাংলা দিবস নিয়ে কিছুই বললেন না রাজ্যপাল। প্রসঙ্গত, বিজেপি এবং রাজভবন ২০ জুন বাংলা দিবস পালন করলেও তাতে আপত্তি জানিয়ে গত বছরের আগস্ট মাসে বিধানসভায় বাংলা দিবসের প্রস্তাব পেশ করা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর সেই প্রস্তাব পাশ হয়। তাতে ঠিক হয় যে পয়লা বৈশাখে বাংলা দিবস পালন হবে। তবে বিজেপি অবশ্য তা মানতে চায়নি। তাদের বক্তব্য, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন অখণ্ড বাংলা বিধানসভায় বাংলা ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

প্রচারে বিক্ষোভের মুখে শতাব্দী

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ বিক্ষোভের মুখে শতাব্দী রায়। এবার বিক্ষোভের মুখে পড়ে মেজাজ হারিয়ে সাংবাদিকের উপরেই চড়াও হলেন শতাব্দী। বললেন বিক্ষোভ নয়, আবদার জানাচ্ছে মানুষ। অন্যদিকে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ দেখানোর কারণে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ শতাব্দী রায়ের সিকিউরিটির বিরুদ্ধে। সোমবার বীরভূমের সাঁইথিয়ার বাতাসপুর এলাকায় প্রচারে গিয়েছিলেন বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শতাব্দী রায়। বাতাসপুর গ্রাম পেরনোর সময় কিছু মানুষ তার গাড়ি থামান। তাঁর কাছে পানীয় জল ও রাস্তার দাবিতে কার্যত বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। গাড়িতে বসেই গ্রামবাসীদের সমস্ত কথা শোনেন শতাব্দী রায়। গ্রামবাসীদের দাবি, দীর্ঘ দিন ধরে পানীয় জলের কথা বলা হলেও সেই পানীয় জলের সমস্যার সুরাহা হয়নি।। এমনকি, গ্রামে বেশকিছু রাস্তা ছাড়াই প্রয়োজন থাকলেও সে কাজ হয়নি। আর এই ঘটনার পরেই যখনই সাংবাদিকরা শতাব্দী রায়কে প্রশ্ন করেন, তখনই কার্যত মারমুখি ভঙ্গি করে গাড়ি থেকে নেমে এসে সাংবাদিকের উপরেই চড়াও হন শতাব্দী রায়। ক্যামেরার সামনেই তিনি বলতে শুরু করেন এটা কোন বিক্ষোভ নয় গ্রামবাসীরা তাদের আবেদন জানাচ্ছেন। উচ্চস্বরে এই বক্তব্য দিতে দেখে, রীতিমতো চুপ করে জান গ্রামবাসীরা। সেখান থেকে শতাব্দী রায় চলে যান।। গ্রামবাসীদের বক্তব্য এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শতাব্দী রায় তাদের আগামীতে সব কাজ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি তারা দাবি করেন শতাব্দী রায়ের সিকিউরিটি তাদের হুমকি দিয়েছেন এবং বলেছেন, তারা যেহেতু এই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাই তাদের পরবর্তীকালে দেখে নেওয়া হবে। ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছাড়া এলাকায়। গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বারবার এভাবে বিভিন্ন গ্রামে বিক্ষোভের মুখে পড়ে অস্বস্তি বাড়ছে শতাব্দী রায়ের।

বিচারব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ, প্রধান বিচারপতিকে চিঠি ২১ প্রাক্তন বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ বর্তমানে দেশের বিচারব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন অবসরপ্রাপ্ত ২১ জন বিচারপতি। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠিও লিখেছেন তাঁরা। চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'ক্রমাগত চাপ, ভুল তথ্য দিয়ে জনগণের কাছে বিচারব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করছে কিছু গোষ্ঠী। নানাভাবে তাঁরা আদালতের উপর দোষ চাপাতে ব্যস্ত।' চিঠিতে বিচার বিভাগের ভবিষ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও কোনও নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়নি। চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, রাজনৈতিক স্বার্থে এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা নড়বড়ে করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যে ২১ জন এই চিঠি দিয়েছেন, তাঁদের ধ্যে রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের চার জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিও। তাঁরা হলেন দীপক বর্মা, কৃষ্ণা মুরারী, দীনেশ মাহেশ্বরী এবং এমআর শাহ। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন আগেই প্রায় ছশো জনেরও বেশি আইনজীবী প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লিখে প্রায় একই কথা জানিয়েছিলেন। তাঁরাও বলেন দেশে বিচারব্যবস্থাকে ক্রমশ আক্রমণ করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের কাছে ভারতের গৌরব বাড়িয়েছেন ঃ যোগী আদিত্যনাথ

নওয়াদা, ১৫ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের একটি মহান দেশ হিসেবে ভারতের গৌরব বাড়িয়েছেন, সোমবার এই মন্তব্য করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি সোমবার বিহারের নওয়াদায় নির্বাচনী জনসভায় ভাষণে একথা বলেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সোমবার বিহারের নওয়াদায.এনডিএ প্রার্থী বিবেক ঠাকুরের সমর্থনে একটি জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। এই জনসভা থেকে যোগী কেন্দ্রের মোদী সরকারের কাজগুলি জনগণের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের একটি মহান দেশ হিসেবে ভারতের গৌরব বাড়িয়েছেন। এছাড়াও তিনি কল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছেন। সেজন্য লোকসভা নির্বাচনে ৪০০ টি আসন নিয়ে তৃতীয়বারের মতো আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন মোদী। তিনি আরও বলেন, মোদীজির তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য বিবেক ঠাকুরের নওয়াদা থেকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হওয়া প্রয়োজন।

শিয়ালদহ শাখায় একটানা ২০ দিন বন্ধ থাকছে একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ শিয়ালদহ শাখায় একটানা ২০ দিন বন্ধ থাকছে একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন। সব মিলিয়ে ২৪ টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে ২০ দিনের জন্য। চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৮ এপ্রিল থেকে ৭ মে পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে এই ট্রেনগুলি। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৮ এপ্রিল থেকে দমদম স্টেশনে রেলের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে ২০ দিন ধরে। দমদমের পাঁচ নম্বর প্লাটফর্মে কাজ চলবে। সেই কারণে শিয়ালদহ শাখার এই ২৪ টি ট্রেন বৃহস্পতিবার থেকে আগামী ২০ দিন বাতিল রাখা হবে। সঙ্গে আরও বেশ কিছু ট্রেনে যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে এই ২০ দিনের জন্য। ১৮ এপ্রিল থেকে ৭ মে যে ট্রেনগুলি বাতিল থাকছে - ৩০৩৫১ মাজেরহাট-বারাসত, ৩০৩১১ মাজেরহাট-বারাসত, ৩৩৩১১ বারাসত- হাসনাবাদ, ৩০৩২২ হাসনাবাদ-বিবাদী বাগ, ৩০১৪৫ বিবাদী বাগ-কল্যাণী জংশন, ৩০৩৫৭ মাজেরহাট-মধ্যমগ্রাম, ৩০৩৫৮ মধ্যমগ্রাম- মাজেরহাট, ৩০৩৬১ মাজেরহাট- হাসনাবাদ, ৩৩২৮২ হাসনাবাদ- দমদম জংশন, ৩৩২৩১ দমদম-ব্যারাকপুর, ৩৩২৩২ ব্যারাকপুর-দমদম, ৩৩২৭১ দমদম-গোবরডাঙা, ৩৩৬৮৬ গোবরডাঙা-শিয়ালদহ, ৩০৩৩৩ মাজেরহাট-হাবরা, ৩০৩৩২ হাবরা-মাজেরহাট, ৩০৩৫৩ মাজেরহাট-দত্তপুকুর, ৩০৩১৪ দত্তপুকুর-মাজেরহাট, ৩০৩১৩ মাজেরহাট-বারাসত, ৩৩৪৩৫ শিয়ালদহ-বারাসত, ৩১২২৩ শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর, ৩০১১৬ ব্যারাকপুর-বিবাদী বাগ, ৩০১১৩ বিবাদী বাগ-ব্যারাকপুর, ৩১২৪২ ব্যারাকপুর-শিয়ালদহ ও ৩০৩১২ বারাসত-মাজেরহাট। এই ২৪ টি ট্রেন আগামী বৃহস্পতিবার থেকে টানা ২০ দিন (৭ মে) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ১৮ এপ্রিল থেকে ৭ মে যে ট্রেনগুলির যাত্রাপথ সংক্ষেপিত হচ্ছে - এর পাশাপাশি ৩০৩৪৬ বনগাঁ-মাজেরহাট লোকাল দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত যাবে। ৩০৩২৪ হাসনাবাদ-মাজেরহাট লোকাল দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত যাবে। ৩০৩৪৪ বনগাঁ-মাজেরহাট লোকাল দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত যাবে। ৩০১৪২ গেদে- মাজেরহাট লোকাল রহড়া পর্যন্ত যাবে এবং ৩০৭১১ লক্ষীকান্তপুর-মাজেরহাট লোকাল বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত যাবে। একইভাবে ৩০৩৩১ মাজেরহাট-হাবরা লোকাল এই দিনগুলিতে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে ছাড়বে এবং ৩০৩১৭ মাজেরহাট- দত্তপুকুর লোকাল বালিগঞ্জ হয়ে আপ কর্ড লাইন দিয়ে চলাচল করবে।

ফেনসিডিল সহ আটক ২ পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ এপ্রিল ঃলোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নাকা চেক পয়েন্টে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আর সেই নিরাপত্তা বলায়ের মাঝেই নিষিদ্ধ ফেনসিডিল পাচার করতে গিয়ে আটক পাচারকারীরা। মালদা হরিশ্চন্দ্রপুরে নাকা চেকিং - এর সময়ে ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ উদ্ধার করল ৩১৪ বোতল ফেনসিডিল। আর এই ফেনসিডিল পাচার করতে গিয়ে ধৃত ২ পাচারকারী। দুই পাচারকারীর নাম বিজয় কুমার সাহা (৪৫), বাড়ি ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা জেলায়। অন্যজন সেতাবুদ্দিন (৩০), তার বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে লোকসভা ভোট উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ প্রশাসন কড়া নাকা চেকিং করছে। এদিন ভালুকায. মনিপুরের কাছে ঢালাই মোড়ে নাকা চেকিং করতে গিয়ে দুই ব্যক্তিকে আটক করে ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ। এদের কাছ থেকে তিনটি ব্যাগে উদ্ধার হয় প্রায় ৩১৪ বোতল ফেনসিডিল। জানা গেছে, ঝাড়খন্ড থেকে এই নেশা সামগ্রী, বাংলায.পাচার করা হচ্ছিল। এই দুজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আগামীকাল মঙ্গলবার তাদের চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হবে। বাংলা বিহার সীমান্তে যে দীর্ঘদিন ধরেই মাদকের কারবার চলছে এই ধরনের ঘটনায় তা বারবার প্রমাণিত।

নিখোঁজ কিশোরী উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ এপ্রিল ঃ অবশেষে হদিশ মিলল নিখোঁজ কিশোরী। টিউশন যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে.আর বাড়ি ফেরেনি দিনের শেষে। নিখোঁজ হয়ে যায.সে। ওই কিশোরীর বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধবডিহি থানার অন্তর্গত একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১২ মার্চ সকালে পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানা এলাকার ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরী টিউশন যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বো্য়ি়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। বাড়ির লোকজন বহু খোঁজাখুঁজি করে ব্যর্থ হয়ে ১৬ মার্চ মাধবডিহি থানার দ্বারস্থ হয়ে একটি নিখোঁজ ডাইরী করেন তারা। তদন্তের ভার দেওয়া হয.অ্যাসিস্ট্যাঃট সাব-ইন্সপেক্টর অরিঃদম চ্যাটার্জীকে। তদন্ত চলাকালীন গোপন সুত্রে খবর পেয়ে এবং উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে রবিবার রাতে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রহড়া থানার অন্তর্গত আনঃদপল্লী থেকে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করেন কেসের ইনভেস্টিগেশন অফিসার অ্যাসিস্ট্যাঃট সাব-ইন্সপেক্টর অরিঃদম চ্যাটার্জী। সোমবার ওই কিশোরীকে বর্ধমান আদালতে পাঠানো হয়েছে। ওই কিশোরীর হদিস পাওয়ায.তার পরিবারের লোকজনসহ এলাকাবাসীর খুব খুশি। মাধবডিহি থানার পুলিশ অফিসারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারা।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস ফর টেন্ডার নংঃ ইএল-০৫২৪ তারিখ ঃ ১২.০৪.২০২৪ সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স আছে এইরূপ প্রখ্যাত ঠিকাদার যাঁরা আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম তাঁদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ- ক্র. নং. ১। **টেন্ডার নং. ইএল-০৫২৪; কাজের নামঃ** এএসএন ডিভিসন-বৈদ্যুতিক সাধারণ সম্পত্তিগুলি দেখভাল এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য আইওটি ডিভাইসের ব্যবস্থা করার কাজ; **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,০০,১৯,৭০০.৬৯ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ৩,০০,১০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৭.০৫.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০৬ মাস;সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাবেঃ **ireps.gov.in**

ASN-15/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-এলএইচএস-কেডব্লুএই-২৪-২৫, তারিখ, তারিখঃ ১২.০৪.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-এলএইচএস- কেডব্লুএই-২৪-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** শিডিউল-এ-এইচডব্লুএইচ ডিভিসনের এএমপি-কেডব্লুএই শাখার মধ্যে কিমি. ৩৩/১৩-১৪ -তে এলসিগেট নং ১৩/সি/ই-র অনুষঙ্গে এল এইচএস নির্মাণের কাজ। শিডিউল বি- এইচডব্লুএইচ ডিভিসনে কেডব্লুএই- এজেড শাখায় কেজিএলই- কেএনএসএন -এর মধ্যে কিমি ১৫৭/৪১/৪৩-এ এলসিগেট নং ২৪/এ/৪-এর অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণের কাজ। সিডিউল- সি-এইচডব্লুএইচ ডিভিসনের কেডব্লুএই-এজেড শাখায় শিডব্লুএলই-বিজেডএলই-র মধ্যে কিমি ১৪০/১৯০ (১০-১২) -তে এল.সি. গেট নং ২৪/১/৩-এর অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণের কাজ। শিডিউল- ডি-এইচডব্লুএইচ ডিভিসনের কেডব্লুএই-এজেড শাখায় সিডব্লুএলই- কেএনএসএন -এর মধ্যে কিমি ১৪৫/৮০৪(৩৬-৩৮) -এ এল.সিগেট নং ২৪/১/৯-এর অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণের কাজ। শিডিউল- ই-এইচডব্লুএইচ ডিভিসনে এএমপি-কেডব্লুএই শাখার মধ্যে কিমি ২২/১৮-২৩/১ -এ এল.সিগেট নং ৬/সি/ই-র অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণের কাজ। শিডিউল- এফ-এইচডব্লুএইচ ডিভিসনের এএমপি-কেডব্লুএই শাখার মধ্যে কিমি ২৩/১০-১১তে এল.সি. গেট নং ৭/সি/ই-র অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণের কাজ। শিডিউল- জি-এইচডব্লুএইচ ডিভিসনের কেডব্লুএই-এজেড শাখায় কেজিএলই-কেএনএসএন- এর মধ্যে কিমি ১৫৫/১২১(৫-৭)-এ এল.সি. গেট ন ২৪/এ/৫-এর অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণের কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,৮১,৬৭,৩৩৪.১২ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ২,৪০,৮০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতিঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ২২.০৪.২০২৪। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ১২০ দিন। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১৮ মাস। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময়ঃ** ১২.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৫৬ মিনিটে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.০৫.২০২৪, বিকেল ৩টেয়। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা যাবে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্তই দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না।

HWH-20/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হলমার্ক প্রপার্টিজ অ্যান্ড ট্রেডার্স লিমিটেড

CIN: U70101WB1983PLCO36161

রেজি অফিস ঃ ৭, পি কে টেগোর স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬

ফোনঃ ৭৬৩১১৪৩৩৩৪ ই-মেইল আইডিঃ shranchi@yahoo.com

ওয়েবসাইটঃ www.hallmarkpropertiesandtraders.com

নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি ৩১ মার্চ, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য

স্ট্যান্ডালোন (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩ মাস শেষে			বর্ষ শেষে	
	৩১.৩.২০২৪ পরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.৩.২০২৩ পরীক্ষিত	৩১.৩.২০২৪ পরীক্ষিত	৩১.৩.২০২৩ পরীক্ষিত
মোট কারবার থেকে আয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	--	--	--	--	--
নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	--	--	--	--	--
নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা পরে) অসাধারণ আইটেম)	---	--	--	--	--
সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত মুনাফা / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	--	--	--	--	--
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.০০	২৪.০০	২৪.০০	২৪.০০	২৪.০০
সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে	(২৪.০০)	---	(২৪.০০)	(২৪.০০)	(২৪.০০)
শেয়ার প্রতি আয় ১০ /- প্রতি (চলতে থাকা এবং বন্ধ করার জন্য অপারেশন)					
মূল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মিশ্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

বিঃদ্রঃ

উপরেরটি ৩১ মার্চ, ২০২৪ শেষ হওয়া চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বছরের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস যা SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা আর্থিক ফলাফল, চতুর্থ ত্রৈমাসিকের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ সালে শেষ হওয়া বছরের আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.cseindia.com) পাওয়া যায়।

স্থান ঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ১৫ ।৪ ।২০২৪

সব কিছুর চেয়ে ধোনির চোট নিয়ে বেশি কৌতূহল! হতাশ সিএসকে থিঙ্কট্যাঙ্ক

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মহেন্দ্র সিং ধোনির ব্যাটিংয়ের ধার আজও কমেনি। ৪৩ ছুঁই ছুঁই ধোনি ১৭তম আইপিএলে তা প্রমাণ করে চলেছেন। রবি-রাতে ওয়াংখেড়েতে শেষ ওভারে ছয়ের হ্যাটট্রিক দেখিয়েছেন ধোনি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া সিএসকের শেষ ওভারে বোলিংয়ে এসেছিলেন। ওই ওভারে হার্দিক একটি উইকেট নেন, আর ওঠে ২৬ রান। চার বল বাকি থাকাকালীন ব্যাটিংয়ে নামেন ধোনি। হাতে যেহেতু উইকেট ছিল, তিনি নাও নামতে পারতেন। কিন্তু ধোনি জানেন, তাঁর ব্যাটিং দেখার অপেক্ষায় থাকেন প্রচুর ক্রিকেট প্রেমী। তাঁদের হতাশ করতে চান না মাহি। ধোনির ৪ বলে ২০ রান দারুণ প্রভাব ফেলে সিএসকের স্কোরে। চেন্নাইয়ের জয়ের পর সিএসকের বোলিং কনসালটেন্ট অবশ্য জানিয়েছেন, সব কিছুর চেয়ে ধোনির চোট নিয়ে সকলের বেশি কৌতূহল। তা হলে ধোনি কি চোট নিয়েই এ বারের আইপিএলে খেলছেন? প্রশ্ন জোরাল হয়েছে। সিএসকের বোলিং পরামর্শদাতা এরিক সিমন্স জানিয়েছেন, টিমের নেটে ব্যাটিং টেমপ্লেট হিসেবে ব্যবহার করা হয় মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। চেন্নাইয়ের ট্রেনিং সেশনে ধোনির বিরুদ্ধে ডেথ বোলিংও অনুশীলন করেন সিএসকের বোলাররা। আর ধোনির চোট? সেই প্রসঙ্গেও জানিয়েছেন এরিক সিমন্স। তিনি বলেন, ''ওরা আমাদের দু'শো রানের মধ্যে আটকে রাখতে চেয়েছিল। আর হঠাৎ করেই ওদের সামনে আসে ২০৬ রান। আর ওই একটা ওভার। ধোনির একটা ওভার ওদের যাবতীয় পরিকল্পনা ঘেঁটে দেয়। প্রতিবার আমাদের ধোনি চমকে দেয়। মাঠে নেমেই প্রথম বলে ছয় মারা, পরের দুটো বলেও একই ছন্দ ধরে রাখা মোটেও সহজ নয়। ও নেটেও দারুণ ব্যাটিং করছে। আরও একটা অবিশ্বাস্য মুহূর্ত ধোনি আমাদের উপহার দিল।'' চলতি আইপিএলে বিভিন্ন সময় ধোনিকে পায়ে আইস প্যাক লাগিয়ে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। তিনি চোট নিয়েই খেলছেন, জানিয়ে দিয়েছেন সিএসকের বোলিং পরামর্শদাতা। তবে এরিক জানিয়েছেন, হাঁটুর চোটে ধোনি যে ভুগছে সেটা দলের কাউকে বুঝতে দিতে চান না। সিমন্স বলেন, ''ধোনি নিজে ছাড়া বাকি সকলেই ওর চোট নিয়ে চিন্তিত। ওর মতো শক্ত মানুষের সান্নিধ্যে এর আগে আমি কখনও আসিনি। আমরা কিন্তু সত্যিই জানি না যে ও ঠিক কতটা যন্ত্রণায় ভুগছে। তবে আমি নিশ্চিত ওর অল্প চোট রয়েছে। কিন্তু সেসব উড়িয়ে টিমের জন্য নিজের সেরাটা দেওয়ার ক্ষমতা ওর আছে। কিন্তু ধোনির চোট নিয়ে ওর থেকে বেশি চিন্তিত ক্রিকেটপ্রেমীরা।''

'এক্কেবারে সাধারণ মানের ক্যাপ্টেন্সি'

হার্দিকের ভুল ধরিয়ে দিলেন গাভাসকর

মুম্বই, ১৫ এপ্রিলঃ মায়ানগরী রবি-রাতে সাক্ষী রইল মাহি ম্যাজিকের। সিএসকের ইনিংসের মাত্র ৪টি বল বাকি থাকার সময় মাঠে ঢোকেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ওয়াংখেড়ের হাউসফুল গ্যালারির দর্শকরা ধোনি ধোনি, মাহি মাহি স্লোগান দিতে থাকেন। ধোনি ভক্তদের জন্য সবচেয়ে উপভোগ্য ছিল হার্দিক পান্ডিয়ার ওভারে মাহির ছক্কার হ্যাটট্রিক। যা নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। মুম্বই-সিএসকে ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা এখনও পূরণ হয়নি। অনেক ক্রিকেট প্রেমী তাও যেন রয়ে গিয়েছেন রবি-রাতেই। ধোনির ছক্কার হ্যাটট্রিক, রোহিত শর্মার সেঞ্চুরি নিয়ে যেমন চর্চা চলছে, তেমনই আলোচনার কেন্দ্রে হার্দিক পান্ডিয়াও। তাঁর বোলিং, ক্যাপ্টেন্সি কোনওটাই মনে ধরেনি ভারতীয় কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকরেরও। যে কারণে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় সে কথা জানান সানি। মহেন্দ্র সিং ধোনি এখনও ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম সেরা ফিনিশার। সেখানে হার্দিক পান্ডিয়া শেষ ওভারে তাঁর বিরুদ্ধে যেমন বোলিং করেছেন, তা সানি মেনে নিতে পারছেন না। আইপিএলের সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ইনিংস বিরতিতে সুনীল গাভাসকর বলেন, ''একটা ছয় ঠিক আছে। পরেরটা আবার লেন্থ বল। যখন তুমি জানো ক্রিজে থাকা ব্যাটার (মহেন্দ্র সিং ধোনি) ওই ধরনেরই একটা ডেলিভারি চাইছিল, তখন ওই বলের মানে নেই। তৃতীয় বলটাও লেগসাইডে ফুলটস। আর ধোনি ওই বলেও ছয় মারে। এক্কেবারে সাধারণ মানের বোলিং এবং এক্কেবারে সাধারণ মানের ক্যাপ্টেন্সিও দেখলাম। আমার মনে হয় ওরা (মুম্বই ইন্ডিয়ান্স) সিএসকে টিমকে ১৮৫ বা ১৯০ রানে আটকে দিতে পারত।'' ইনিংস বিরতিতে সানি একইসঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়ার ফিল্ডিং সাজানো এবং বোলিংয়ের সেরা অস্ত্র জসপ্রীত বুমরাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারা নিয়েও জানান। গাভাসকরের মতে, বুমরাকে শেষ ওভারে বোলিংয়ে না পাঠিয়ে হার্দিক ঠিক করেননি। ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার ইরফান পাঠানও ধুয়ে দিয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়াকে। সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ তিনি লেখেন, 'হার্দিক পান্ডিয়া শেষ ওভারে বোলিং করে বুঝিয়ে দিয়েছে আকাশ মাধওয়ালের বোলিংয়ে ওর ভরসা নেই। এবং একইসঙ্গে ও দেখিয়ে দিয়েছে ডেথ ওভার বোলার হিসেবে ওর ক্ষমতা ঠিক কতটা কম।''

রবি শাস্ত্রী, গাওস্করদের নির্দেশ বোর্ডের, না মানলে শাস্তির হুঁশিয়ারি

মুম্বই, ১৫ এপ্রিলঃ ধারাভাষ্যকারদের কড়া নির্দেশ দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ম্যাচ চলাকালীন মাঠ থেকে কেউ কোনও ভিডিয়ো বা ছবি নিজেদের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করতে পারবেন না। একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজিকেও। কয়েক দিন আগে এক ধারাভাষ্যকার নিজের ধারাভাষ্য দেওয়ার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। সেই পোস্ট ১০ লক্ষের বেশি দর্শক দেখেন। তার পরেই সেই ধারাভাষ্যকারকে ভিডিয়ো মুছে দেওয়ার নির্দেশ দেয় বোর্ড। প্রথমে তিনি রাজি ছিলেন না। অনেক বার অনুরোধ করার পরে তিনি সেই ভিডিয়ো মুছে দেন। কোন ধারাভাষ্যকার এই কাজ করেছিলেন সেটি অবশ্য জানা যায়নি। এই ঘটনার পরেই কড়া হয়েছে বোর্ড। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আইপিএলের সম্প্রচার স্বত্ব পেতে স্টার স্পোর্টস

ও ভায়াকম ১৮-কে অনেক টাকা দিতে হয়েছে বোর্ডকে। তাই তারা চাইছে না যে, খেলার কোনও ঘটনার ভিডিয়ো বা ছবি অন্য কেউ পোস্ট করুন। বোর্ড তাই সব ধারাভাষ্যকারকে নির্দেশ দিয়েছে, খেলার দিন মাঠ থেকে কোনও ভিডিয়ো বা ছবি প্রকাশ করা যাবে না। কয়েক জন ক্রিকেটার খেলার দিনে নিজেদের ছবি ও ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে দিয়েছিলেন। তাঁদেরও সে সব মুছে দিতে হয়েছে। আইপিএলের একটি দল তাদের ম্যাচ চলাকালীন ডাগ আউটের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করেছিল। সেই কারণে সেই দলকে ৯ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বোর্ড নির্দেশ দিয়েছে, ফ্র্যাঞ্চাইজিরাও খেলার দিনের ভিডিয়ো বা ছবি দিতে পারবে না। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যদি কোনও ভিডিয়ো বা ছবি দেয় তা হলে সেটি তারা শেয়ার করতে পারবে। কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি এই নির্দেশ না মানলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বোর্ড।

ধোনির রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, তদন্ত শুরু করল কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিলঃ জমি দুর্নীতি মামলায় আগেই গ্রেফতার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। এবার সেই রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থার বিরুদ্ধেও উঠল দুর্নীতির অভিযোগ। যার জেরে তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। যা নিয়ে ফের সরগরম রাজনীতি ও ক্রিকেট। গত ১ ফেব্রুয়ারি, প্রায় সাত ঘণ্টার নাটকীয়তার পর ৬০০ কোটির জমি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হন হেমন্ত সোরেন। বর্তমানে তিনি জেল হেফাজতে রয়েছেন। রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাচ্ছেন চম্পাই সোরেন। এবার ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে উঠেছে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ। বর্তমান রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার নির্মল কৌর। যিনি রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি অমিতাভ চৌধুরির স্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকার ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট

অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে। মূলত রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার পরিচালনাধীন কাউন্ট্রি ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) ৭ মার্চ একটি নির্দেশ জারি করে, আঞ্চলিক পরিচালককে কাউন্ট্রি ক্রিকেট ক্লাবের ব্যবস্থাপনার তদন্ত করার নির্দেশ দেয়। অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার এবং প্রয়াত অমিতাভ চৌধুরীর স্ত্রী নির্মল কৌর অভিযোগ করেছেন, জিমখানা ক্লাবের মতোই এই ক্লাবের সদস্য পদকেও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ক্লাব অ্যাকাউন্ট সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। ক্লাবের মোট আয়ের হিসাব নেই। বিদ্যুতের বিল, এবং ক্লাবের সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিল বিসিসিআই অনুদান থেকে পরিশোধ করা হচ্ছে। ক্লাবের আয় ভুয়ো দরপত্রে ব্যবহার করা হয় এবং পরিচালন সমিতির সদস্যরা ক্লাবের আয় দিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করছেন। অভিযোগ উঠেছে রাজীব কুমার সিং বিহারের পাটনাতে থাকা সত্ত্বেও জেএসসিএ স্টেডিয়ামের মধ্যে স্থায়ী কোয়ার্টার নিজের দখলে রেখেছেন। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে, নির্মল কৌর ঝাড়খণ্ড পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, যার ফলে ধুরওয়া থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে রাজীব কুমার সিং-এর সাথে জেএসসিএ-এর কিছু পদাধিকারী বেআইনিভাবে অমিতাভ চৌধুরীর মৃত্যুর পরপরই অমিতাভ চৌধুরীর জন্য মনোনীত চেম্বার থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়েছিলেন। আপাতত গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কয়েক মাস আগেই রাঁচিতে ভারত ইংল্যান্ডের মধ্যে টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করে ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। যদিও এই বিষয়ে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এই ঘটনায় কিছুটা হলেও চাপে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা।

ইডেনে আজ ফার্স্ট ও সেকেন্ড বয়ের লড়াই

প্রস্তুতি ছাড়াই ম্যাচ খেলবেন রাসেলরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ ইডেনের নাইট সমর্থকদের পাখির চোখ যেন ২১ এপ্রিল ম্যাচের দিকে। সেই ম্যাচে খেলবে কলকাতা বনাম বেঙ্গালুরু। সবাই বিরাট কোহলি ধামাকা দেখবেন বলে অপেক্ষা করে বসে রয়েছেন। আসল ম্যাচ অবশ্য মঙ্গলবারই। আইপিএলের ফার্স্ট ও সেকেন্ড বয়ের মধ্যে লড়াই। রাজস্থান রয়্যালসের পয়েন্ট ছয় ম্যাচে ১০ পয়েন্ট, আর কলকাতা নাইট রাইডার্সের পয়েন্ট পাঁচ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট। ম্যাচে শ্রেয়স আইয়ারের কলকাতা জিতলে তারা লিগ শীর্ষে চলে যাবে। গত ম্যাচে লখনউকে আট উইকেটে হারিয়েছে বলে কলকাতার রানরেট অনেক ভাল জায়গায় চলে গিয়েছে। সেই কারণে জিতলে তারাই ঘরের মাঠে প্রথম স্থানাধিকারী দলের মর্যাদা পাবে। এমন একটা ম্যাচে খেলতে নামার আগে কেকেআর শিবির সোমবার ছুটিতে কাটিয়েছে। তাদের ক্রিকেটাররা হোটেলে, কেউ আবার কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলেন। পুরো দলকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

যেভাবে অত্যাধিক গরমের মধ্যেও দলের ক্রিকেটাররা পারফরম্যান্স করেছেন, তাতে দলের মেন্টর গৌতম গম্ভীর খুশি। শেষ ম্যাচে মাঠে ছিলেন দলের মালিক শাহরুখ খানও। কিং খান অবশ্য মঙ্গলবার থাকবেন না মাঠে। তিনি না থাকলে দল জেতে না, এমন একটা মিথ ঘোরাফেরা করে। রাজস্থান মানেই সঞ্জু স্যামসনদের ছাপিয়ে যাওয়ার লড়াই। পাশাপাশি বোলার হিসেবে যজুবেন্দ্র চাহালও নজর কাড়তে পারেন। তিনি ঘূর্ণি পিচে ম্যাজিক দেখাতে সিদ্ধহস্ত, ইডেনের পিচে তাঁর বোলিং নাইটদের কাছে পরীক্ষার হয় কিনা, সেটাই দেখার বিষয়। যশস্বী জয়সোয়াল, সিমরন হেটমায়াররাও বিগ হিটার হিসেবে বিপক্ষ দলের কাছে আতঙ্কের নাম।

বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগে দু'টি দলের মালিক নিশ্চিত, বাকি রইল আরও ছয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ আইপিএলের ধাঁচে শুরু হতে চলেছে বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ। ছেলেদের সেই প্রতিযোগিতায় দু'টি দল নিশ্চিত হল। শ্রাচি স্পোর্টস এবং সারভোটেক পাওয়ার সিস্টেম নামে দুই সংস্থা বেঙ্গল প্রো লিগে দু'টি দল কিনল। আরও ছ'টি দল বাকি। এই বছর জুনে বেঙ্গল প্রো লিগ শুরু হওয়ার কথা। বিভিন্ন রাজ্যে আগেই শুরু হয়েছে এমন টি-টোয়েন্টি লিগ। বাংলার ক্রিকেট সংস্থাও এ বার সেই লিগ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সিএবি প্রধান স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''বাংলার ক্রিকেটের উন্নতির পথে আরও এক ধাপ এগোলাম। বাংলা থেকে আরও ক্রিকেটার তুলে আনার ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতা বড় ভূমিকা নেবে। সেখানে শ্রাচি এবং সাভোটেকের মতো দুই সংস্থাকে পাশে পেলাম আমরা। আশা করছি আগামী দিনেও তারা আমাদের পাশে থাকবে। আমরাও সব রকম সাহায্য করবে তাদের। খুবই খুশি এই দুই সংস্থাকে পাশে পেয়ে।'' কয়েক দিনের মধ্যে বাকি দলগুলির মালিকও ঠিক হয়ে যাবে। প্রতিটি ছেলেদের দলে ১৭ জন করে ক্রিকেটার থাকবে। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে সেই সব ক্রিকেটারকে তুলে আনা হবে। শ্রাচি গ্রুপের মালিক রাহুল টোডি বলেন, ''সিএবি-কে ধন্যবাদ। আমরা এই প্রতিযোগিতার অংশ হতে পেরে খুশি। বাংলার ক্রিকেটে নতুন একটা যুগ শুরু হতে চলেছে। বাংলার ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করব। বেঙ্গল প্রো লিগ-কে আরও বড় করার চেষ্টা করব। তৃণমূল স্তর থেকে ক্রিকেটার তুলে আনার চেষ্টা করব।'' সারভোটেক পাওয়ারের মালিক রমন ভাটিয়া বলেন, ''যে কোনও ব্যবসার মূল হচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরে টিকে থাকা। বেঙ্গল প্রো লিগে আমরা সেটাই করতে চাই। দীর্ঘ দিন এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাই। সিএবি এমন একটা সুযোগ করে দেওয়ায় আমরা খুশি। এই প্রতিযোগিতা শুধু নতুন ক্রিকেটার তুলে আনার নয়, আগামী দিনে প্রতিভাবানদের সঠিক রাস্তা দেখানোরও।''

ভারতীয় ফুটবলে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে যাচ্ছে! অগ্রগতি পাঞ্জাবের, সমীক্ষায় চমকপ্রদ তথ্য

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিলঃ নববর্ষে চিরাচরিত রীতি মেনে সাড়ম্বরে হলো বারপুজো। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের সাপ্লাই লাইনের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের হাল ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। একটি সমীক্ষার ফলে প্রকাশ, ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে ৬৫ শতাংশের বেশি আসছেন ৫টি রাজ্য থেকে। বাংলা ও গোয়া কিন্তু ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। সমীক্ষাটি চালিয়েছেন উয়েফা এ ও এএফসি প্রো লাইসেন্সধারী কোচ রিচার্ড হুড, যিনি আবার এআইএফএফের প্লেয়ার ডেভেলপমেন্টের প্রাক্তন প্রধানের দায়িত্ব সামলেছেন। ১৪০ কোটি দেশে প্রচুর প্রতিভা থাকার উপলব্ধি রয়েছে অনেকের। যদিও বাস্তবে তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থাকছেই। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মণিপুর, মিজোরাম, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব ও গোয়ার সম্মিলিত জনসংখ্যা ১২.৪৩ কোটি। এলিট লেভেলে খেলা ফুটবলারদের ৬৫ শতাংশের বেশিই এসেছেন এই পাঁচ রাজ্য থেকে। বিগত ২২ বছরে জুনিয়র ও সিনিয়র পর্যায়ে জাতীয় দলে এবং ঘরোয়া লিগের দুটি সেরা ডিভিশনে খেলা এই পুরুষ ফুটবলারদের সংখ্যা ১,১১২। সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, ভারতীয় ফুটবল দলের বিভিন্ন পর্যায়ে খেলা ফুটবলারদের ৯০ শতাংশ আসছেন ৯টি রাজ্য ও একটি শহর থেকে। উপরোল্লিখিত রাজ্যগুলির সঙ্গে এই তালিকায় রয়েছে-গ্রেটার মুম্বই, কেরল, তামিলনাড়ু, মেঘালয় ও সিকিম। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী যার সম্মিলিত জনসংখ্যা ২৫ কোটির সামান্য বেশি। ভারতীয় ফুটবল দলে ফুটবলার উপহার দেওয়ার নিরিখে মণিপুর ও মিজোরাম রয়েছে সকলের আগে। দেশের এলিট লেভেল ফুটবলারদের ৩১ শতাংশই এই দুই রাজ্যের। পশ্চিমবঙ্গ ১৩.৫৫, পাঞ্জাব ১১.৪৬ ও গোয়া ৯.৭১ শতাংশ নিয়ে রয়েছে যথাক্রমে তৃতীয় থেকে পঞ্চম স্থানে। ২০০২ থেকে যে ১৫২ ফুটবলার ভারতীয় দলে খেলেছেন তাঁদের ৮০ শতাংশই ৬টি রাজ্যের এবং একটি শহরের (গ্রেটার মুম্বই)। এই তালিকায় অবশ্য এগিয়ে পাঞ্জাব। হিন্দিভাষী অধ্যুষিত সিংহভাগ রাজ্যের অবস্থা শোচনীয়। আইএসএল, আই লিগের পাশাপাশি ভারতের সিনিয়র, অনূর্ধ্ব ২৩, অনূর্ধ্ব ২০ ও অনূর্ধ্ব ১৭ দলের ২২,৬৫,০১৫ মিনিটে ভারতীয়দের খেলার বিশ্লেষণ করা হয়েছে সমীক্ষায়। ২০০২ থেকে ভারতীয় দলে সবচেয়ে বেশি খেলার নিরিখে প্রায় ৮০ শতাংশ ফুটবলার সাতটি রাজ্যের। সম্মিলিত মিনিটের ১৬.৬৯ শতাংশই পাঞ্জাবের ফুটবলাররা খেলেছেন। ২০০৬ বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে বাংলার প্লেয়াররা যেখানে মোট সময়ের ৩৬.৩ শতাংশ খেলেছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ারে তা নেমে এসেছে ৫ শতাংশে। খেলার মোট সময়ের নিরিখে ২০০৪ সালেও গোয়ার ফুটবলাররা ৩০ শতাংশ খেলতেন, সেটাই এখন নেমে এসেছে ০.৪ শতাংশে। অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল দলে কেরলের ফুটবলারদের খেলতে দেখাই যায় না। বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে খেলার সময়ের নিরিখে মণিপুর অনেকটাই এগিয়ে (৩৮.৫৪ শতাংশ)।

লিভারপুলের পর আর্সেনালের হার, শীর্ষেই ম্যানচেস্টার সিটি

আর্সেনাল ০ - ২ অ্যাস্টন ভিলা

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লন্ডন, ১৫ এপ্রিলঃ অন্য যেকোনো লিগ হলে এক দিনে দুই অঘটন বলে দেওয়া যেত। কিন্তু ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসর বলেই তা বলা যাচ্ছে না। এখানে কবে-কোন দল জিতবে, আগে থেকে বলা মুশকিল। তবু ঘরের মাঠে আজ নিরঙ্কুশভাবে ফেবারিট ছিল লিভারপুল ও আর্সেনাল। গত রাতেই শীর্ষে ওঠা ম্যানচেস্টার সিটিকে পেছনে ফেলে আবারও চূড়ায় ফেরার সুযোগ ছিল। কিন্তু শীর্ষস্থান নিয়ে চলা এই 'ইঁদুর-বিড়াল' খেলায় মনস্তাত্ত্বিক চাপে পড়েই কি না দল দুটি একই দিনে খেই হারাল। অ্যানফিল্ডে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে লিভারপুলের ১-০ ব্যবধানে হারের আড়াই ঘণ্টা পর লন্ডনের এমিরেটসে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ২-০ গোলে হেরে গেল আর্সেনাল। লিভারপুল ও আর্সেনালের অপ্রত্যাশিত হারে শীর্ষেই থেকে গেল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি। ৩২ ম্যাচে পেপ গার্দিওলার সিটির পয়েন্ট ৭৩। সমান ম্যাচ খেলে আর্সেনাল ও লিভারপুলের পয়েন্ট সমান ৭১ করে। তবে গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকায় মিকেল আরতেতার দল দুইয়ে আর ইয়ুর্গেন ক্লপের দল তিনে অবস্থান করছে। ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে চারে থাকা ভিলা আগামী মরসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার সম্ভাবনা আরও জোরাল করেছে। বলের দখল,

গোলের উদ্দেশে শট, লক্ষ্যে শট-সবকিছুতে আর্সেনালই এগিয়ে ছিল। কিন্তু ভিলার জমাট রক্ষণভাগ কিছুতেই ভাঙতে পাচ্ছিলেন না জেসুস, সাকা, হাভার্টজরা। তবে ম্যাচের শেষ দিকে পাওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার ঠিকই করেছে ভিলা। ৮৪ মিনিটে লুকাস দিনিয়ের কাছ থেকে বল পেয়ে ভিলাকে এগিয়ে দেন জামাইকান উইঙ্গার লিয়ন বেইলি। ম্যাচের কয়েক মিনিট বাকি থাকতে পিছিয়ে পড়ায় গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠে আর্সেনাল। তাই দলটির রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরাও ওপরে উঠে এসে খেলতে থাকেন। কিন্তু ম্যাচে ফেরা দূরে থাক, উল্টো আরেক গোল খেয়ে বসে। জর্জিনিও ভুল করে পাস দিয়ে বসেন ভিলার ইউরি টিলেমানসকে। আর্সেনালের রক্ষণভাগ ফাঁকা দেখে টিলেমানস উঁচু করে পাস বাড়ান ওলি ওয়াটকিনসের উদ্দেশে। একা থাকা এমিল স্মিথ রো ওয়াটকিনসকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেননি। বল নিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে বক্সে ঢুকে পড়েন ওয়াটকিনস। এরপর আর্সেনাল গোলকিপার দাভিদ রায়ার মাথার ওপর দিয়ে বল পাঠান জালে। অ্যানফিল্ডে খেলা দেখতে আসা লিভারপুল সমর্থকেরা তো তবু শেষ পর্যন্ত একটা গোলের আশায় বসে ছিলেন, আর্সেনাল সমর্থকদের আর ধৈর্য কুলায়নি। আরতেতার দলকে ৩ মিনিটের ব্যবধানে ২ গোল খেতে দেখে ক্ষোভে-হতাশায় তখনই স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে গেছেন। প্রিমিয়ার লিগে এ বছর এটাই আর্সেনালের প্রথম হার। এই এক হারেই শিরোপা-স্বপ্নে বড় ধাক্কা গেল তারা। দলটি লিগে সর্বশেষ হেরেছিল গত বছরের শেষ দিন, অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ফুলহামের কাছে। বিপরীতে উনাই এমেরির অ্যাস্টন ভিলা এই মরসুমে দুবারের দেখাতেই আর্সেনালকে হারিয়ে দিল। সেই সঙ্গে লন্ডনের কোনও ক্লাবের বিপক্ষে টানা ১০ ম্যাচ অপরাজিত থাকল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com